www.AmarIslam.com

উদীয়মান তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ বিশিষ্ট লেখক, গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা ইকবাল হোছাইন আল্ কাদেরীর লিখিত গ্রন্থাবলী পড়ুন ও ঈমান-আক্বীদা মজবুত করুন ।

* হক-বাতিলের পরিচয় ।
* তাবলীগ জামাতের আসল হাক্বীকত ।
* আল্লামা ছুফি সৈয়্যদুল হক শাহ্ (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ ।
* দিল্লু পরিচয় ।
* ত্বরীকতে গণ্ডগোল নিমিষেই হবে দূর ।
* বাতিলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রামান্য আলোচনা সম্বলিত ভিসিডি ।

ঃ প্রকাশনায় ঃ
আল্ মদিনা প্রকাশনী, ঢাকা # চট্টগ্রাম ।

www.AmarIslam.com

হক - বাতিলের পরিচয়

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরী

www.AmarIslam.com

বাতিল মতবাদীদের প্রণীত গ্রন্থাদির হুবহু এবারতসহ তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডণ এবং পাশাপাশি কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থ

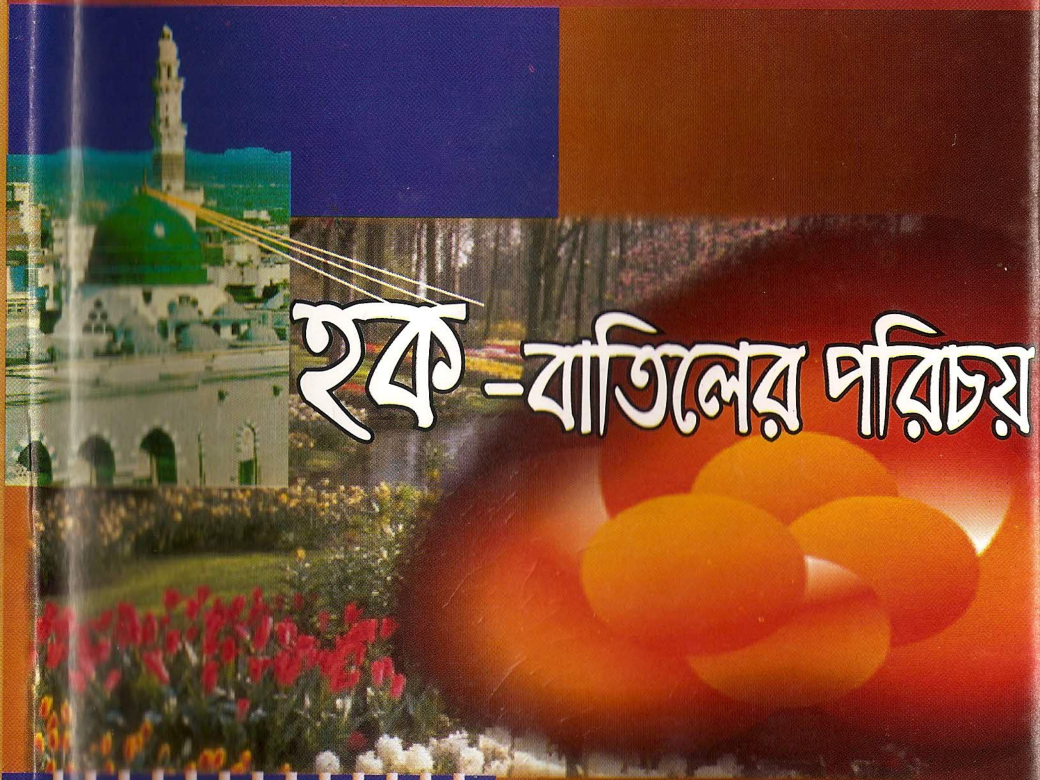

হক -বাতিলের পরিচয়

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাতিল মতবাদীদের প্রণীত গ্রন্থাদির হুবহু এবারতসহ তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডণ এবং পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে লিখিত
প্রামাণ্য গ্রন্থ

হক-বাতিলের পরিচয়

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন
আল্‌কাদেরী
মহাসচিব, আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম সংস্থা, কেন্দ্রীয় পরিষদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লেখক — আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরী
মহাসচিব, আহ্‌লে সুন্নাত ইমাম সংস্থা
কেন্দ্রীয় পরিষদ

বর্ণবিন্যাস — বিন হাফেজাইন কম্পিউটার্স,
বি-ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ — ২৫ রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী
২০ চৈত্র ১৪১৪ বাংলা, ৩ এপ্রিল ২০০৮ ইংরেজী

পূনর্মুদ্রণ — ১২/০৯/২০০৯ ইং।

দ্বিতীয় সংস্করণ — ১০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩২ হিজরী
২ ফাল্গুন, ১৪১৭ বাংলা
১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ ইং

প্রকাশনায় — আল্‌-মদীনা প্রকাশনী
পরিবেশনায় — আল্‌-মদীনা কুতুবখানা
১০৫, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স (২য় তলা)

সহযোগিতায় — সদরুল আফাযিল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

শুভেচ্ছা হাদিয়া — ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

সর্বস্বত্ত্ব — প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

আওলাদে রাসূল বানীয়ে জামেয়া হুজুর কেবলা
আল্লামা সৈয়দ আহ্‌মদ শাহ্‌ ছিরিকোটী,
ইমাম আ'লা হযরত ও
ইমাম শেরে বাংলা
রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহিম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা	০০৫
অভিমত	০০৭
দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু কথা	০০৮
প্রাক কথন	০০৯
প্রথম পর্ব : ওহাবী-দেওবন্দী মতবাদ বাতিল কেন?	০১২
দ্বিতীয় পর্ব : মওদূদী মতবাদ বাতিল কেন?	০৯২
তৃতীয় পর্ব : তাবলীগী মতবাদ বাতিল কেন?	১১৫
চতুর্থ পর্ব : শিয়া মতবাদ বাতিল কেন?	১৩১
পঞ্চম পর্ব : কাদিয়ানী মতবাদ বাতিল কেন?	১৪১
সতর্ক বাণী	১৪৫
পরিশিষ্ট	১৪৬
ঐক্যের আহ্বান	১৪৮

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পাদকের কথা

ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ্‌র মনোনীত পছন্দনীয়। এর ধারক, বাহক, প্রচারক ও প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি রাসূলগণের সম্রাট। বিশ্বজগতের জন্য রহমত। মহাপ্রলয়ের দিনে শাফায়াতের তাজেদার। অদৃশ্য জ্ঞানের ভাণ্ডার। কুল কায়েনাতের জন্য মুখতার। যার জন্য সৃষ্ট এ বিশ্ব কায়েনাত। যার ছদ্‌কায় সজ্জিত সমগ্র মওজুদাত। যার জবানে ফয়েজ তরজুমান থেকে আমরা পেয়েছি ৭৩ দলের মধ্যে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। এজন্য আমরা ধন্য, গর্বিত, আনন্দিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত।

বর্তমানে বিশ্বে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্টানসহ অসংখ্য ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস রয়েছে। এদের কাউকে নিজ ধর্ম প্রবর্তকের বিরুদ্ধে জবান দরাজ কিংবা কলম ধরতে দেখা যায়নি, যেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে এ সত্য ধর্মের মুখোশ পরিহিত বাতিলপন্থীদের। আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাজত করুন। নবুয়তের সূর্য আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিময়। বিদ্বেষীদের সকল ফুৎকার একাট্টা করলেও একে নিস্প্রভ করা সম্ভবপর নয়। তাই এসব অরণ্যরোদন বৈ কিছু নয়। বৃদ্ধা যেভাবে হযরত সৈয়দুনা ইউসুফের (আ.) খরিদারদের মধ্যে তালিকাভুক্তির প্রয়াসে সামান্য কিছু নিয়ে মিসরের বাজারে গমন করেছিলেন, ঠিক তদ্রূপ হুব্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাপ্তির জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরী সুন্নী আন্দোলনের একজন বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। 'হক-বাতিলের পরিচয়' শীর্ষক এ গ্রন্থটি সহ পূর্বে প্রকাশিত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে কলম সৈনিকরূপে তার আত্মপ্রকাশ। বইটি আগাগোড়া পড়েছি, সংশোধন করেছি। গ্রন্থ রচনা খুবই কঠিন-দুরূহ কাজ। এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করা আরো কষ্টকর। এসব কাজে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি হকের মুখোশ পরিহিত বাতিলপন্থীদের স্বরূপ উন্মোচন তথা পর্দা আলগা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সত্যপন্থী কে? মিথ্যাপন্থী কে? এদের পরিচয় দিতে সর্বাত্মক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রয়াস চালিয়েছেন। হকের আলখেল্লা পরিহিত বাতিলদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে সাধ্যমত সাধনা করেছেন। আল্লাহ্ পাক মাযহাবের জন্য তার এ খেদমত কবুল করুন। তার গ্রন্থটিকে সর্বস্তরের মানুষের নিকট কবুলিয়াত দান করুন। আমীন।

আল-মদীনা প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী স্নেহের ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ হক-বাতিলের পরিচয় গ্রন্থটির প্রকাশনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রকাশনার ভূবনে তিনি নবীন হলেও তার মধ্যে বিস্ময়কর মাযহাবী জযবা-চেতনা অপূর্ব ধর্মীয় আবেগ-অনুরাগ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তিনি এ জাতীয় প্রকাশনার সাহায্যে ব্যবসা নয়, সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতের স্মৃতির দুয়ারে মাযহাবী ভাবাদর্শ পৌঁছে দিতে আগ্রহী। আল্লাহ্ পাক তার ত্যাগ-ইখলাস কবুল করুন। আমীন।

আমার স্নেহের আল্‌কাদেরী ও স্নেহের ছাত্র মুহাম্মদ ইলিয়াছের পীড়াপীড়িতে আমি বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিই। বাস্তবিক পক্ষে আমার এ কাজের যোগ্যতা-দক্ষতা নেই। ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে বাধিত করলে শোকরগুজার-কৃতজ্ঞ হবো।

সালামান্তে

আলহাজ্ব মাওলানা আমীর আহমদ আনোয়ারী
অধ্যক্ষ
উত্তর সর্তা গাউছিয়া হাফেজিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা,
রাউজান, চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রবীণ আলেমে দ্বীন, উস্তাযুল ওলামা, পীরে তরীকত, নায়েবে আ'লা হযরত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ইদ্রিস রযভী (ম. জি. আ.)'র

অভিমত

উদীয়মান তরুণ লেখক স্নেহের মাওলানা ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরীর লিখিত 'হক-বাতিলের পরিচয়' নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। মা'শা আল্লাহ্, লেখক বাতিল মতবাদীদের লিখিত গ্রন্থাবলীর হুবহু এবারতসহ তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন, পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীলের আলোকে সঠিক ইসলামী সুন্নী আকীদা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, একজন সাধারণ সরল প্রাণ মুসলমানও গ্রন্থটি পড়ে সহজে হক-বাতিল সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

তাই প্রত্যেক মুসলমানদের ঈমান আকীদা সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরী। আমি লেখক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করছি।

ইতি

আল্লামা মুফতী ইদ্রিস রযভী
প্রতিষ্ঠাতা: রযভীয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু কথা

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্, আমার লিখিত এ 'হক-বাতিলের পরিচয়' নামক গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন, লন্ডন, আমেরিকা, আরব-আমিরাত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোবাইলে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন আশেকে রাসূল নবী প্রেমিক ভাইরা। তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাতিল মতবাদীরা সংশোধন তো দূরের কথা বরং মোবাইলে জঙ্গী ষ্টাইলে হত্যার হুমকি ও বিভিন্ন অশালীন গাল-মন্দ করে যাচ্ছে। তাদের সমস্ত হুমকী নাম্বার আমার মোবাইলে এবং নোটবুকে সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের প্রতি আমি নসীহত করব, আমার গ্রন্থে উপস্থাপিত সমস্ত উদ্ধৃতি, তথ্যাবলী তারা যেন অনুসন্ধান করে সত্যটি গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জন করেন। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করি। আমীন!

বর্তমান নতুন সংস্করণে তাদের আরো অনেক ভ্রান্ত মতবাদ ও খণ্ডন সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ নতুন সংস্করণেও অনেক বন্ধু-বান্ধব উৎসাহ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ইতি

احقر العباد اقبال حسین القادری غفرلہ

আহ্‌কারুল এবাদ

ইকবাল হোছাইন আলকাদেরী

লেখক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا و مصليا و مسلما

প্রাক কথন

মহান রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশিত, প্রিয় নবী রাহমতুললিল আলামীন প্রদর্শিত, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন, আইম্মায়েদ্বীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীন অনুসৃত মতাদর্শই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের সমষ্টি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই একমাত্র ইসলামের সঠিক মূল রূপরেখা হিসাবে এর যথার্থ অনুসরণ-অনুকরণেই রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। এর অনুসারীদেরকে সংক্ষেপে সুন্নী মুসলমান বলা হয়। পক্ষান্তরে এ দলের বিরোধীরা যুগে যুগে দিশাহারা, পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ও বাতিল হিসাবে চিহ্নিত ও ঘৃণিত।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا- [১]

"আর যারা আমার সাথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাই।"

উপরোক্ত আয়াতে سبيل 'সাবীল' এক বচনের পরিবর্তে سبل 'সুবুল' বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। অর্থাৎ আমি তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখাব। এতে প্রতীয়মান হলো খোদাপ্রাপ্তির পথ এক নয়, বরং অসংখ্য। কিন্তু তারই উৎস ও কেন্দ্রস্থল হচ্ছে একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল সাওয়াদে আযম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।

সুতরাং হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী, মুজাদ্দেদী ইত্যাদি এ সর্ববৃহৎ দলেরই অন্তর্ভূক্ত। এ সব

[১] সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত : ৬৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাযহাব ও তরীকতের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে কোন পার্থক্য নেই। বরং তাওহীদ, রিসালত, নবুয়ত, ইমামত, খিলাফত, বেলায়ত, আখেরাত, শাফায়াত ও খত্‌মে নবুয়তসহ অসংখ্য ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সবাই এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে কাদিয়ানী, শিয়া, মু'তাযিলা, জাবরিয়া, কাদ্‌রিয়া, লা-মাযহাবী, ওহাবী, নজ্‌দী, দেওবন্দী, মওদুদী, তাবলীগী, আহলে কুরআন, আহলে হাদীসসহ অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদীরা এর ব্যতিক্রম। এদের সাথে ইসলাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে রয়েছে আসমান-জমিন তফাৎ।

ওরা ইসলামী আবরণে গোটা বিশ্বে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতকে গোমরাহীর চরম পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতকে অবহিত করা সত্যিকার সুন্নী ওলামায়ে কেরামের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বিশেষ করে ভ্রান্ত দলসমূহের মধ্যে উপমহাদেশে পাঁচটি দল উল্লেখযোগ্য :

১. ওহাবী
২. মওদুদী
৩. তাবলিগী
৪. শিয়া ও
৫. কাদিয়ানী

যারা বিভিন্ন অপকৌশলে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান হরণের অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের ভ্রান্ত মতবাদগুলো তাদের লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে এখানে উপস্থাপন করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন মাহফিল, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ-সভায় শ্রোতামণ্ডলীর একটি আবেদন ছিল, বাতিলপন্থীদের লিখিত কিতাবের মূল এবারত, লেখকের নাম, কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল ইত্যাদি উল্লেখ করে বাতিল মতবাদ পাশাপাশি সুন্নী আকীদার প্রামাণ্য আলোচনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ লিখার। আসলে সময়ের স্বল্পতা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কর্মতৎপরতায় ব্যস্ততার কারণে এ মহৎ কঠিন কাজটি সম্পাদন করতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।

তারপরও আশা করছি, এ গ্রন্থে বাতিল মতবাদ ও ইসলামী-সুন্নী আকীদাকে এমনভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, যাতে একজন সুন্নী মুসলমান অপর বাতিল মতবাদীর সাথে ঈমানী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে সত্য পথ দেখাতে সক্ষম হয়। ইনশা আল্লাহ্‌ বিশেষ করে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণ করে পীরে তরিকত, মুফতীয়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা মুফতী ইদ্রিস রযভী সাহেব, হালিশহর মাদরাসায়ে তৈয়্যবীয়া ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)'র সম্মানিত প্রিন্সিপাল বহু গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রযভী সাহেব ও চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবীয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া (ডিগ্রী) মাদরাসার সম্মানিত আরবী প্রভাষক আল্লামা আমীর আহমদ আনোয়ারী সাহেব গ্রন্থটির সম্পাদনা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও বন্ধুবর মাওলানা ইলিয়াস, আল-মদীনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে ঋণী করেছেন। তার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে নতুন সংস্করণে আরো অনেক তথ্য সংযোজিত হওয়ার কারণে ভুল-ত্রুটিও থাকা স্বাভাবিক। যদি এ গ্রন্থে কোথাও কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশা আল্লাহ্‌।

পরিশেষে গ্রন্থটির বহুল প্রচারে সর্বস্তরের সুন্নী মুসলমানদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ইতি
আহ্‌কারুল এবাদ
ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনুসারীদের হত্যা করা বৈধ মনে করে অনেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।"

এ ছাড়াও তাফসীরে সাবী, নূরুল আনোয়ার, জা'আল হক, আশ-শিহাবুস সাকিব সহ অসংখ্য কিতাবে ওহাবী সম্প্রদায়কে একটি পথভ্রষ্ট গোমরাহ ও বাতিল দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দলের উদ্ভাবক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর কয়েকটি বাতিল মতবাদ উপমহাদেশের ওহাবীদের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা মাও. হোসাইন আহমদ মাদানী দেওবন্দীর মুখ থেকে শুনুন, তিনি ওহাবীদের নেতা হয়েও নজদীর ভ্রান্ত মতবাদকে তার কিভাবে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী দেওবন্দীর দৃষ্টিতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর ভ্রান্ত মতবাদ

* محمد بن عبد الوهاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان دیار مشرک اور کافر ہیں اور ان سے قتل وقتال کرنا ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے-
* نجدی اور اسکے اتباع کا ابتک یہی عقیدہ ہے کہ انبیا علیہم السلام کی حیات فقط اسی زمانہ تک ہے جب تک وہ دنیا میں تھے-بعد ازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت میں برابر ہے-
* زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و حضوری آستانہ شریفہ و ملاحظۂ روضۂ مطہرہ کو یہ طائفہ بدعت، حرام وغیرہ لکھتا ہے، اس طرف اس نیت سے سفر کرنا مخظور اور ممنوع جانتا ہے-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

* شان نبوت و حضرت رسالت علی صاحبہا الصلوۃ والسلام میں وہابیہ نہایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماثل سرور کائنات کرتے ہیں-
* وہابیہ کسی خاص امام کی تقلید کو شرک فی الرسالت مانتے ہیں اور ائمۂ اربعہ اور انکی مقلدین کی شان میں الفاظ وہابیہ خبیثہ استعمال کرتے ہیں-
* وہابیہ خبیثہ صلوۃ وسلام و درود بر خیر الانام علیہ السلام اور قرات دلائل الخیرات و قصیدۂ بردہ و قصیدۂ ہمزیہ وغیرہ اور اسکے پڑھنے اور اسکے استعمال کرنے وورد بنانے کو سخت قبیح اور مکروہ جانتے ہیں-
* وہابیہ امر شفاعت میں اسقدر تنگی کرتے ہیں کہ بمنزلۂ عدم کے پہنچادیتے ہیں-[১]

(১) "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর আকীদা ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও সকল মুসলমান মুশরিক, কাফির এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা, মাল সম্পদ লুণ্ঠন করা বৈধ ও জায়েয বরং ওয়াজিব।

(২) নজদী এবং তার অনুসারীদের এখনও পর্যন্ত এই আকীদা বিশ্বাস যে, আম্বিয়া (আ.)'র হায়াত শুধু তাঁরা যতদিন এ দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন ততদিনই ছিল। ইন্তেকালের পর তাঁরা এবং অন্যান্য মুমিনদের মৃত্যু এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রিয় নবী হায়াতুন্নবী নন।

(৩) রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেয়ারত ও আস্তানা শরীফে হাজেরী বা পবিত্র রওযা শরীফ

---

১ আশ্-শিহাবুস্ সাকিব, পৃষ্ঠা, ৫৫-৮৮, কৃত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, রহিমিয়া লাইব্রেরী, দেওবন্দ, ভারত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম পর্ব :

ওহাবী মতবাদ বাতিল কেন?

সংক্ষিপ্ত ওহাবী পরিচিতি :

আরবের উয়াইনা অঞ্চলে নজদ নামক স্থানে তামীম গোত্রের একটি শাখা বনু সিনান বংশে ওহাবী মতবাদের প্রবক্তা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ১১১১ হিজরী মতান্তরে ১১১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে। সে যে ভ্রান্ত মতবাদের দ্বার উন্মোচন করেছিল, সেটিই ওহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত এবং এই মতবাদের সমর্থকগণ ওহাবী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। বিশ্বব্যাপী আজ এই ওহাবী ফিরকার জঘন্য ফিৎনার নেটওয়ার্ক এমন কৌশলে এগুচ্ছে যে, অসংখ্য সরলপ্রাণ মুসলমান অজ্ঞতাবশতঃ তাদের ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করে ভ্রান্ত পথে এগিয়ে চলছে। তাই এই ফিৎনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই ওহাবী ফিৎনা সম্পর্কে প্রিয়নবী আকা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যেমন- মিশকাত শরীফের ইয়ামন ও শামের বর্ণনা অধ্যায়ে বোখারী শরীফের বরাতে একটি হাদীস এখানে উপস্থাপন করছি :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى يَمَنِنَا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَ فِى نَجْدِنَا، قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى يَمَنِنَا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَفِى نَجْدِنَا، فَاظُنُّهُ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَ الْفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ-[১]

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করছিলেন (এভাবে), হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের শাম দেশে

[১] মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫৮২।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্, আমাদের ইয়ামান দেশে বরকত দান করুন। সাহাবায়ে কেরামের একদল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নজদের জন্য বরকতের দোয়া করুন। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় শাম ও ইয়ামন দেশের জন্য দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কেরামের একদল পুনরায় নজদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় বার এরশাদ করলেন, সেখান হতেই তো বহু ভূমিকম্প-ফিৎনা-ফাসাদ শয়তানের শিং কিংবা শয়তানের দল বের হবে।"

অনেক হাদীস বিশারদ ও মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতে বর্ণিত হাদীসে ওহাবী ফিৎনা সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফতোয়া গ্রন্থ 'শামী' বাবুল বুগাতেও আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি ওহাবী ফিরকার জঘণ্য কর্মকাণ্ড ও ফিৎনা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

كَمَا وَقَعَ فِى زَمَانِنَا فِى إِتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِن نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَ كَانُوا يَنْتَحِلُونَ إِلَى الْحَنَابِلَةِ لَكِنَّهُمْ إِعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ، إِنَّ مَنْ خَالَفَ إِعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُوْنَ، وَاسْتَبَحُوا لِذٰلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ قَتْلَ عُلَمَائِهِمْ-[১]

"যেমন আমাদের সময়ে সংঘটিত আবদুল ওহাবের অনুসারীদের লোমহর্ষক ঘটনা প্রবাহ প্রনিধানযোগ্য। তারা নজদ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং মক্কা-মদীনা শরীফের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলে দাবী করত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাস করত যে, তারাই শুধু মুসলমান আর বাকী সবাই মুশরিক। এজন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের

[১] ফতোয়ায়ে শামী, ৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৭, বৈরুত, লেবানন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরিদর্শন করাকে এ দল (ওহাবী) বিদয়াত ও হারাম লিখে থাকে এবং যেয়ারতের নিয়তে মদীনা শরীফে সফর করা বিপদসঙ্কুল ও নিষিদ্ধ মনে করে থাকে।

(৪) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিছালতের শানে ওহাবীরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে থাকে এবং নিজেদেরকে প্রিয় নবীর সমকক্ষ মনে করে থাকে।

(৫) ওহাবীরা কোন নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণকে রিছালতে অংশীদারিত্ব মনে করে এবং চার মাজহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারীদের শানে দুষ্ট ও নিকৃষ্ট শব্দাবলী ব্যবহার করে থাকে।

(৬) ওহাবীরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ সালাম পাঠ করা এবং দরূদ শরীফের কিতাব দালায়েলুল খায়রাত, কাসীদায়ে হামযাইয়া ইত্যাদি পড়া এবং এগুলো ব্যবহার, দৈনিক অজীফারূপে জপ করা মারাত্মক মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ বলে মনে করে।

(৭) ওহাবীরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতের ক্ষেত্রে এ পরিমাণ সংকীর্ণ করে থাকে যে, শাফায়াতকে প্রায় অস্বীকারের পর্যায়ে নিয়ে যায়।"

উপরে উল্লেখিত ভ্রান্ত মতবাদ ছাড়াও নজদীর আরো অনেক গোমরাহী আকীদা মাদানী সাহেব তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে মাত্র কয়েকটি ভ্রান্ত মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকা থানভী লাইব্রেরী হতে প্রকাশিত, মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন কর্তৃক লিখিত এ দেশীয় ওহাবীদের কিতাব 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' নামক গ্রন্থেও অনেক আলোচনার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর মতবাদকে ভ্রান্ত মতবাদ হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও ওহাবীদের আরেক লেখক মুজাম্মেল হক (দেওবন্দী) কর্তৃক লিখিত 'ভ্রান্ত মতবাদসমূহ ও তার জবাব' নামক গ্রন্থে নজদীকে ভাল মানুষ হিসাবে দাঁড় করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য, এ দু' লেখক তাদের গ্রন্থে বাতিল আকীদা লিখতে গিয়ে স্বীয়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুরুব্বীদের বাতিল ও কুফরী আকীদার বিবরণ না দিয়ে কৌশলে পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। যাতে তাদের আসল পরিচয় গোপন থাকে। প্রকৃত পক্ষে দুর্গন্ধ যতই ঢাকা হোক না কেন, তার দুর্ঘ্রাণ বেরোবেই।

ওহাবী দলের প্রবক্তা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর <u>প্রধান কয়েকটি ভ্রান্ত মতবাদ</u>

তার লিখিত কিতাবুত তাওহীদ, কাশফুশ শুবহাতসহ লিখিত কিতাবাদির আলোকে হযরত আবু হামেদ ইবনে মারযুক তার অসংখ্য কুফরী আকীদার প্রধান কয়েকটি এভাবে উল্লেখ করেছেন,

تَقَدَّمَ فِى الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ أُمَّهَاتِ عَقِيْدَتِهِ مُنْحَصِرَةٌ فِى أَرْبَعٍ تَشْبِيْهُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَ تَوْحِيْدُ الْوُلُوهِيَّةِ وَ الرُّبُوبِيَّةِ وَ عَدَمُ تَوْقِيْرِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَكْفِيْرُهُ الْمُسْلِمِيْنَ-[১]

"আমরা শুরুতেই বর্ণনা করেছি যে, শেখ নজদীর মৌলিক আকিদা চারটি :

১. আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টির মত মনে করা। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র হাত, চেহারা ইত্যাদির শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা,
২. রবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের একত্ববাদকে একইরূপ বলে বিশ্বাস করা,
৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান না করা,
৪. تكفير المسلمين বা মুসলমানকে কাফির আখ্যায়িত করা। অর্থাৎ যারা ওহাবী আকীদা পোষণ করবে না তাদের প্রতি কুফরী ফতোয়া দেওয়া।"

উল্লেখিত চারটি মৌলিক ভ্রান্ত আকীদার অধীনে আরো কয়েকটি মারাত্মক জঘণ্য আকীদা।

---

১ আত্-তাওয়াসসুল বিন্নবী, পৃষ্টা : ২৪৪-২৪৫, তারীখে নজদ ও হেজায, পৃষ্ঠা, ১৫৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলা গ্রহণ করা কুফরী। যথাঃ

يخطب للجمعة في مسجد الدرعية و يقول في كل خطبة و من توسل بالنبي فقد كفر-[১]

"ইবনে আবদুল ওহাব দরইয়্যার মসজিদে খুতবা পাঠ করত। আর প্রত্যেক খুতবায় বলতো, যে ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলা গ্রহণ করলো সে কুফরী করলো।"

প্রিয় নবীর যেয়ারত অস্বীকার!

تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص في زمن مخصوص و كذلك زيارة كل قبر-[২]

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ই পাকের যেয়ারত বিশেষ যুগে বিশেষ পদ্ধতিতে হারাম। সেভাবে অন্য সকল কবর যেয়ারত করাও অবৈধ।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নন!

ان محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره-[৩]

"নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নন। আবদুল কাদের ও অন্যান্যদের (মালিকানা) তো দূরের কথা।"

নজদীর ভ্রান্ত মতবাদে দীক্ষিত এক অনুসারীর লাঠিও প্রিয় নবী থেকে উত্তম!

ان بعض اتباعه كان يقول ...

[১] খুলাসাতুল কালাম, পৃষ্ঠা : ৩২৯ - ৩৩৩।
[২] আল জাদীদ শরহু কিতাবিত তাওহিদ, পৃষ্ঠা : ১৮৪।
[৩] কাশফুশ শুবহাত, পৃষ্ঠা : ৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর বর্ণিত ভ্রান্ত মতবাদে দীক্ষিত তার এক অনুসারী তারই সামনে মদীনা শরীফে প্রিয় নবীর রওযা শরীফ লক্ষ্য করে এক জঘণ্য মন্তব্য এভাবেই করেছিল,

ان بعض اتباعه كان يقول عصاى هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها في قتل الحية و نحوها و محمد قد مات و لم يبق فيه نفع أصلا و انما هو طارش و مضى-[১]

"শেখ নজদীর সামনেই তার অনুসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, আমার এ লাঠি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়েও উত্তম। কেননা, এটা সাপ মারাসহ আরো অনেক কাজে উপকারে আসে। অথচ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয় মরে গেছেন। তাঁর মধ্যে মূলত উপকার করার আদৌ কোন ক্ষমতা নেই। তিনি ছিলেন শুধুমাত্র (একজন) বার্তাবাহক আর তিনি তো চলেই গেছেন।"

শেখ নজদীর অসংখ্য কুফরী ভ্রান্ত মতবাদের সামান্য কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করেছি। উল্লেখিত ভ্রান্ত মতবাদগুলোর খণ্ডন সামনে আসছে দলীল সহকারে। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে উপমহাদেশে নজদীর ভ্রান্ত আকায়েদ আমদানী করে এ দেশের সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আকীদাকে ধ্বংস করে এক নব ফিতনার জন্ম দিয়েছে ভারতের দেওবন্দী আলেমরা। তারা নজদীর কিতাবুত তাওহীদ, কাশফুশ শুবহাত সহ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত বাতিল মতবাদগুলো অনুবাদ করে বিভিন্ন নামে কিতাবাকারে ছাপিয়ে প্রচার-প্রসার করে উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল। দেওবন্দীদের সেই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের দেশেও কিছু খারেজী কওমী দেওন্দী ভাবাদর্শের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়। আর বর্তমানে সে মাদরাসাগুলো থেকেই ওহাবী আকীদার পূণঃপ্রচার অব্যাহত রয়েছে।

[১] খুলাছাতুল কালাম ফি বায়ানে ওমরাউল বালাদিল হারাম, কৃত মুফতীয়ে মক্কা শরীফ আল্লামা সৈয়দ আহমদ দাহলান মক্কী শাফেয়ী (রা:) পৃষ্ঠা : ৩০৫ - ৩৩৬। তারিখে নজদ ও হেজাজ, পৃষ্ঠা : ১৪৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপমহাদেশে শেখ নজদীর ভ্রান্ত মতবাদকে প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে দেওবন্দী আলেমদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তাদেরই লিখিত কিতাবের হুবহু এবারতসহ তাদের ভ্রান্ত মতবাদগুলোর মাত্র কয়েকটি খণ্ডনসহ উপস্থাপন করছি।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসেম নানুতুবীর লিখিত কিতাব 'তাহযীরুন্নাস' হতে :

শেষ নবী অস্বীকার!

سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد آپ سب میں آخری نبی ہیں- مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں- بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے- بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا-[১]

[১] তাহযীরুন্নাস, কাসেম নানুতুবী, পৃষ্ঠা : ৩, ১৪, ২৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"জনসাধারণের খেয়াল তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাতিম (শেষ) হওয়া এ অর্থেই যে, তাঁর জামানা পূর্ববর্তী নবীদের পরে এবং তিনি সর্বশেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানী লোকদের জন্য একথা সুস্পষ্ট যে, কালের অগ্রবর্তী ও পরবর্তী হওয়ার মধ্যে মূলত কোন ফযীলত বা প্রাধান্য নেই।

(ক) বরং ধরে নিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়ও যদি কোথাও কোন নবী আসত তথাপি হুজুরের খাতেম হওয়া রীতিমত বহাল থাকত।

(খ) বরং ধরে নিন প্রিয় নবীর জামানার পরও যদি কোথাও কোন নবী পয়দা হয়েও থাকে, তবুও তাঁর (নবী পাকের) শেষ নবী হওয়াতে কোন পার্থক্য আসবে না।"

সুন্নী আকীদা

কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সঠিক ইসলামী আকীদা হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হোক কিংবা পরে হোক আর কোন নবী-রাসূলের কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমন হবে না। এটাই পবিত্র কুরআনের وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ-এর প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থ। এর মধ্যে তাবীল করে অগ্রবর্তী-পরবর্তী জামানার বিশ্লেষণ দিয়ে কোন নবী আসার সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া, লেখা, ফতোয়া দেওয়া সম্পূর্ণরূপে কুফ্‌রী।

উল্লেখ্য, কাসেম নানুতুবীর এ ফতোয়াকে পুঁজি করে কাদিয়ানী প্রবক্তা মির্জা গোলাম কাদিয়ানী নবী দাবী করেছিল। এখন যারা খতমে নবূয়ত কমিটি করে কাদিয়ানীকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী করেন, তারা আবার কাসেম নানুতুবীকে বুযর্গ মানেন। তাই তাদেরকে বলব, প্রথমে নানুতুবীকে মুরতাদ ঘোষণা করে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন। তাহলে সকলের সমর্থন পাওয়া যাবে। কেননা ফতোয়া দিয়ে যিনি নবুয়তের দরজা খুলে দিয়েছেন, তাকে পাশ কাটিয়ে আন্দোলন সফল হবে না। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে কোন নবী কিয়ামত অবধি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসবে না, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি দলীল এখানে উপস্থাপন করা হলো। পবিত্র কুরআন থেকে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ- وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا-[১]

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। হ্যাঁ, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সমস্ত নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।"

পবিত্র হাদীস থেকে

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ-[২]

"হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবীর আগমন হবে না।"

এ ছাড়াও অসংখ্য কুরআন-হাদীসের অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ নবী হওয়াতে যারা সন্দেহ পোষণ করে তারা কাফির, মুরতাদ, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত, দুনিয়া-আখিরাতে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।[৩]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

আমলের ক্ষেত্রে নবীদের চাইতেও বড় হওয়ার দাবী!

کہ انبیا اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں
باقی رہا عمل اسمیں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں
بلکہ بڑھ جاتے ہیں-[১]

[১] সূরা আল আহযাব, আয়াত : ৪০।

[২] আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত শরীফ।

[৩] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৪০, আল-মায়েদা, আয়াত : ৩, আল-আহযাব, আয়াত : ৪৫, আল-বাকারা, আয়াত : ৮৯, হাদীস শরীফ, মাওহেবে লাদুনিয়া, ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, দালায়েলুন নবূয়ত, খাসায়েসে কুবরা, হুসামুল হেরামাইন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"নবীগণ স্বীয় উম্মতগণ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকেন এলমের মধ্যেই। বাকি রইল আমল। এতে কখনো কখনো দৃশ্যত: কোন কোন উম্মত নবীর সমকক্ষ হয়ে যান বরং বেড়েও যান।"

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বাহ্যিকভাবেও কোন উম্মত আমলের ক্ষেত্রে নবীর সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। এ আকীদা পোষণ করা কুফরী ও নবীদ্রোহিতার নামান্তর। যেমন কিছু সংখ্যক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম আমল করতে গিয়ে তথা কুরবানী ও রমজানের রোজা রাখার ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগ্রগামী হয়ে গেলেন। সাথে সাথে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের আমলকে নিষ্ফল, বরবাদ এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অগ্রে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুশিয়ারী উচ্চারণ করে এরশাদ করেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ-[২]

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ ও রাসূলের অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। হে ঈমানদারগণ ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না, ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা

[১] তাহযীরুন্নাস। পৃষ্ঠা : ৫। মাও. কাসেম নানুতুবী। ফয়েজ লাইব্রেরী, দেওবন্দ জামে মসজিদ, ভারত।

[২] সূরা আল্ হুজরাত। আয়াত : ১-২।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(নবীর) কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো; এতে করে তোমাদের আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে যায়। অথচ তোমরা তা অনুধাবন কর না।"

এখন দেখুন পবিত্র হাদীসের বাণী :

عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، نَهٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّكَ تُوَاصِلُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَ اَیُّكُمْ مِثْلِی اِنِّی اَبِیْتُ یُطْعِمُنِی رَبِّی وَ یَسْقِیْنِ- [১]

"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল আমাদেরকে সওমে বেসাল তথা রাত্রীবেলায় পানাহার ছাড়া রাতদিন একাদিক্রমে রোজা রাখতে নিষেধ করলেন। এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যে সওমে বেসাল করেন? তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? (অর্থাৎ কেউ নেই)। কেননা আমি ঘুমাই অথচ আমার রব আমাকে পানাহার করান।"

উল্লিখিত হাদীসে সওমে বেসাল একটি আমল হওয়া সত্ত্বেও উম্মতের ক্ষেত্রে সে আমল পালন করা যে সম্ভব নয়, তা বুঝানো হয়েছে। তাই প্রমাণিত হলো বাহ্যিকভাবেও উম্মত আমলের ক্ষেত্রে নবীদের সমকক্ষ কিংবা উঁচু হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। কেনান, প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেছেন,

وَ لَلْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰی- [২]

"এবং নিশ্চয় আপনার জন্য পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী উত্তম।"

পবিত্র হাদীস শরীফে এটাও রয়েছে,

---

[১] বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৩। মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা : ৩৫২। মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

[২] সূরা দোহা, আয়াত : ৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلٰی خَیْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ — [১] رواه مسلم

"হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে নেক আমল শিক্ষা দেবে এবং যে ঐ নেক আমল করে তখন যতটুকু সওয়াব ঐ নেক আমলকারী পাবে, তত পরিমাণ সওয়াব ঐ নেক আমল শিক্ষাদাতাও পাবেন।"

এই হাদীসের আলোকে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদী যে কোন নেক আমল করে যতটুকু সওয়াব অর্জন করবেন ততটুকু সওয়াব প্রিয় নবীর আমলনামা শরীফে জমা হবে। কেননা, সমস্ত নেক আমলের শিক্ষা দাতা হচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিন্ন অন্য কেউ তিনি 'অলী হোক, গাউস বা সাহাবী হোক বা তাবেয়ী ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে নবীর বরাবর হতে পারেন না। এমনকি সাহাবী নয়, এমন কেউ সাহাবীরও সমতুল্য হতে পারেন না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের সামান্য গম খয়রাতও আমাদের শত শত মণ স্বর্ণ খয়রাত থেকে উত্তম।

তাহলে যে ক্ষেত্রে সাহাবীদের সামান্য গম-খয়রাত (আমল) আমাদের শত শত মণ স্বর্ণ খয়রাত থেকে উত্তম সেক্ষেত্রে সাধারণ উম্মত কিভাবে আমলের ক্ষেত্রে নবীদের বরাবর কিংবা উচ্চমানের হতে পারে? কখনও হতে পারে না।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

দেওবন্দীদের আমীরুল মুমিনীন (!) সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বাণী সংকলণ 'সিরাতে মুস্তাকীম' কিতাব হতে :

নামাযে প্রিয় নবীর ধ্যানের চাইতে গরু-গাধার ধ্যান উত্তম!

---

[১] মুসলিম শরীফ।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আল-হুজরাত, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাযে প্রিয় নবীর ধ্যানের চাইতে গরু গাধার ধ্যান উত্তম

زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالتمآب ہی ہوں اپنی ہمت لگا دینا اپنے بیل گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے-[১]

"নামাযে যেনার ওয়াসওয়াসা-ধারণা হতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল ভাল। পীর বা কোন বুযুর্গের প্রতি, এমনকি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহুতা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল-স্মরণে নিমগ্ন হওয়া নিজের গরু-গাধার আকৃতির চিন্তায় বিভোর থাকার চেয়েও অধিক মন্দজনক।"

এ আকীদার সমর্থনে কবিতা আকারে একটি কিতাব المنظومة المختصرة লিখেছেন হাটহাজারি মঈনুল ইসলাম কওমী ওহাবী মাদরাসার সাবেক মুহতামিম মুফতী ফয়জুল্লাহ্।

সুন্নী আকীদা

কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে ফতোয়া হচ্ছে নামাজী নামাজে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলার সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তা'জীম সহকারে খেয়াল করবে। কারণ এতে নামাজ বতিল হবে না, বরং কবুল হবে। যেমন পবিত্র কুরআনুল করীমে নামাজসহ যে কোন সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেওয়া বা তাঁকে স্মরণ করার নির্দেশ এভাবে দেওয়া হয়েছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ-[২]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা হাজির হয়ে যাও। কারণ তা তোমাদের জীবন দান করবে।"

---

১ সিরাতে মুস্তাকীম, (সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বাণী), ইসমাইল দেহলভী, পৃষ্ঠা: ১৬৭, থানভী লাইব্রেরী দেওবন্দ।

২ সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ আয়াতের বাস্তব প্রমাণ হিসাবে বোখারী শরীফের দুটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে-

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ {اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ}-[১]

"হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুয়া'ল্লা আল্-আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করছিলাম। এ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন, নামাজরত থাকার কারণে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারি নি। নামাজ শেষ করে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি তো নামাজরত ছিলাম, তাই আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারি নি। প্রিয় নবী তাঁর কথা শুনে বললেন, হে আবু সাঈদ! আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি?"

اِسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ-[২]

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর ডাকে সাড়া দাও। যখনই তাঁরা ডাক দেবেন।"

নামাজ পড়া অবস্থায় হোক বা অন্য কোন অবস্থায় হোক; সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব।

এ ধরনের আরেকটি হাদীস হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত হযরত ওবাই ইবনে কায়াব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু নামাজে রত ছিলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডাক দিলেন। কিন্তু নামাজের কারণে উত্তর দেন নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ اِذَا دَعَوْتُكَ ؟ قَالَ: كُنْتُ فِى الصَّلٰوةِ-[১]

---

১ বোখারী শরীফ, জিলদে দোয়ম, কিতাবুত তাফসীর, বাব: মা জাআ ফি ফাতিহাতিল কিতাব, পৃষ্ঠা: ৪৫২।

২ বোখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হে ওবাই ইবনে কা'আব! আমার ডাকে সাড়া প্রদানে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি নামাজে ছিলাম।" তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ব-বর্ণিত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। ওবাই ইবনে কা'আব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর কোন দিন নামাজ রত অবস্থায় থাকলেও আপনার ডাকে সাড়া দিতে ত্রুটি হবে না।

বোখারী শরীফের আরেকটি দীর্ঘ হাদীস, হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থাবস্থায় হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। একদিন সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু নামাজ পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন, হুজুরের আগমন ধ্বনি পেয়ে নামাজ অবস্থায় সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামত ফরমালেন। সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু একটু পেছনে এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে ইকতেদা করলেন। উল্লিখিত দলীলের ভিত্তিতে ইমাম গাজ্জালী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَاحْضِرْ فِى قَلْبِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَ قُلْ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ [২]

"(নামাজের আখেরী বৈঠকে তাশাহুদ পাঠকালে) তোমার অন্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পবিত্র দেহাবয়বকে সমুপস্থিত জানবে এবং বলবে, আস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

১ তাফসীরে মাজহারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬, তিরমিযী, নাসায়ী।
২ ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৭, আতয়াবুল বায়ান, পৃষ্ঠা: ১৯৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ ছাড়াও হাশিয়ায়ে শামী, শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক লিখিত আশি'য়্যাতুল লুম'য়াত, মাদারিজুন্নাবুয়াত সহ অনেক উল্লেখযোগ্য কিতাবে নামাজে তাশাহুদ পাঠকালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেওয়ার সময় হুজুরের প্রতি তাযীমের সাথে খেয়াল করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরুল মাজহারীতে মাসআলা বয়ান করতে গিয়ে বলেন,

مسئلة : قِيْلَ اِجَابَةُ الرَّسُوْلِ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ-

"নামাজের অবস্থায় প্রিয় রাসূলের ডাকে সাড়া দিলে নামাজ ভঙ্গ হয় না।"

অতএব, প্রমাণিত হল নামাজে প্রিয় নবীর খেয়াল করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না বরং কবুল হয়। আর নামাজে প্রিয় নবীর খেয়ালের পরিবর্তে স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল, গরু-গাধার খেয়াল উত্তম বলা প্রিয় নবীর পবিত্র শানে চরম বে-আদবী। যা প্রকাশ্য কুফরী।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

মুর্খ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে নবীদের সমান বলার ধৃষ্টতা!

پس کلیات شریعت اور احکام دین میں اسکو (سید احمد کو)
انبیا علیہم السلام کا شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں اور انکا ہم استاد بھی کہہ
سکتے ہیں-[১]

১ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আল আনফাল, আয়াত : ২৪। তাফসীরে মাযহারী, বোখারী শরীফ। মিশকাত শরীফ। হাশিয়ায়ে শামী। ইহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন। মাদারিজুন্নাবুয়ত। শানে হাবিবুর রহমান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

"শরীয়তের সার্বিক দিক থেকে এবং আহকামে দীনের ব্যাপারে তাকে (সৈয়দ আহমদকে) নবীগণের (আ.) ছাত্র এবং তাদের ওস্তাদের সমানও বলা চলে।"

সুন্নী আকীদা

শরীয়তের সার্বিক ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে সম্মানিত নবীগণের ছাত্র কিংবা নবীগণের ওস্তাদের সমান বলা সুস্পষ্ট কুফরী। কেননা, নবীগণের ওস্তাদ হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। যেমন, পবিত্র কুরআনে সূরা আর-রাহমানে এরশাদ হয়েছে,

اَلرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- [২]

"রহমান (আল্লাহ্) তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"

অতএব, আমাদের প্রিয় নবীসহ সকল নবীগণের ওস্তাদ হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তাই এই মুর্খকে বেলায়তের আসনে বসানোর জন্য এ রকম কুফরী উক্তি কখনো ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩]

মন্তব্য : সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে নবীগণের ওস্তাদের সমান বলা তাকে আল্লাহ্ বলার বৃথা কৌশল নয় কি?

---

[১] সিরাতে মুসতাকিম, ইসমাঈল দেহলভী। পৃষ্ঠা : ৭১। থানভী লাইব্রেরী, দেওবন্দ।

[২] সূরা আর রাহমান, আয়াত : ১-২।

[৩] কুরআন শরীফ, সূরা আর রাহমান, আয়াত : ১। হাদীস শরীফ, কিতাবুশ শিফা।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর পরোক্ষ নবুয়ত দাবী!

ایک دن جناب ولایت مآب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا- پس جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح شست وشو کی جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست وشو کرتے ہیں- اور جناب فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا- پس اس واقعہ کے سبب سے کمالات طریقت نبوت نہایت جلوہ گر ہوئے-[১]

"একদিন হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহু এবং হযরত সাইয়েদাতুন্নেসা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে (সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী) স্বপ্নে দেখলেন, অবশেষে হযরত আলী মরতুজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁকে (সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে) নিজ হাত মোবারক দ্বারা গোসল দেন এবং তাঁর শরীরকে ভালভাবে ঘষে মেজে দেন। যেমনি ভাবে পিতা-মাতা আপন সন্তানকে ঘষে মেজে গোসল দিয়ে থাকেন। আর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা নিজ হাতে তাকে উত্তম ও মূল্যবান কাপড় পরিধান করান। এ ঘটনা দ্বারা (সৈয়দ আহমদের) নবুয়তের পথ পূর্ণ সুগম হয়ে যায়।"

সুন্নী আকীদা

এ ধরনের স্বপ্ন দ্বারা নিজের ভণ্ডামীর আড়ালে কামালিয়াত প্রকাশ করা সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরুধী। কারণ, মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা প্রিয় নবীর এমন কন্যা, যাঁকে পৃথিবীতে কোন পুরুষ

---

[১] সিরাতে মুস্তাকীম, ইসমাঈল দেহলভী। পৃষ্ঠা : ৩০৭-৩০৮।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখতে পায় নি। এমনকি কেয়ামত দিবসে মা ফাতেমা পুল সিরাত অতিক্রমকালে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতবাসীকে স্বীয় চোখ অবনত করার নির্দেশ দেবেন বলে হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে। আর এ মুর্খ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী দাবী করে বসল, তাকে মা ফাতেমা ও মওলা আলী গোসল দিয়ে কাপড় পরিধান করানোর মাধ্যমে নবুয়তের রাস্তা সমুজ্জ্বল করে দিলেন। নাউযু বিল্লাহ! এক সাথে কত ভণ্ডামী ? তার এ কথা নবুয়ত দাবীর ইঙ্গিত নয় কি? কত বড় সাহস আর ভণ্ডামী করার ইচ্ছা থাকলে এ রকম আজগুবী স্বপ্নের কথা বলে সরল-প্রাণ মুসলমানদেরকে ধুকা দিতে পারে, তা এক বার অনুমান করে দেখুন তো! উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর তরীকার লোকদের মাঝে বর্তমানেও 'স্বপ্নে দেখা রোগ'টি একটু বেশী!

অতএব, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর এ রকম আজগুবী স্বপ্ন নিকৃষ্ট ভণ্ডামীর সর্বশেষ নমুনা। স্বীয় বাতিল আকীদা মুসলমানদের মধ্যে বিস্ত ারের লক্ষ্যে তার এ অপকৌশল।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে প্রিয় নবীর সাথে তুলনা!

آپ کی ذات والا صفات ابتداء فطرت سے رسالت مآب
علیہ افضل الصلوۃ والتسلیمات کی کمال مشابہت پر پیدا کی گئی تھی۔[২]

"তাঁর (সৈয়দ আহমদ বেরলভরী) গুণধর সত্ত্বাকে সৃষ্টির প্রথম থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য সহকারে পয়দা করা হয়েছে।"

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল কোন ক্ষেত্রে কাউকে প্রিয় নবীর সাথে সাদৃশ্য রেখে সৃষ্টি করা হয় নি। প্রিয় নবীর মানবীয়

---

১ দলীলসমূহ : ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত। তরিকায়ে মোহাম্মদিয়ার গোমর ফাস। পৃষ্ঠা : ৮–৯, গুরফাতুর রিজভীয়া, সাহেবাবাদ, বিপাড়া, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত।

২ সিরাতে মুস্তাকী, পৃষ্ঠা : ৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্ত্বাকেও মহান আল্লাহ্ তা'আলা অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। সে জন্যেই তো প্রিয় নবী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, لست أيكم مثلى كأحد منكم অর্থাৎ আমি তোমাদের কারো মত নই, তোমাদের মধ্যে কে আছো আমার মত?[১]

অতএব, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মত একজন মুর্খকে (তার জীবনী গ্রন্থ অনুযায়ী) প্রিয় নবীর সাথে তুলনা করা কিসের আলামত? যেটা সুস্পষ্ট কুফরী।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীর লিখিত কিতাব 'হিফজুল ঈমান' হতে :

প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের সাথে কেমন নিকৃষ্ট তুলনা !

آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید
صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد
بعض غیب ہے یا کل غیب ہے- اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے-ایسا علم غیب
تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لے بھی
حاصل ہے-[৩]

"হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্বত্ত্বার মধ্যে ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অস্তিত্বকে স্বীকার করা যদি যায়েদের (অর্থাৎ সমর্থকের) কথা অনুযায়ী শুদ্ধ হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ গায়েব দ্বারা কি আংশিক ইলমে গায়েব উদ্দেশ্য? না সামগ্রিক

---

১ বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, শিফা শরীফ, নাসিমুর রিয়াজ।

৩ হিফজুল ঈমান, লেখক: আশরফ আলী থানভী, পৃষ্ঠা : ১৫, থানভী লাইব্রেরী,দেওবন্দ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইলমে গায়েব? যদি কতেক ইলমে গায়েব উদ্দেশ্য হয়, তবে এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কী বিশেষত্ব রয়েছে ? এ ধরনের ইলমে গায়েব তো যায়েদ, আমর বরং প্রতিটি শিশু, পাগল এমনকি জানোয়ার ও অন্যান্য পশুরও আছে ।"

সুন্নী আকীদা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন । এটা কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত । এর পরও আশরফ আলী থানভী কর্তৃক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবকে পাগল, শিশু, গরু, ছাগল, গৃহপালিত পশু, জানোয়ার ইত্যাদি নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা করা নিঃসন্দেহে কুফরী ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

اَلرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - [১]

"পরম দয়ালু (আপন মাহবুবকে) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন ।"

আল কুরআনে ইলমে জাহের ও বাতেন বা ইলমে গায়েবসমূহ বিদ্যমান রয়েছে ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ أَحَدًا- اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ- [২]

"আল্লাহ্ অদৃশ্যের জ্ঞাতা । আপন অদৃশ্যের উপর কাউকে ক্ষমতাবান করেন না, মনোনীত রাসূল ব্যতীত ।"

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ [৩]

"এবং আল্লাহ্র শান নয় যে, তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করবেন । হাঁ, আল্লাহ্ নির্বাচিত করে নেন (ইলমে গায়েব দেওয়ার জন্য) তাঁর রাসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান ।"

---

[১] সূরা আর রাহমান, আয়াত : ১ ও ২ ।
[২] সূরা জিন্ । আয়াত : ২৬ ও ২৭ ।
[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯ ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরো অসংখ্য আয়াতে করীমা আছে যেখানে প্রিয় নবীর ইলমে গায়েব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছ । প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবকে অস্বীকার সংক্রান্ত যত আয়াতে করীমা এসেছে তা স্বত্ত্বাগত ইলমে গায়েব উদ্দেশ্য । অর্থাৎ প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞান খোদাপ্রদত্ত; স্বত্ত্বাগত নয় । যারা ইলমে গায়েব স্বত্ত্বাগত মনে করবে তারাও ঈমানহীন হয়ে যাবে, আর যারা খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করবে তারাও বর্ণিত আয়াতে করীমাগুলো অস্বীকারের কারণে ঈমানহারা হয়ে যাবে । তাই এই মাসআলাটি বুঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । কেননা, খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের মু'জিযা স্বরূপ । যেমন- সহীহ্ বোখারী শরীফে সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত অবধি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব সম্পর্কে একটি হাদীস পেশ করছি যাতে কেয়ামত পর্যন্ত খোদাপ্রদত্ত প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের একটি চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে । যেমন-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا ذَكَرَهٗ- [১]

"হযরত হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভাষণে আমাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেন । কোন বিষয়ই তাঁর ভাষণে বাদ দেন নি । সব কিছুরই আলোচনা করেছেন । কেয়ামত পরবর্তী ইলমে গায়েবও প্রিয় নবীকে দান করা হয়েছে । যেমন- বোখারী শরীফের অপর হাদীসে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন,

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ- [২]

---

[১] বোখারী শরীফ, জিলদে দুওম । কিতাবুল কদর । পৃষ্ঠা : ৯৭৭ ।
[২] বোখারী শরীফ । ১ম খণ্ড । কিতাবু বদ্ইল খালকি । পৃষ্ঠা : ৪৫৩ ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"একদা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে দণ্ডায়মান হলেন (প্রকাশ্য সাহাবাদের জামায়াতে)। অতঃপর, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন কি জান্নাতীরা জান্নাতে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাওয়া পর্যন্ত বলে দিলেন।"

বর্ণিত হাদীসে সৃষ্টির শুরু থেকে কেয়ামত পরবর্তী হিসাব-নিকাশ, মিজান, পুল-সিরাত এমনকি কারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান্নামে যাবে শেষ পরিণামটি পর্যন্ত সব কিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব দ্বারা।

অতএব খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং প্রিয় নবীর এ অদৃশ্য জ্ঞানকে শিশু, পাগল, গৃহপালিত পশু, জানোয়ারের জ্ঞানের সাথে তুলনা করা নিঃসন্দেহে কুফরী।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

দেওবন্দীদের বড় পেশওয়া জনাব মও. খলীল আহমদ আম্বেটবীর লিখিত কিতাব 'বরাহীনে কাতেয়া' হতে :

প্রিয় নবীর ইলমের চাইতে শয়তানের ইলম বেশী !

شیطان اور ملک الموت کہ یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے-[২]

"শয়তানের ও মালাকুল মউত বা আযরাঈলের (জ্ঞানের) বিশালতা নসূসে কুরআন দ্বারা প্রমানিত হল। ফখরে আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে

---

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, দালাইলুন্নাবুয়াত, শাওয়াহিদুন্নাবুয়াত, তারীখুল খুলাফা, আদ দাউলাতুল মাক্কিয়া ইত্যাদি।

[২] বারাহীনে কাতেয়া, খলীল আহমদ আম্বেটবী, পৃষ্ঠা : ৫৫। এমদাদিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমন কোন অকাট্য দলীল আছে কি, যা যাবতীয় দলীলাদি খণ্ডন করত: একটি শিরককে সাব্যস্ত করে?"

সুন্নী আকীদা

প্রিয় নবীর ইলমের চাইতে মালাকুল মউত ও শয়তানের ইলম বেশি প্রমাণ করার চেষ্টা করা নূর নবীর শানে চরম বেয়াদবী ও গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, نص قطعی বা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রিয় নবীর জ্ঞানের বিশালতার প্রমাণ যদিও খলীল আহমদ আম্বেটবী সাহেবের দৃষ্টি গোচর হয়নি। অথচ পবিত্র কুরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে,

اَلرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ-[১]

"পরম করুণাময় রহমান (আপন মাহবুবকে) কুরআরন শিক্ষা দিয়েছেন।"

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ- وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا-[২]

"আর আল্লাহ্ অপনাকে (ইলম) শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু আপনি জানতেন না এবং আপনার উপর আল্লাহ্র মহান অনুগ্রহ রয়েছে।"

উল্লিখিত আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনের জ্ঞান ও যাবতীয় অজানা ইলম প্রিয় নবীকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন মর্মে অকাট্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রিয় নবী স্বয়ং হাদীসে পাকে এরশাদ করেছেন,

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"আমি শিক্ষক হয়েই প্রেরিত হয়েছি।"

প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ অলীয়ে কামিল ও আশেকে রাসূল ইমাম শরফুদ্দীন বুসীরী রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি তাঁর বিখ্যাত মাকবুল

---

[১] সূরা আর রাহমান, আয়াত : ১-২।

[২] সূরা আন নিসা, আয়াত : ১১৩।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাসীদায়ে বুরদার মধ্যে প্রিয় নবীর জ্ঞানের বিশালতা বর্ণনা কতে গিয়ে বলেন,

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا   وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

"দুনিয়া ও আখেরাত তো আপনারই করুণার একাংশ এবং লওহ ও কলম আপনার জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ।"

وَ كُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ   غُرَفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ - [১]

"মারেফাতের অতল সাগর থেকে এক অঞ্জলি কিংবা জ্ঞানের অবিরাম বৃষ্টি থেকে এক চুমুক পানির জন্য সকল নবী-রাসূল প্রিয় নবীর নিকট দরখাস্ত করেন।"

এ ছাড়াও অসংখ্য কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রিয় নবীর জ্ঞানের বিশালতা প্রমাণিত। তাই ইসলামী আকীদা হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে বড় জ্ঞানী হচ্ছেন আমাদের প্রিয় আকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[২]

মন্তব্য : প্রিয় নবীর ইলমের চাইতে শয়তানের ইলম বেশী এটি দেওবন্দী ওহাবীদের আরেকটি মারাত্মক ভ্রান্ত আকীদা।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

দেওবন্দী ওলামাদের সংস্পর্শে উর্দু ভাষা শিক্ষা লাভ ফখ্‌রে মওজূদাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের!

ایک صالح فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی آپ تو عربی ہیں، فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا یہ زبان آگئی- [৩]

---

১ কসীদায়ে বুরদা।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, কানযুল ঈমান, হাদীস শরীফ, কিতাবুশ শেফা, নাসীমুর রিয়াজ ও কাসীদায়ে বুরদা শরীফ।

৩ বারাহীনে কাতেয়া, পৃষ্ঠা : ৩০। খলীল আহমদ আম্বেটবী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"জনৈক নেক বান্দা (খলীল আহমদ নিজে) স্বপ্ন যোগে রাসূলে পাককে দেখলেন যে, তিনি (প্রিয় নবী) উর্দু ভাষায় কথা বলছেন। প্রশ্ন করলেন আপনি তো আরবী ভাষী, উর্দু ভাষা কিভাবে শিখেছেন? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন থেকে দেওবন্দী ওলামাদের সাথে আমার সম্পর্ক হয়, তখন থেকে আমার এ ভাষা রপ্ত হয়ে যায়।"

সুন্নী আকীদা

পবিত্র কুরআনে وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا বলে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে যদি সৃষ্টির সকল ভাষা জ্ঞান দান করা হয়, তাহলে আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলের যিনি ইমাম, আমাদের আকা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেওবন্দের কথিত ওলামার সংস্পর্শে এসে উর্দু ভাষা শিক্ষা লাভ করার দাবী করা শুধু চরম বেয়াদবীই নয়; বরং কুফরীও বটে।

কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রিয় নবীর একমাত্র মহান শিক্ষক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাই আকা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ ছাড়া কারো নিকট থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করার কোন অবকাশ নেই।[১]

মন্তব্য : খলীল আহমদ সাহেব প্রিয় নবীকে দেওবন্দী ওলামাদের ছাত্র বানাতে চায়? নাউজু বিল্লাহ!

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সব মানুষের মতই!

پس کوئی ادنیٰ مسلم بھی فخر علیہ الصلوٰۃ کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا. البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں.

---

১ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ। হাদীস শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

پس کوئی ادنی مسلم بھی فخر عالم علیہ الصلوۃ کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا۔ البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں۔[১]

"সুতরাং কোন আদনা মুসলমানও ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের (মহান রবের দরবারে) নৈকট্য ও পূর্ণাঙ্গ উৎকর্ষতায় কাউকে তার মত মনে করে না। অবশ্য মানবীয় সত্ত্বায় (মানুষ হিসাবে) সকল বনী আদম তাঁর (প্রিয় নবীর) মতই।"

সুন্নী আকীদা

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা ও নৈকট্যের দিক দিয়ে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনি ভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ, ঠিক তেমনি ভাবে মানবীয় সত্ত্বায় (মানুষ হিসাবে)ও তিনি অতুলনীয়। মানবীয় সত্ত্বায়ও তিনি কারো মত নন, এবং কেহ তাঁর মত নয়। কেননা, প্রিয় নবীর মানবীয় সত্ত্বা বা রূপও সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র কুদরতী দৃষ্টির সামনে বিরাজমান। যেমন- পবিত্র আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا –[২]

"আর হে মাহবুব! তাদের কথায় আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি আপনার প্রভুর হুকুমের খাতিরে ধৈর্য ধরে যান। নিশ্চয় আপনি (সদা-সর্বদা) আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছেন।"

যে নবীর সূরত মোবারক বা মানবীয় সত্ত্বা সর্বদা আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে বিরাজমান থাকে, তাঁর মানবীয় সত্ত্বা কি আমাদের মত? না আমরা তাঁর মত? তাই তাঁর মানবীয় সত্ত্বাটিও আমাদের থেকে পৃথক ও অতুলনীয়। আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ –

---

১ বারাহীনে কাতেয়া, পৃষ্ঠা : ৭। খলীল আহমদ আম্বেটবী।

২ সূরা : আত তূর। আয়াত : ৪৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হে নবীর বিবিগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও।"

উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ অন্যান্য নারীদের উপর প্রিয় নবীর বিবিগণকে যেক্ষেত্রে অতুলনীয় ঘোষণা করেছেন, সেক্ষেত্রে কিভাবে মানবীয় সত্ত্বায় নূর নবীকে তুলনা করা যায়? খলীল আহমদ আম্বেটবী সাহেব বললেন,

البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں۔

"অবশ্যই মানবীয় সত্ত্বায় (মানুষ হিসাবে) সকল বনী আদম তাঁর মত বা প্রিয় নবীর মত।"

তার কথা অনুযায়ী সকল বনী আদম মানবীয় সত্ত্বায় যদি নবীর মত হয়, তাহলে বনী আদমের মধ্যে ফেরাউন, নামরূদ, শাদ্দাদ, আবু জেহেল, আবু লাহাবের মত জঘণ্য নিঃকৃষ্ট কাফেরও তো রয়েছে। তা হলে উম্মত যদি এ ধারণা করে যে, আবু জেহেল, আবু লাহাব, ফেরাউন ও নামরূদ মানুষ হিসাবে প্রিয় নবীর মতই তা হলে ঈমানের কি অবস্থা হবে?

তাই তো এ কুফরী ধারণা থেকে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে পাকে এরশাদ করেছেন,

اَيُّكُمْ مِثْلِى

"তোমাদের মধ্যে আমার মত কে হও?"

اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের মত নই।"

لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ

"আমি তোমাদের কারো মত নই।"

اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ

"আমি তোমাদের মানবীয় প্রকৃতির মত নই।"

উল্লেখিত হাদীসগুলি বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড বাবুল বেসাল, ২৬৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কারো মত,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথবা আমরা কেহ কোন ক্ষেত্রেই প্রিয় নবীর মত নই। তাই মানুষ হিসাবে প্রিয় নবীকে নিজের মত মনে করা কুফরী। কেননা, মানবীয় সত্ত্বায়ও তিনি অতুলনীয়। আশরাফ আলী থানভী সাহেবও 'নাশরুত তীব্ব' গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় মওলা আলী শেরে খোদা কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহুর একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। মওলা আলী বলেন,

لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–[১]

"আমি প্রিয় নবীর মত না পূর্বে কাউকে দেখেছি, না পরে কাউকে দেখেছি।"

আর খলীল আহমদ আম্বেটবী সাহেব যে আয়াত দিয়ে বনী আদমকে প্রিয় নবীর মত বলার ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে, সে আয়াতই প্রমাণ করে প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কারো মত নন। কারণ, আয়াতে এসেছে,

قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ—[২]

"হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, (বাহ্যিক আকৃতিতে) আমি তোমাদের মত মানুষ, আমার নিকট ওহী আসে।"

আয়াতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে অর্থ হয় আমার নিকট ওহী আসে, তোমাদের নিকট ওহী আসে না, তাই আমি তোমাদের কারো মত নই। যেটা বোখারী শরীফের হাদীসে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কারণ, প্রিয় নবী হচ্ছেন মহান আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের আয়না স্বরূপ। আয়নার মধ্যে তখনই পূর্ণাঙ্গ ছবি আসে, যখন এক পৃষ্ঠা পরিস্কার হয় আর এক পৃষ্ঠায় রঙের আবরণ থাকে। প্রিয় নবী এক দিকে নূর, অন্য দিকে বশরিয়তের আবরণ রয়েছে তাঁর মাঝে। যাতে পূর্ণাঙ্গ আয়না হন তিনি। এখানে সে বশরিয়াত বা মানবীয় সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে আর قَدْ جَآئَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নূর

---

১ তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, বাবু সিফাতিন্নবিয়্যি সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পৃষ্ঠা : ২০৫, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫১৭।

২ সূরা কাহাফ, আয়াত : ১১০।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন- এর মধ্যে অন্য দিক নূরানিয়তের বর্ণনা রয়েছে। আরো রহস্যের ব্যাপার হলো প্রিয় নবীকে নূর বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক সরাসরি বললেন। আর বশর বলার ক্ষেত্রে প্রিয় নবীকে বললেন, قل হে মাহবুব আপনি বলুন। এতে বুঝা গেল বিনয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী নিজেকে আমাদের মত বলেছেন। কিন্তু এ দলীল দিয়ে উম্মত নবীকে নিজের মত বললে মান হানি হবে। যেমন কোন সম্রাট যদি বলে, আমি তোমাদের গোলাম। এটা তার বিনয় ও নম্রতার পরিচয়। এ জন্য তাকে কেহ গোলাম বলে আহবান করলে সাথে সাথে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সূরা কাহাফের সে আয়াত দিয়ে নিজকে প্রিয় নবীর মত বা তিনি আমাদের মত বলা, লিখা সবই কুরআনের অপব্যাখ্যা ও আয়াতের মূল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি না করে গোমরাহীর দিকে অগ্রসর হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের চাইতে আমরা কুরআন বেশি বুঝি না। সাহাবায়ে কেরামের আকীদা ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতুলনীয় মহা নূরানী মানব। যেমন হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ   وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ   كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ–[১]

"হে আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব, আপনার চেয়ে অধিক সুন্দর আমার চক্ষু দু'টি কখনও দেখেনি। কোন নারীও আপনার চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ সন্তান প্রসব করে নি। আপনাকে প্রতিটি দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনাকে যেন আপনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এ ছাড়াও আরও অসংখ্য অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের মত বা আমরা তাঁর মত বলা হারাম ও কুফর প্রমাণিত। তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে

---

১ দিওয়ানে হাস্‌সান বিন সাবিত, জিয়াউল ওয়ায়েজীন, পৃষ্ঠা : ৫৩২।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় সত্ত্বায়ও আমাদের মত বা আমরা তাঁর মত নই। বরং তিনি অতুলনীয় ও নূরানী মহামানব। তাই তো ইমাম কুস্তলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

اِعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْاِيْمَانِ بِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِيْمَانُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ خَلْقَ بَدْنِهِ الشَّرِيْفِ عَلٰى وَجْهٍ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهٗ وَ لَا بَعْدَهٗ خَلْقُ آدَمِيٍّ مِثْلَهٗ-

"জেনে রেখ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পূর্ণাঙ্গ ঈমান হচ্ছে - ঈমান আনবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর মোবারককে এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর মত কেউ না পূর্বে কখনো সৃষ্টি হয়েছে না তাঁর পরে সৃষ্টি হবে।"[১]

বিশুদ্ধ হাদীস সূত্রেও প্রিয় নবীর মানবীয় সত্ত্বা যে অতুলনীয়, অনন্য, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা বিশদ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, প্রিয় নবীর রক্ত মোবারক, প্রস্রাব ও পায়খানা মোবারক, ঘাম মোবারক ইত্যাদি পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত ছিল।

অতএব প্রমাণিত হল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় সত্ত্বায়ও আমাদের মত নন।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

হায়তুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই!

شیخ عبد الحق روایت کرتے ہیں کہ مجھکو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔[৩]

[১] মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, খাছায়েছে কোবরা, জিকরে জমীল ইত্যাদি।

[৩] বরাহীনে কাতেয়া, খলীল আহমদ আম্বেটবী, পৃষ্ঠা : ৫৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"শেখ আবদুল হক বর্ণনা করেছেন যে, (প্রিয় নবী নাকি বলেছেন) আমার দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই।"

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্র অসংখ্য অকাট্য দলীলের আলোকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। অথচ দেওবন্দীদের পেশওয়া খলীল আহমদ আম্বেটবী প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞানকে শুধু তুচ্ছই করে নি বরং শেখ মোহাক্কেক আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ্মতুল্লাহি আলাইহির উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে একটি ভিত্তিহীন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে নির্লজ্জ ভাবে বলে দিল প্রিয় নবীর দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই। অথচ শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি স্পষ্ট ভাবে ঐ হাদীসকে বানোয়াট, ভিত্তিহীন বলে মাদারেজুন্নবুয়ত গ্রন্থে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

کچھ لوگ اس جگہ یہ اشکال لاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس کلام کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور نہ اس قسم کی کوئی صحیح روایت وارد ہے۔

"কিছু লোক এই স্থানে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, কতেক বর্ণনায় এসেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বান্দা হই, আমি জানি না যে, এই দেওয়ালের পিছনে কি আছে। এই কথার কোন ভিত্তি নেই এবং না এ ধরনের কোন সহীহ্ বা বিশুদ্ধ বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ এ ধরনের কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা আসেনি।"[১]

খলীল আহমদ আম্বেটবী সরাসরি কুরআন-হাদীসের বিপরীত মন্তব্য পেশ করেছেন। কেননা, হাদীসে পাকে প্রিয় নবী স্বয়ং এরশাদ করেছেন,

[১] মাদারিজুন্নবুয়ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ-[১]

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আমি জানি বা আমার জানা আছে।"

বোখারী শরীফে রয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّىْ لَاَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِىْ-[২]

"হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা স্বীয় কাতারসমূহ ঠিক রাখ, আমি আমার পিঠের পিছন থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।"

এ ছাড়াও বোখারী শরীফে দুটি কবরে কোন্ গুনাহের কারণে কী আযাব হচ্ছে সেটা পর্যন্ত প্রিয় নবী বলে দিয়েছিলেন। সুতরাং কবরে কি হচ্ছে, কাতারের পিছন থেকেও যে নবী দেখতে পারেন, তিনি আবার দেওয়ালের পিছনে কী আছে তা জানেন না বলাটা প্রিয় নবীর মহান শানে মারাত্মক আঘাত বৈ কিছু নয়।[৩]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা
দেওবন্দীদের বড় ইমাম ইসমাইল দেহলভীর লিখিত বিতর্কিত কিতাব 'তকভীয়াতুল ঈমান' হতে :

প্রিয় নবীর কোন ক্ষমতা নেই!

جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں-[৪]

"যাঁর নাম মুহাম্মদ কিংবা আলী তাঁর কিছু করার ক্ষমতা নেই।"

---

১ মেশকাত ও তিরমিযী শরীফ।

২ বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, তাসবিয়াতুস সুফূফ, পৃষ্ঠা : ১০০।

৩ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মেশকাত শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মাদারিজুন্নবুয়ত, দালায়িলুন্নবুয়ত।

৪ তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ৩৩। ইসমাঈল দেহলভী। দারুল কিতাব, দেওবন্দ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের আলোকে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রধান খলীফা, রাহমাতুললিল আলামীন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসাবে সমগ্র সৃষ্টি তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে মুখতারে কুল। তাঁকে ইখতেয়ারবিহীন বা ক্ষমতাহীন মনে করা, লিখা ও বলা আল্লাহ্-প্রদত্ত ক্ষমতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অনেক ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াসীলায় সাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, আওলিয়ায়ে কেরাম খোদা-প্রদত্ত ইখতেয়ার ও তাছাররুফের অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমন, পবিত্র কুরআনুল করীমে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইখতেয়ার বা খোদা-প্রদত্ত ক্ষমতার বাস্তব উদাহরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে,

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ-[১]

"কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।"

এ আয়াতে আবু জাহিলের বন্ধু হাবীবে ইয়ামনীর প্রস্তাবে হায়াতুন্নবী কর্তৃক চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করার ঘটনা উল্লেখ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতাকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ একটি হাদীসও পেশ করা হচ্ছে, স্বয়ং প্রিয় নবী খোদাপ্রদত্ত প্রাপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে এরশাদ করেছেন,

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَئَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرِيَهُمْ فَاَرَاهُمْ وَ الْقَمَرُ شِقَّتَيْنِ-[২]

---

১ সূরা আল কমর, আয়াত : ১।

২ মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫২৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

"হযরত আনস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কাবাসী প্রিয় নবীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন প্রমাণ দেখান, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।"

اِنِّیْ قَدْ اُوْتِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ ۔[১]

"নিশ্চয় আমাকে জমিনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি দেওয়া হয়েছে।"

বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, আসমান-জমিন তথা সমগ্র কায়েনাতের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা-ইখতেয়ার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেওয়া হয়েছে।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে মানবে না!

ف۔ یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے۔[৩]

"যত পয়গম্বর দুনিয়াতে এসেছেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ হুকুম নিয়ে এসেছেন যে, শুধু আল্লাহ্কে মানবে। অন্য কাউকে মানবে না।"

সুন্নী আকীদা

আল্লাহ্কে মানার সাথে সাথে সকল নবী-রাসূল ফেরেশতাকেও মানা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। মহান আল্লাহ্কে না মানলে যেমনিভাবে মানুষ কাফির-মুরতাদ হয়ে যায়, তদ্রূপ কোন নবী-রাসূল, ফেরেশতাকে অস্বীকার করলেও কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্কে মানার পর তাঁর প্রিয় রাসূলগণ, আসমানী কিতাবসমূহ,

---

[১] বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫০৮।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ, তারীখুল খুলাফা, খাসায়িসে কুবরা।

[৩] তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ১৮।

www.AmarIslam.com

ফেরেশতা ও কিয়ামতকে মানার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِیْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۔ وَ مَنْ یَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِیْدًا ۔[১]

"হে ঈমানদারগণ! ঈমান রাখ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ঐ কিতাবের উপর যা আপন রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর রাসূলগণ এবং কিয়ামতকে অমান্য করে সে অবশ্যই দূরতম পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।"

وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۔[২]

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ কর। তাহলে তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমতপ্রাপ্ত হবে।"

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۔

"নিশ্চয়ই তারাই তো ঈমানদার যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে।"

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) এসে প্রিয় নবীকে প্রশ্ন করলেন,

مَا الْاِیْمَانُ؟ قَالَ الْاِیْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِیّٖنَ وَ تُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَ الْحَیٰوةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ تُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الْحِسَابِ وَ الْمِیْزَانِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَیْرِهٖ وَ شَرِّهٖ ۔[৩]

---

[১] সূরা আন নিসা, আয়াত : ১৩৬।

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩২।

[৩] আহমদ।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

“ঈমান কি? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন ঈমান হলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলা, কিয়ামত, ফেরেশতা, আল্লাহ্র কিতাবসমূহ এবং সকল নবীকে মানবে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ, জান্নাত-দোজখ, হিসাব, মীযানের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং তুমি তাকদীরের সকল ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।”

তাহলে কুরআন-সুন্নাহ্র স্পষ্ট ফায়সালা হচ্ছে, আল্লাহ্কে মানার সাথে সাথে নবী-রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব, মীযান ইত্যাদিকেও মানতে হবে। অন্যথায় মুমিন হওয়া যাবে না।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

নবী-অলীর মর্যাদা মহান আল্লাহ্র নিকট চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট!

ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔

سب انبیاء اور اولیاء اسکے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔

“প্রত্যেক সৃষ্টি বা যে কোন ব্যক্তি বড় হোক বা ছোট হোক আল্লাহ্র নিকট তার মর্যাদা চামারের চেয়েও নিকৃষ্ট। সকল নবী ও অলীগণ অতি ক্ষুদ্র বালি-কনা থেকেও নিকৃষ্ট।”[২]

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। কারণ শ্রেণীভেদে সৃষ্টির মধ্যে নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, শোহাদায়ে ইজাম, আওলিয়ায়ে কামেলীন ও ঈমানদারগণ আল্লাহ্র নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। তাই আল্লাহ্র মহত্ব বর্ণনার এ পদ্ধতি কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, নবী-রাসূলদের মর্যাদা আল্লাহ্র মহত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপও বটে। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ–[৩]

---

১ কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ।
২ তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ১৮–৪২।
৩ সূরা আল মুনাফিকূন, আয়াত : ৮।

“আর সম্মান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই। কিন্তু মুনাফিকদের নিকট খবর নাই।”

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ–[১]

“এবং প্রত্যেকের জন্য তাঁদের (আমল) কৃতকর্মের ফলশ্রুতিতে মর্যাদার স্তর সমূহ রয়েছে আর তোমার রব তাদের কৃত কার্যাদি সম্পর্কে গাফিল নন।”

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ–[২]

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সেই সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত যে বেশি পরহেযগার।”

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ–[৩]

“আর নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি।”

অতএব বর্ণিত আল কুরআনের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের স্তরভিত্তিক সম্মান, মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট সংরক্ষিত। এর পরও তাঁদের সম্মানকে আল্লাহ্র নিকট চামারের চাইতেও নিকৃষ্ট বলা নিঃসন্দেহে গোমরাহী।[৪]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবীকে অকেজো কল্পনা করা!

رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔[৫]

---

১ সূরা আল আনআম, আয়াত : ১৩২।
২ সূরা আল হুজরাত, আয়াত : ১৩।
৩ সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭০।
৪ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ফিকহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।
৫ তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা ; ৪৩।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"রাসূলের চাওয়ার দ্বারা কিছুই হয় না।"

সুন্নী আকীদা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাওয়ার দ্বারা সব কিছু হয়, এটা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং কেবলা পর্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাওয়া বা ইচ্ছার আলোকে। যেমন- পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -[১]

"হে হাবীব! আমি লক্ষ্য করছি আপনার আসমানের দিকে বারবার তাকানো। সুতরাং অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দেবো ওই কিবলার দিকে যাতে আপনার সন্তুষ্টি (ইচ্ছা) রয়েছে। এখনই (নামাজরত অবস্থায়) মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারাম (কাবার) দিকে।"

বর্ণিত আয়াতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাওয়া দ্বারাই কিবলার পরিবর্তন হয়েছে। (ওহাবীদের উচিত কেবলার দিকে নামাজ না পড়া, কেননা তাদের আকীদা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাওয়া দ্বারা কিছুই হয় না।) এ ছাড়াও কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন শরীয়তে নিষিদ্ধ হলেও উম্মে আতিয়াকে উচ্চস্বরে ক্রন্দনের, আবু বুরদাহ্‌কে ছয় মাসের ছাগল কুরবানী দেওয়ার অনুমতি, রবীয়া বিন কা'বকে জান্নাতের সুসংবাদ, মক্কা বিজয়সহ ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনাবলী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইখতিয়ারে বা চাওয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।[২] কেননা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় মাহবুবকে সর্বদা খুশী করতে চান। তাই প্রিয় নবীর চাওয়ার দ্বারা কিছুই হয়না বলা মানে প্রিয় নবীকে অকেজো মনে করা, যা সুস্পষ্ট কুফরী।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

---

১ সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৪৪।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, মুসলিম শরীফ, আবু দাঊদ শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবীকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে!

یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں-جو بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے-

"মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। যিনি বড় তাকে বড় (রাসূলে পাক) ভাইয়ের মত সম্মান কর।"[১]

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা হচ্ছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল উম্মতের দ্বীনী পিতা। তাঁর সম্মানিত স্ত্রীগণ সমস্ত উম্মতের দ্বীনী মাতা। যেমন- পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ[২]

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনের প্রাণের চেয়েও অতি নিকটে এবং তাঁর স্ত্রীগণ সমস্ত মুমিনের মাতা।"

অন্য কেরাতে রয়েছে" وَ هُوَ اَبٌ لَّهُمْ অর্থাৎ তিনি (প্রিয় নবী) উম্মতের দ্বীনী পিতা।

তাফসীরে মাদারেকে রয়েছে :

قَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ نَبِيٍّ اَبُوْ اُمَّتِهٖ ، وَ لِذٰلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةً ، لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْهُمْ فِى الدِّيْنِ-[৩]

"হযরত মুজাহেদ রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি বলেন, সমস্ত নবীগণ আপন উম্মতের দ্বীনী পিতা হয়ে থাকেন। এ কারণে সকল মুমিন পরস্পর ভাই ভাই হয়েছে। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন মুমিনদের দ্বীনী পিতা।"

হাদীস শরীফে স্বয়ং প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

১ তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ৪৪।

২ সূরা : আল আহযাব। আয়াত : ৫।

৩ তাফসীরে মাদারেক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ-[১]

"পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমি তেমনি তোমাদের জন্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই।"

বর্ণিত কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাই বলা নিঃসন্দেহে বিয়াদবী। যে হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে ভাই বলেছেন এটা তাঁর নম্রতা। কোন সাহাবী প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাই বলেননি বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে সম্বোধন করেছেন।[২]

অতএব, ইসমাঈল দেহলভী কৃত এ উক্তি ইসলামী শরীয়তের আলোকে বাতিল ও চরম গোমরাহী।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

মদীনা শরীফে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা নিষিদ্ধ!

یعنی زیارت کے واسطے کسی مکان متبرک کو سفر کر کے جانا درست نہیں۔ اس حدیث سے کئی مسئلہ معلوم ہوئے ایک یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پر روز و تاریخ معین میں اجتماع اور جماؤ کرنا درست نہیں۔

"যেয়ারতের উদ্দেশ্যে কোন বরকতময় স্থানে যাওয়া বৈধ নয়। এ হাদীসের আলোকে কয়েকটি মাস্‌আলা অবগত হয়। তন্মধ্যে একটি এই যে, হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযার শরীফে নির্দিষ্ট দিন ও তারিখে একত্রিত হওয়া ও লোক জমায়েত করা

---

[১] মিশকাত শরীফ। পৃষ্ঠা: ৪২।

[২] দলীলসমূহ: কুরআন শরীফ, তাফসীরে রূহুল বয়ান, মাদারিক, তাফসীরে আহমদিয়া।

(যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে নির্দিষ্ট তারিখে যাওয়া) বৈধ নয়।"[১]

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্ ও ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়তের ফতোয়া হচ্ছে প্রিয় নবীর পবিত্র রওযা পাক যেয়ারতের উদ্দেশ্যে যে কোন সময় সফর করা উত্তম ইবাদত এবং সৌভাগ্যের কারণ। মতান্তরে রওযা পাকে যাওয়া ওয়াজিবও বটে। যেমন- পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا-[২]

"(হে মাহবুব!) যদি তারা নিজেদের নফসের উপর জুলম করে আপনার দরবারে আসে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি তাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে সুপারিশ করেন, তবে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে তওবা কবুলকারী অতিশয় মেহেরবান পাবে।"

বর্ণিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বান্দার গুনাহ্ মাফ করানোর সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম (অসীলা) হিসাবে তুলে ধরেছেন। নবীর দরবারে গুনাহ মাফের জন্য যাওয়া বা সফর করা তাঁর জাহেরী জিন্দেগী ও ইন্তেকাল তথা দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরও কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। কারণ তিনি হায়াতুন্নবী হিসাবে রওযা পাকে জিন্দা।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ বিন ওবায়দুল্লাহিল আতাবী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি বর্ণিত রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত করা একটি ঘটনা এখানে উপস্থাপন করলে রওযা পাকের যেয়ারতের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও ফজীলত সহজে অনুধাবন করা

---

[১] তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা: ১৩১, ১৩২। ইসমাঈল দেহলভী। দারুল কিতাব, দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত।

[২] সূরা আন নিসা, আয়াত: ৬৪।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাবে। ইমাম আতাবী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি বলেন, একদিন আমি প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায়ে পাকে হাজির হয়ে বসে পড়লাম। হঠাৎ এক আরব বেদুঈন রওযা পাকে এসে কেঁদে কেঁদে আরজ করল ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, ... وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا (পুরো আয়াতটি তেলাওয়াত করেন) গুনাহ্ করলে আপনার নিকট আসতে বলেছেন আপনি সুপারিশ করলে আল্লাহ্ গুনাহ মাফ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই এসেছি আপনার দরাবারে আর ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র নিকট। এ ব্যাপারে আপনার সুপারিশের প্রত্যাশা করছি। এ কথা ক'টি বলে বেদুঈন কাঁদতে লাগল এবং নিম্নোক্ত শ্লোকগুলোও পড়তে লাগল,

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

"হে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বা! (সব লোকের মধ্যে) যার হাঁড়সমূহ সমতল ভূমিতে দাফন করা হয়েছে। যদ্বারা জমিন ও টিলাসমূহে সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ পবিত্র রওযার উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ যেখানে আপনি শায়িত আছেন। সেখানে রয়েছে পবিত্রতা, সেখানেই আছে দান ও বখ্শিশ।"

ইমাম আতাবী বলেছেন লোকটি এভাবে প্রার্থনা করে চলে যাচ্ছিলেন ঐ সময় আমার দু'চোখে তন্দ্রা নেমে এল। আর স্বপ্নে প্রিয় নবীর দিদার নসীব হলো। প্রিয় নবী আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, হে আতাবী! সেই বেদুঈনকে বলে দাও আমার সুপারিশে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমার তন্দ্রা, কেটে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ বেদুঈনকে প্রিয় নবীর দেওয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম।[১]

উল্লিখিত বর্ণনা ছাড়াও রওযা পাকে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

---

[১] সাইফুল জাব্বার, পৃষ্ঠা : ৩৪। ইমাম ফজলে রাসূল বাদায়ূনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَنْ زَارَنِى مُتَعَمِّدًا كَانَ فِى جِوَارِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ-[১]

"যে ইচ্ছা করেই আমার রওযা যেয়ারত করল সে কিয়ামত দিবসে আমার দায়িত্বে থাকবে।"

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ وَ فِىْ رِوَايَةٍ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ-[২]

"হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার রওযা যেয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল। অন্য হাদীসে তাঁর জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে গেল।"

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ-[৩]

"যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্ব করল অথচ আমার যেয়ারত করল না, সে আমার উপর জুলুম করল।"

এ ছাড়াও রওযা পাকের যেয়ারতের উপর অসংখ্য দলীল রয়েছে। তাই প্রমাণিত হলো যেয়ারতের উদ্দেশ্যে রওযা পাকে সফর করা অত্যন্ত পুণ্যময় আমল এবং খোদায়ী নির্দেশ ও রাসূলের বর্ণিত হাদীসের বাস্তবায়ন মাত্র। এ ছাড়াও অন্যান্য নবী-রাসূল, আওলিয়ায়ে কেরাম ও ঈমানদার মুসলমান বলতেই সকলের কবরে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ। রওযা পাকের যেয়ারত সম্পর্কে ওহাবীদের প্রদত্ত ফতোয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ইসলাম বিরোধী।

---

[১] মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৪১। জযবুল কুলূব, শেখ মুহাক্কেক আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ্.), পৃষ্ঠা : ২০৬।

[২] জযবুল কুলূব, শেখ মুহাক্কেক আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ্.), পৃষ্ঠা : ২০৬।

[৩] খোলাসাতুল ওয়াফা, পৃষ্ঠা : ৪১। ঐ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে সফর করা নিষেধকৃত হাদীসের অধীনে রওযা পাকের যেয়ারত নিষিদ্ধ করা চরম গোমরাহী বৈ কিছুই নয়।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

নবী-অলীকে সুপারিশকারী মনে করা কুফরী!

مگر یہی پکارنا اور منتیں مانی اور نذر نیاز کرنی اور انکو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے کہ اسکو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جاویگا خواہ انبیاء و اولیاء سے کرے۔[২]

"কিন্তু এ গুলোকে (মূর্তিগুলোকে) আহ্বান করা, মান্নত মানা, নজর-নেয়াজ প্রদান করা এবং তাদেরকে নিজের উকীল ও সুপারিশকারী মনে করাটা তাদের (কাফিরদের জন্য) কুফর ও শিরক ছিল। সুতরাং যে কেউই অন্য কারো সাথে এ ধরনের আচরণ করে তাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও সৃষ্টি মনে করে, তাহলে সেও আবু জাহিলের ন্যায় মুশরিক হবে। (এর কয়েক লাইন পরের অংশ) যার সাথে এ ধরনের আচরণ করবে (অর্থাৎ সুপারিশকারী মনে করবে), তিনি নবী কিংবা অলী যে কেউ হোক না কেন (সুপারিশ প্রার্থনাকারী) মুশরিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ যারা নবী-অলীকে সুপারিশকারী মনে করবে তারা মুশরিক।"

সুন্নী আকীদা

নবী-অলীদের স্বীকৃত শাফায়াতকে মূর্তিদের সাথে তুলনা করা এবং নবী-অলীদের নিকট সুপারিশ প্রার্থনাকারী ঈমানদারকে আবু জাহেলের ন্যায় বলা সম্পূর্ণ কুফরী এবং কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করারই নামান্তর। অথচ ইসলামী শরীয়তের

---

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, খোলাসাতুল ওয়াফা, দারে কুতনী, বয়হাকী, জযবুল কুলূব।

[২] তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ১৪। ইসমাঈল দেহলভী। দারুল কিতাব, দেওবন্দ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোকে নবী-অলীদের শাফায়াত একটি সুনির্দিষ্ট স্বীকৃত বিষয়। যেমন- পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا–[১]

"অতীব নিকটতম যে, আপনাকে আপনার রব এমন স্থানে দণ্ডায়মান করবেন, যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাজেনে বলা হয়েছে,

وَالْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ هُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ–[২]

"মকামে মাহমুদ হচ্ছে মকামে শাফায়াতই।"

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى–[৩]

"এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার রব আনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

এ আয়াতের তাফসীরেও শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ–

"এমন কে আছে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়াই আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করতে পারবে।"

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর দ্বারা বুঝা যায় প্রিয় নবী কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন। অসংখ্য আয়াতে শাফায়াতের বর্ণনা বিদ্যমান। নবী-অলীদের শাফায়াত সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীসও রয়েছে। যেমন- অবগতির জন্য এখানে কয়েকটি পেশ করা হলো :

عَنْ جَابِرٍ (رضى الله تعالى عنه) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ شَفَاعَتِىْ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِىْ–[৪]

---

[১] সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯।

[২] তাফসীরে খাজেন। ৩য় খণ্ড। পৃষ্ঠা : ১৭৫।

[৩] সূরা দোহা, আয়াত : ৫।

[৪] ইবনে মাজাহ্ শরীফ, পৃষ্ঠা : ৩২৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার শাফায়াত হবে আমার উম্মতের মধ্যে যারা বড় বড় গুনাহ্ করেছে তাদের জন্য।"

অন্য হাদীসে এসেছে,

يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء-[১]

"কিয়ামত দিবসে তিন প্রকারের লোক সুপারিশ করবেন। (তারা হলেন) নবীগণ, অতঃপর আলেমগণ, অতঃপর শহীদগণ।"

এ ছাড়াও শরহে আকাইদে নাসাফীতে শাফায়াত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এভাবে দেওয়া হয়েছে,

والشفاعة ثابتة للرسول و الأخيار-[২]

"রাসূলগণ এবং নেককার বান্দাদের জন্য শাফায়াতের ক্ষমতা (কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত।"

অতএব, প্রমাণিত হলো শাফায়াত একটি স্বীকৃত বিষয় হিসাবে এর বিরুধীতা চরম গোমরাহী।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

یعنی میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں-[৩]

প্রিয় নবী নাকি বলেছেন, "আমিও মরে এক দিন মাটির সাথে মিশে যাব" -নাউযু বিল্লাহ্।

সুন্নী আকীদা

কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে ইসলামী আকীদা হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবীসহ সকল নবী-রাসূল স্বীয় রওযা পাকে জিন্দা। ইসমাইল দেহলভী উপরে বর্ণিত ঈমান বিধ্বংসী কথাকে প্রিয় নবীর

---

[১] ইবনে মাজাহ্, পৃষ্ঠা: ৩৩০।
[২] দলীলসমূহ: কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, ইবনে মাজাহ্ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মাদারিজুন্নাবুয়াত।
[৩] তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা: ৪৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীস হিসাবে চালিয়ে দিতে গিয়ে প্রিয় নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ দিলেন। অথচ স্বয়ং প্রিয় নবী হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন:

ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبى الله حى يرزق-[১]

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের শরীর মোবারককে মাটির জন্য ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্র নবী (রওযা পাকে) সশরীরে জিন্দা রয়েছেন। তাঁকে রিযিক প্রদান করা হয়ে থাকে।"

পবিত্র কুরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে,

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين-[২]

"(হে নবী!) আমি আপনাকে উভয় জগতের কল্যাণ স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

এ আয়াতে কল্যাণকারী হলেন নবী আর কল্যাণ গ্রহণকারী হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টি জগত। সমগ্র সৃষ্টি জগত যদি এখনও জীবন নিয়ে বিদ্যমান থাকতে পারে, তাহলে কল্যাণকারী নবী কিভাবে মাটির সাথে মিশে যেতে পারেন? কখনও না। কুরআনে শহীদদেরকে জিন্দা বলা হয়েছে। আর নবীদের মর্যাদা শহীদের চাইতে অনেক বেশি। তাই কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে নবীরা স্বীয় রওযা পাকে সশরীরে জিন্দা ও রিযিকপ্রাপ্ত। ইসমাইল দেহলভীর আকীদা ভ্রান্ত, গোমরাহ ও ইসলামবিরোধী।

যেমন- হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে:

ان النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى مر بموسى عليه السلام و هو يصلى فى قبره-[৩]

"হযরত আনস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ রজনীতে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের (কবরের) নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এবং তিনি (স্বচক্ষে) তাঁকে মুসাকে

---

[১] মিশকাত শরীফ, বাবুল জুমু'আ। পৃষ্ঠা: ১২১।
[২] সূরা: আম্বিয়া। আয়াত: ১০৭।
[৩] মুসলিম শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(আলাইহিস্ সালাম) কবর শরীফে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজরত অবস্থায় দেখেছিলেন।"

এতে বুঝা যাচ্ছে নবী-রাসূলগণ স্বীয় রওযা পাকে জিন্দা। সেখানে ইবাদত বন্দেগীও করতে পারেন এবং রিযিকও ভক্ষণ করেন। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি প্রিয় নবীর আরেকটি হাদীস নকল করেছেন খাসায়েসে কুবরা কিতাবে :

اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ-[১]

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী এরশাদ করেন, সমস্ত নবীগণ স্বীয় (রওযা পাকে) কবরগুলোতে জিন্দা; নামায পড়েন।"

এ ছাড়াও অসংখ্য কুরআন-হাদীস ও ইমামদের বর্ণনা মতে আমাদের প্রিয় নবীসহ সমস্ত নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) স্বীয় রওযা শরীফগুলোতে জিন্দা।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবী নিজের কিংবা পরের লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না!

ف : یعنی سب انبیاء واولیاء کے سردار .... انھوں نے بیان کردیا کہ مجھکو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنے

---

[১] খাসায়েসে কুবরা।

[২] দলীলসমূহ : সূরা আল ফাতাহ্, আয়াত : ২৯। সূরা আস সাবা, আয়াত : ২৮। সূরা আল আরাফ, আয়াত : ১০৮। সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৫ ও ৪৬। সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪। তাফসীরে রূহুল বয়ান, ২২তম খণ্ড। তাফসীরে রূহুল মায়ানী। মিশকাত শরীফ। মিরকাত। দালায়িলুন্নাবুয়াত। খাসায়িসে কুবরা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جان تک کی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا تو کیا کرسکوں[১]

....

"পয়গাম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল নবী ও অলীর সর্দার ছিলেন। আর লোকেরাও তাঁর বড় বড় মুজেযা দেখেছেন। তাঁরই থেকে সমস্ত রহস্যের কথা শিখেছেন এবং সকল বুজর্গ তাঁরই অনুসরণের মাধ্যমে বুজর্গী লাভ করেছেন। এই জন্য তাঁকেই আল্লাহ্ ছাহেব বলেছেন– স্বীয় অবস্থা মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিন। যাতে সকল লোকের অবস্থা বুঝা যায়। এই জন্য তিনি বলে দিয়েছেন– আমার না কোন ক্ষমতা আছে, না আমি কোন গায়েব জানি, আমার ক্ষমতার অবস্থা তো এই যে, আমি আমার নিজেরও লাভ-ক্ষতির মালিক নই। অন্য কারো কি ই বা করতে পারি? আর অদৃশ্যের জ্ঞান যদি আমার অধীনে হত, তা হলে প্রথমে সকল কাজের শেষ পরিণাম জেনে নিতাম।"

সুন্নী আকীদা

ইলমে গায়েব ও লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবকে দান করেছেন। যদিও رحمة للعامين, হিসাবে তাঁর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই করা যাবে না। প্রিয় নবীর নিজের লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা এবং তাঁর কোন অদৃশ্য জ্ঞান নেই, এই ধরনের কথা লিখা, বলা প্রিয় নবীর মহান শানে চরম বে-আদবী ও খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। যে আয়াত দিয়ে ইসমাইল দেহলভী প্রিয় নবীর নিজের কিংবা পরের লাভ-ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন সে আয়াতই প্রমাণ করে প্রিয় নবী সৃষ্টির লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলে। যেমন আয়াতটি হচ্ছে :

قُلْ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ اِنْ أَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-[১]

---

[১] তাকভীয়াতুল ঈমান, ইসমাইল দেহলভী, পৃষ্ঠা : ২৩, ২৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আপনি বলুন, আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মধ্যে খোদ-মোখতার (স্বাধীন) নই; কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন। এবং যদি আমি অদৃশ্যকে জেনে নিতাম, তবে এমনই হত যে আমি প্রভূত কল্যাণ সংগ্রহ করে নিয়েছি এবং আমাকে কোন অনিষ্টই স্পর্শ করেনি। আমি তো এ ভয় ও খুশির সংবাদ দাতা হই তাদেরকেই যারা ঈমান রাখে।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় গভীর ভাবে মনোযোগ দিলে ইসমাইল দেহলভীর অপব্যাখ্যাটি ফুটে উঠবে। যেমন, আয়াতে ভাল-মন্দের এখতেয়ার ও অদৃশ্য জ্ঞানের যে আলোচনাটি হয়েছে এটা মহান আল্লাহ্র সত্তাগত একক নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বাস্তব উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রিয় নবীর জন্য এলমে গায়েব ও ভাল-মন্দ বা লাভ-ক্ষতি করার খোদা প্রদত্ত এখতেয়ার বুঝানোর জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আয়াতের মধ্যখানে الا ما شاء الله বা আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন বা তিনি যা চান তা হয় বাক্যটি এনে নবী-বিদ্বেষীদের অপব্যাখ্যার দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিলেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক তো কুরআনের অনেক আয়াতে এবং অসংখ্য হাদীসে প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞান ও লাভ-ক্ষতি করার খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রিয় নবী লাভ-ক্ষতি করার মালিক বা এখতেয়ার-প্রাপ্ত হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল এ আয়াতে রয়েছে :

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ – ২

"হে মাহবুব! আপনি আরজ করুন, হে আল্লাহ্ বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মালিক, তুমি যাকে চাও সাম্রাজ্য প্রদান কর।"

আলোচ্য আয়াতে বুঝা যাচ্ছে, تؤتى الملك من تشاء বলে যাকে ইচ্ছা মহান আল্লাহ্ তাকে স্বীয় ক্ষমতা অর্পন করে সম্মানিত করতে পারেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ – ৩

[১] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৮৮।
[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৬।
[৩] সূরা কাওছার, আয়াত : ১।

"নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওছার বা অনেক গুণাবলী দান করেছি।"

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ – ১

"এবং আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত বা কল্যাণকারী রূপে প্রেরণ করেছি।"

أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ – ২

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে ধনী করে দিয়েছেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে।"

আলোচ্য আয়াতে ধনী করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে প্রিয় নবীর কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ খোদায়ী ক্ষমতা বলে প্রিয় নবীও ধনী করতে পারেন। এ ছাড়াও আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে লাভ বা কল্যাণ করতে পারেন বা তাকে কল্যাণকারী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে তার অসংখ্য প্রমাণ কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান। তাফসীরে সাভীতেও কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা ও কেয়াসের আলোকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে :

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَحَادِ النَّاسِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَصْلًا وَنَفْعَ بِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فَهُوَ كَافِرٌ خَاسِرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ – ৩

"যে ব্যক্তি এমন ধারণা করে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেই কোন কিছুর মালিক নন এবং না তাঁর জাহেরী ও বাতেনী ভাবে কোন উপকার (লাভ) পৌঁছায়, তবে ঐ ব্যক্তি কাফির, ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত।"

প্রিয় নবীকে কল্যাণকারী রূপে প্রেরণ করার পরও যারা বে আদবী ও সীমালঙ্ঘন করেছে তারা নিজেরাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যেমন, হিজরতের সময় প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে নিয়ে

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭।
[২] সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৪।
[৩] তাফসীরে সাভী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৬৭, ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত, পৃষ্ঠা : ৫২৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন মদীনা শরীফের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মক্কার কাফির শুরাকা ইবনে মালিক প্রিয় নবীর সন্ধানে তাঁর পশ্চাতে এসে পৌঁছলো। তখন সিদ্দীকে আকবর বলেছিলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! দুশমন তো এসে গেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চিন্তা করো না, আল্লাহ্ পাক আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর, فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ اِلٰى بَطْنِهٖ۔

"আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল তার বিরুদ্ধে দোয়া করলেন, তখন তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেল।"

শুরাকা বলল, আমি জানি, এটা আপনার দোয়ার ফসল। এখন আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, যে কেউ আপনার খোঁজে এলে আমি তাকে ফেরত পাঠাব। فدعا الله فنجا অতঃপর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল।[১]

অতএব, বিশুদ্ধ দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত হল, খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মাত্র নিজের নয় বরং কুল কায়েনাতের লাভ-ক্ষতি কিংবা ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। তবে তিনি রহমতুললিল আলামীন হিসাবে তাঁর দিকে মন্দের নিসবতটা না করাই উত্তম। কেননা, তিনি সৃষ্টির কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেন না।

সুতরাং ইসমাইল দেহলভীর মনগড়া ফতোয়া প্রিয় নবী নিজের কিংবা পরের লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না বলাটা ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও নবী-বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচায়ক। আবুল আলা মওদূদীও লন্ডনের ভাষণে একই কথা বলেছেন। তা হলে বুঝা গেল আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে ওহাবী-মওদূদী এক ও অভিন্ন।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

"গ্রামের চৌধুরী ও জমিদার যেমন

---

১ মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪১৯।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, তাফসীরে সাভী, হাদীস শরীফ, কিতাবুশ শিফা, নসীমুর রিয়াজ, তারীখে নজদ ও হেজাজ, ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মতের জন্য নবীগণও তেমন!"

جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار سو ان معنوں پر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔[১]

"যেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চৌধুরী ও গ্রামের জমিদার এ অর্থে প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর উম্মতের সর্দার।"

সুন্নী আকীদা

সম্মানিত নবী-রাসূলগণকে গ্রামের চৌধুরী-জমিদারের সাথে তুলনা করা স্পষ্ট কুফরী। কারণ, গ্রামের চৌধুরী জমিদারকে সম্মান না করে অসম্মান করলে কেহ কাফির হবে না। কিন্তু নবী-রাসূলগণকে অসম্মান করলে সাথে সাথে কাফির হয়ে যাবে। আর আমাদের নবী তো সমস্ত নবীদেরই ইমাম। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে: لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا "তোমরা راعنا, বলো না"। তোমরা বলো يا رسول الله انظرنا "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন"। অতঃএব গ্রামের চৌধুরী-জমিদারের সাথে প্রিয় নবীর তুলনা করা চরম বে আদবী ও কুফরী।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

দেওবন্দীদের কুতুব মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর কিতাব ফতোয়ায়ে রশীদিয়া হতে :

মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আকীদা বিশুদ্ধ ছিল!

سوال- وہابی کون لوگ ہیں ...

---

১ তাকভীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা : ৪৭।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, আকাইদের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سوال: وہابی کون لوگ ہیں؟ اور عبد الوھاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا؟ اور کون مذہب تھا؟ اور وہ کیسا شخص تھا؟ اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟

جواب: محمد بن عبد الوھاب کے مقتدیوں کو وھابی کہتے ہیں۔ انکے عقائد عمدہ تھے۔ اور مذہب انکا حنبلی تھا۔ البتہ انکے مزاج میں شدت تھی۔ مگر وہ اور انکے مقتدی اچھے ہیں۔ مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آگیا ہے۔ اور عقائد سبکے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔[১]

“প্রশ্ন: ওহাবী কারা? মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর আকীদা কি ছিল? তার মাযহাব কি ছিল, লোকটি কেমন ছিল? নজদীবাসী (ওহাবী) ও সুন্নী-হানাফীদের আকীদাগুলোর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীদেরকে ওহাবী বলা হয়। তাদের আকায়েদ বা আকীদা বিশ্বাস সমূহ ভাল ছিল। তাদের মাযহাব ছিল হাম্বলী। অবশ্য তাদের মেজাযে কঠোরতা ছিল। কিন্তু সে ও তার অনুসারীরা ভাল লোক, তবে হাঁ, যারা সীমাতিক্রম করেছে বা সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিপর্যয় এসে গেছে। আকীদা সকলের এক ও অভিন্ন। আমলের মধ্যে পার্থক্য আছে- হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী।”

সুন্নী আকীদা

গোটা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ইসলামী দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পীর-মাশাইখ ও ইমামদের মতে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও তার মতবাদ একটি বাতিল মতবাদ হিসাবে চিহ্নিত ও ঘৃণিত। ফতোয়ায়ে শামী, তাফসীরে সাভী, নূরুল আনোয়ার, জা-আল হক সহ অসংখ্য গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে নজদী ও তার ওহাবী মতবাদকে গোমরাহ, বাতিল, ইসলাম থেকে বহিস্কৃত ও ভ্রান্ত দল হিসাবে উল্লেখ করে

১ ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ২৮০।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সরলপ্রাণ মুসলিম মিল্লাতকে এ দল থেকে বিরত থাকার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। অথচ দেওবন্দীদের কুতুব মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব নজদী ও তার দলকে উত্তম দল হিসাবে সাব্যস্ত করে ফতোয়া দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে পরিষ্কার করে প্রমাণ করল যে, দেওবন্দীরা খাঁটি ওহাবী, নজদীর অনুসারী। এ দেশে কিছু ওহাবী দাবী করে যে, তারা ওহাবী নয় এবং নজদীকেও তারা মানে না। আবার ওহাবীর বিরুদ্ধে কথা বললে তারা শুরু করে দেয় জঙ্গী ষ্টাইলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, বোমাবাজি ও সৃষ্টি করে নানা বিশৃঙ্খলা, ফ্যাসাদ ও মারাত্মক ফিতনা। আবার গাঙ্গুহী সাহেবকেও নিজেদের কুতুবুল আকতাব ইমামে রব্বানী হিসাবে জানে ও সম্মান করে। এতে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হল এ দেশের দেওবন্দীরাও খাঁটি ওহাবী। এখানে আর একটি মজার ব্যাপার হল- গাঙ্গুহী সাহেব ওহাবী মতবাদকে ভাল ও উত্তম বলে ফতোয়া প্রদান করলেও তারই খাছ শিষ্য মৌলভী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী ওহাবী মতবাদকে একটি ভণ্ড, বাতিল ও নিকৃষ্ট গোমরাহ দল হিসাবে দীর্ঘ একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে তার লিখিত কিতাবে যা পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে। অতএব, বুঝা গেল ওহাবী মতবাদ একটি স্বীকৃত বাতিল মতবাদ হিসাবে মুসলমানদের নিকট প্রমাণিত।[১]

১ দলীলসমূহ : ফতোয়ায়ে শামী, তাফসীরে সাভী, নূরুল আনোয়ার, জা-আল হক, তারীখে নজদ ও হেজায, ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত, দেওবন্দী মাযহাব, আহকামে ওহাবিয়া ইত্যাদি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও রাহমাতুললিল আলামীন বলা যাবে !

لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلی ہے۔ لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے فقط۔[১]

"রাহ্মাতুললিল আলামীন শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট গুণ নয়। বরং অন্যান্য আওলিয়া-আম্বিয়া এবং ওলামায়ে রব্বানীও রহমতে আলম হতে পারেন। যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব অন্যান্যদের জন্য রাহমাতুললিল আলামীন বলে দিলে জায়েয হবে।"

সুন্নী আকীদা

সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা জানেন, 'রাহ্মাতুললিল আলামীন' এ গুণ প্রিয় নবীর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -[২]

"হে নবী! আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

সুতরাং যে কোন নবী-অলী, আলেমে রব্বানীকে প্রিয় নবীর এ বিশেষ উপাধি রাহমাতুললিল আলামীন দ্বারা বিশেষিত করা যাবে মর্মে ফতোয়া দেওয়া প্রিয় নবীর নির্দিষ্ট গুণকে অস্বীকারের নামান্তর।

---

[১] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ১০৪। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। সাঈদ কমিটি, আদব মঞ্জিল, করাচি।

[২] সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

এয়া রাসূলাল্লাহ্ বলে আহ্বান করা নিষেধ!

سوال: یارسول اللہ دور سے یا نزدیک قبر شریف سے جائز ہے یا نہیں؟

جواب: جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔[১]

"প্রশ্ন ঃ দূর অথবা কবর শরীফের নিকট থেকে (প্রিয় নবীকে) এয়া রাসূলাল্লাহ্ বলে আহ্বান করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের যেহেতু এলমে গায়েব নেই, তাই এয়া রাসূলাল্লাহ বলাও জায়েয হবে না।"

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে আমাদের প্রিয় নবীকে এয়া রাসূলাল্লাহ, এয়া হাবীবাল্লাহ বলে আহ্বান করা দূর বা কাছ থেকে বৈধ। কেননা, পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবীকে নাম ধরে আহ্বান না করে বরং এয়া রাসূলাল্লাহ বলে আহ্বান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল কুরআনের অনেক আয়াতে রয়েছে এয়াসীন, তোয়াহা, এয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু, এয়া আইয়্যুহার রাসূলু, এয়া আইয়্যুহাল মুজ্জাম্মিলু, এয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাচ্ছিরু ইত্যাদি উপাধি দ্বারা প্রিয় নবীকে আহ্বান করার বিধান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে দূর কিংবা কাছ থেকে আহ্বান করা যাবে না মর্মে কোন ঘোষণা দেওয়া হয় নি। কারণ, প্রিয় নবীর শ্রবণশক্তিও মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মুজেযা স্বরূপ। যুগে যুগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে দ্বীন বিশেষ করে ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সহ ঈমানদারগণের রীতি হচ্ছে প্রিয় নবীকে আহ্বান করার সময় اَلصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলা। দরূদ, সালাম, অযিফা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। আর নবীদের এলমে গায়েব

১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবীর অদৃশ্য জ্ঞান তো কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত। প্রিয় নবীর খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করে এয়া রাসূলাল্লাহ বলে নূর নবীকে আহ্বান করা না-জায়েয বলা নিঃসন্দেহে গোমরাহী। ফতোয়াদাতা গাঙ্গুহীর পীর ও মুর্শিদ হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রাহ.ও তো দূর থেকে প্রিয় নবীকে এয়া রাসূলাল্লাহ বলে এভাবে আহ্বান করেছেন:[১]

شفیع عاصیاں ہو تم وسیلہ بیکساں ہو تم تمہیں چھوڑ اب کہاں

جاؤں بتاؤ یارسول اللہ

"পাপীদের সুপারিশকারী আপনি, সহায়হীনদের অসীলা। আপানাকে ছেড়ে যাব কোথায়, বলুন এয়া রাসূলাল্লাহ!"

গাঙ্গুহী সাহেবের শিষ্য হোসাইন আহমদ মাদানীও আশ্ শিহাবুস সাকিবে এয়া রাসূলাল্লাহ বলে প্রিয় নবীকে আহ্বান করা জায়েয বলে মন্তব্য করেছেন। এভাবে আশরাফ আলী থানভী, কাসেম নানুতুবী সাহেবও বিভিন্ন কবিতায় ও লেখায় এয়া রাসূলাল্লাহ বলে প্রিয় নবীকে আহ্বান করেছেন। অতএব, অসংখ্য দলীলের ভিত্তিতে এয়া রাসূলাল্লাহ বলে প্রিয় নবীকে আহ্বান করার বিধান প্রমাণিত হয়েছে।[২]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

কোন সম্মানিত পীর, মাশায়েখদের নামের সাথে কিবলা ও ক্বাবা উপাধি লিখা না-জায়েয!

سوال: خط میں القاب قبلہ وکعبہ لکھنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: قبلہ وکعبہ کسی کو لکھنا درست نہیں ہے۔[৩]

"প্রশ্ন ঃ চিঠিতে কিবলা ও ক্বাবা উপাধিটি লিখা জায়েয আছে কি-না?

[১] গোলজারে মারেফত, পৃষ্ঠা : ২৩।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, আল কওলুল বদী', শিফা শরীফ, নসীমুর রিয়ায, তাফসীরে সাভী, তাফসীরে কবীর, গুলজারে মারেফত, আশ্ শিহাবুস সাকিব, মাদারিজুন্নাবুয়ত ইত্যাদি।

[৩] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ৫৬৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তর ঃ কিবলা ও ক্বাবা কাউকে লিখা জায়েয নেই।"

সুন্নী আকীদা

কোন সম্মানিত বুযর্গ, পীর-মাশায়েখ, আউলিয়ায়ে কামেলীনকে রূপক অর্থে সম্মানার্থে কিবলা ও ক্বাবা লিখা ও বলা জায়েয হওয়ার পক্ষে দেওবন্দীদের শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর শোক গাথা কবিতাই যথেষ্ট। কারণ, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব নিজেই ফতোয়া দিলেন কাউকে কিবলা ও ক্বাবা লিখা জায়েয নেই। কিন্তু তারই মৃত্যুতে স্বীয় শিষ্য মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী একটি শোক গাথা কবিতায় তাকেই কিবলা ও ক্বাবা লিখে বর্ণিত ফতোয়াটি অকার্যকর করে দেন। যেমন কবিতাটিতে গাঙ্গুহী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী লিখেন,

جدھر کو آپ مائل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا

میرے قبلہ میرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی۔

حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں یارب

گیا وہ قبلۂ حاجات روحانی و جسمانی۔[১]

"আপনি যে দিকেই মনোনিবেশ করতেন ঐ দিকে হকও (তথা আল্লাহ্) ঝুকে পড়ত। আপনি আমার কিবলা, আপনি আমার ক্বাবা ছিলেন। আপনি হক্কানী থেকেও হক্কানী ছিলেন। হে প্রতিপালক! দ্বীন ও দুনিয়ার অভাবগুলো নিয়ে কোথায় যাব, ওই আত্মিক ও শারীরিক চাহিদাদির কিবলাও তো চলে গেলেন।"

দেওবন্দীদের আরও এক পেশওয়া মৌলভী এলাহী বখশ্ কান্দলভী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকেও কিবলা ও ক্বাবা বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন, এলাহী বখশ্ তার কাব্যে লিখেছেন :

فخر ابنائے زماں قبلۂ ارباب صفا

کعبۂ اہل یقین دادرس ہر مضطرب۔[১]

[১] মারছিয়া, পৃষ্ঠা : ৯ ও ১০। ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত, পৃষ্ঠা : ৪৮৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"(সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী) যুগের সন্তানদের অহঙ্কার, পবিত্র বা পরিচ্ছন্ন আত্মাসম্পন্নদের তিনি কিবলা, বিশ্বাসীদের বা ইয়াকীনবিশিষ্টদের ক্বাবা, সকল অসহায়ের তিনি সহায়।"[1]

এ ছাড়াও দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেবও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীরই জীবনী গ্রন্থ তাজকেরাতুর রশীদের ২য় খণ্ডে ১৪৬ পৃষ্ঠায় হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রাহ.-কে কিবলা ও ক্বাবা লিখে সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন:

که حضرت پیرو مرشد قبله وکعبه حاجی صاحب رحمة الله علیه

অতএব, দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আউলিয়ায়ে কামেলীন, পীর-মাশায়েখদের নামের সাথে রূপকার্থে সম্মানার্থে কিবলা ও ক্বাবা লিখা জায়েয ও বৈধ।[2]

মন্তব্য ঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফতোয়া মতে কাউকে কিবলা ও ক্বাবা লিখা না-জায়েয। অথচ তারই শিষ্য মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী তাকেই কিবলা ও ক্বাবা লিখে বিস্ময়ের জন্ম দিল।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবীর মীলাদ পালন সর্বাবস্থায় না-জায়েয!

سوال: انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح درست ہے یا نہیں؟

جواب: انعقاد مجلس میلاد ہر حال ناجائز ہے۔[3]

"প্রশ্ন ঃ কেয়াম ব্যতীত বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা মীলাদ আয়োজন করা জায়েয আছে কি-না?

উত্তর ঃ মীলাদ অনুষ্ঠান আয়োজন করা সর্বাবস্থায় না-জায়েয।"

সুন্নী আকীদা

---

[1] সীরতে সৈয়দ আহমদ শহীদ। পৃষ্ঠা : ৩০২। ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত, পৃষ্ঠা : ৪৮০।

[2] দলীলসমূহ : তাজকেরাতুর রশীদ, মরছিয়া, ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত, পৃষ্ঠা : ৪৮০।

[3] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ১৩০।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মীলাদ ও মৌলুদ বলতে আমরা প্রিয় নবীর শুভাগমন দিবসকে বুঝি। শিশুদের মীলাদ বা জন্মদিন পালন ও জন্মদিনের খুশিতে আনন্দ প্রকাশ ও আহার করানো বা ভোজের আয়োজন করা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের নিকট জায়েয হলেও প্রিয় নবীর জন্মদিবস বা মীলাদ পালন, মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা, তেলাওয়াতে কুরআন, নাতে রাসূল, ভোজের আয়োজনের মাধ্যমে বৈধ আনন্দ প্রকাশ করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করা সর্বাবস্থায় তার নিকট হারাম ও না-জায়েয। অথচ প্রিয় নবীর মীলাদের আলোচনা স্বয়ং রব্বুল আলমীন পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে করে মুমিনদেরকে মীলাদ পালনে উৎসাহ তাকীদ ও শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔[1]

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট তশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য হতে ওই (মহান) রাসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতি মাত্রায় কামনাকারী, মুমিনদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র দয়ালু।"

উল্লেখিত আয়াতে لقد جآئكم رسول (নিশ্চয় তোমাদের নিকট এসেছেন মহান রাসূল) দ্বারা প্রিয় নবীর জন্ম মীলাদ বা শুভাগমনের আলোচনা, من أنفسكم (তোমাদের মধ্য হতে) দ্বারা বংশ পরিচয় এবং عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم দ্বারা চরিত্র, আদর্শ ও গুণাবলী ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত আয়াতটি গবেষণা করলেই প্রিয় নবীর মীলাদের গোটা সার সংক্ষেপ চলে আসে। পবিত্র কুরআনে এভাবে প্রিয় নবীর মীলাদের আলোচনার উপর অসংখ্য আয়াতে করীমা রয়েছে, যা পাঠ করলে মীলাদের বৈধতা, মীলাদ আয়োজনের যথার্থতা ও বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মীলাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। মীলাদের বৈধতার উপর অসংখ্য হাদীস শরীফ থেকে শুধু মাত্র একটি হাদীস এখানে উপস্থাপন করছি, যাতে মীলাদ

---

[1] সূরা : তাওবা। আয়াত : ১২৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়োজনের বৈধতা স্বয়ং প্রিয় নবীর জবান মোবারক থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায়। যেমন :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ-[1]

"হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সোমবার দিবসে রোজা পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, ওই দিন আমার মীলাদ হয়েছে বা আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। এবং ওই দিন আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে।"

বর্ণিত হাদীসে فيه ولدت 'আমি ওই দিন জন্ম গ্রহণ করেছি' বলে প্রিয় নবী নিজেই স্বীয় মীলাদের শুকরিয়া স্বরূপ রোজা পালন করে উম্মতকে ওই দিন বিভিন্ন নফল এবাদত-নামায, রোজা, তেলাওয়াত, জিকির, দরিদ্রদের আহারের ব্যবস্থা, তাঁর শুভাগমনের আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন যুগে যুগে মীলাদুন্নবী বা প্রিয় নবীর শুভাগমন দিবসে বিভিন্ন ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আসছেন। তাই প্রিয় নবীর মীলাদকেই যদি কোন মুসলমান আন্তরিক ভাবে ঘৃণা বা অস্বীকার করে তা হলে সে বে-ঈমান। আর যদি বলা হয় প্রচলিত মীলাদ-কেয়াম বেদআত, না-জায়েয। তা হলে বর্তমানে অপসংস্কৃতির যুগে মুসলমানদের হেদায়তের উদ্দেশ্যে ভাল যত নব আবিষ্কৃত অনুষ্ঠানাদি করা হয় সবই না-জায়েয, বেদআত হয়ে যাবে। বরং দেওবন্দীরা যত অনুষ্ঠান করে সব এক নাম্বারে বেদআত, না-জায়েয বলে গণ্য হবে। কারণ, তাদের ধর্মের নামে নব আবিষ্কৃত অনুষ্ঠানাদি তিন যুগের কোন যুগেই ছিল না। পৃথিবীর সকল সত্য পন্থী আলেমে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন, মুহাদ্দিস, মুফতি, জ্ঞানী-গুণী ও সাধারণ মুমিনগণ প্রচলিত মীলাদ-কেয়ামকে জায়েয, ছওয়াবের কাজ, বৈধ ও

[1] মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ১৭৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উম্মতের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধির অন্যতম সম্বল বলে অভিমত পেশ করেছেন। যেমন- ইমাম আবু শামাহ্, ইমাম সাখাভী, ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম ইবনুল হাজ্ব, ইমাম কুস্তুলানী, হযরত ইবনে হাজর আস্কালানী, মোল্লা আলী কারী, ইবনে হাজর হাইতামী, শায়খ মুহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী, শাহ্ আবদুর রহীম ও শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মোহাদ্দেসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম সহ অসংখ্য ইমাম, মুজতাহিদগণ ঈদে মীলাদুন্নবীর বৈধতার উপর গ্রন্থ লিখে স্বীয় অভিমত পেশ করেছেন। আর রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব সর্বাবস্থায় মীলাদ আয়োজনের উপর না-জায়েয ফতোয়া প্রদান করে নবী-প্রেমিকদের অন্তরে আঘাত করলেন! অথচ গাঙ্গুহী সাহেবেরও পীর ও মুর্শিদ হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.ও তার লিখিত কিতাবে প্রচলিত মীলাদ-কেয়ামের বৈধতার উপর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মুসলিম মিল্লাতের জন্য দিয়ে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ
برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف
اور لذت پاتا ہوں-[1]

"আমার নীতি হচ্ছে মীলাদ মাহফিলে যোগদান করি বরং মীলাদ মাহফিলকে বরকতের ওসীলা মনে করে আমি নিজেই প্রত্যেক বৎসর আয়োজন করে থাকি এবং কেয়াম করতে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়ে থাকি।"

অতএব, বর্ণিত সংক্ষেপ আলোচনা দ্বারা মীলাদ-কেয়ামের বৈধতা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রমাণিত হল। পক্ষান্তরে সর্বাবস্থায় মীলাদ আয়োজন না-জায়েয বিদআত ফতোয়া ইসলামী শরীয়তের উপর মারাত্মক জুলুম হিসাবে বিবেচিত হল।[2]

[1] রেসালায়ে হাফ্ত মাস্আলা, পৃষ্ঠা : ১৩।

[2] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, আলহাভী লিল ফতাওয়া, শিফা শরীফ, দালায়িলুন্নাবুয়ত, শাওয়াহিদুন্নাবুয়াত, মাদারিজুন্নাবুয়াত, আহকামুল মীলাদে ওয়াল কেয়াম ইত্যাদি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবীর মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করা হারাম!

শিশুদের মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করা আরাম!!

سوال: سالگرہ بچوں کی اور اسکی خوشی میں اطعام الطعام کرنا جائز ہے یا نہیں؟

"প্রশ্ন : শিশুদের মীলাদ বা জন্মদিন পালন এবং জন্মদিনের আনন্দে খানা খাওয়ানো বা ভোজের আয়োজন করা জায়েয আছে কি-না"?

جواب: سالگرہ یادداشت عمر اطفال کے واسطے کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا اور بعد چند سال کے کھانا لوجہ اللہ تعالے کھلانا بھی درست ہے۔[১]

"উত্তর: শিশুদের বয়সের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন্মোৎসব মীলাদ বা জন্মদিন পালনে কোন ক্ষতি নেই। প্রতীয়মান হয়, কয়েক বৎসর পর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আহার করানোও জায়েয আছে।"

সুন্নী আকীদা

মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের মীলাদ বা জন্মদিন পালন এবং শিশুর জন্মদিনের আনন্দে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদের জন্য ভোজের আয়োজন করা জায়েয। গাঙ্গুহী সাহেব শিশুদের জন্মদিনে শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে খুশি-আনন্দ প্রকাশ ও ভোজের আয়োজন জায়েয বলে ফতোয়া দিলেন, আর যাঁকে সৃষ্টি না করলে কুল কায়েনাত সৃজন হত না আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ বা জন্মদিনে শুকরিয়া আদায়ার্থে মীলাদ, জশনে জুলূস, তেলাওয়াতে কুরআন, নাতে রাসূল, খানা-পিনা বা ভোজের আয়োজন করা হারাম ঘোষণা করলেন? এটা কেমন স্ববিরোধী ফতোয়া? প্রচলিত মীলাদকে তিন যুগে ছিল না বলে তিনি বিদআত, হারাম ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে

[১] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ৫৬৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুসলিম মিল্লাতকে প্রিয় নবীর মোহাব্বত থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চালালেন আর শিশুদের জন্মদিন পালন তিন যুগে না থাকলেও জায়েয ফতোয়া দিলেন, এ কেমন নবী-বিদ্বেষী মনোভাব! অতএব, প্রমাণিত হল মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার লক্ষ্যে যেমনি ভাবে শিশুদের জন্মদিন বা মীলাদ পালন করা বৈধ, তেমনি ভাবে প্রিয় নবীর মীলাদ পালন করা আরও কল্যাণকর ও সৌভাগ্যের কারণ।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

প্রিয় নবীর সুন্নত 'ফাতেহা'কে অস্বীকার!

سوال: سامنے کھانا یا کچھ شیرنی رکھ کر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھنا درست ہے یا نہیں کہ جسکو عرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں؟

جواب: فاتحہ مروجہ شرعا درست نہیں ہے بلکہ بدعت سیئہ ہے۔[২]

"প্রশ্ন : সামনে খানা অথবা সামান্য শিরনী রেখে হাতোত্তোলন করে সূরা ফাতেহা ও কুল হুয়াল্লাহ্‌ বা সূরা এখলাস পাঠ করা জায়েয কি-না? যাকে সাধারণ পরিভাষায় ফাতেহা বলা হয়।

উত্তর : প্রচলিত ফাতেহা আইন-সঙ্গত ভাবে বৈধ নয়। বরং বিদআতে সাইয়িআহ্‌।"

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, শিফা শরীফ, নসীমুর রিয়াজ, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, হাফ্‌ত মাসআলা ইত্যাদি।

[২] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ১৫৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নী আকীদা

ফাতেহা ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত একটি স্বীকৃত বিষয়। সাধারণত: কোন মুসলমান এন্তেকাল করলে তার ইছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন খাবার সামনে রেখে অথবা কোন খাদ্য ভক্ষণের পূর্বে বরকতের উদ্দেশ্যে ঐ খাবারকে সামনে রেখে হাত উত্তোলন করে পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহা, এখলাস, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অথবা বরকত লাভের আশায় উল্লেখিত দোয়া-দরূদ পাঠ করে খাবারের মধ্যে দম বা ফুক দেওয়াকে সাধারণত ফাতেহা বলে। এটা শুধু মাত্র জায়েয নয় বরং প্রিয় নবীর আমল থেকেও প্রমাণিত।

একই বিষয়ে মওদূদীও ফাতেহাকে মুশরিকানা প্রথা বলে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এই গ্রন্থের মওদূদী আকীদার জবাবে ফাতেহা সংক্রান্ত দলীলাদি লিপিবদ্ধ আছে। তথায় দ্রষ্টব্য।

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

তিন যুগে না থাকলেও বোখারী শরীফের খতম পড়ানো জায়েয কিন্তু মীলাদ পড়া হারাম!

سوال: کسی مصیبت کے وقت تخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے
ثابت ہے یا نھیں؟ اور بدعت ہے یا نھیں؟
جواب: قرون ثلاثہ میں بخاری تابیف نھیں ہوئی تھی- مگر اسکا ختم
درست ہے کہ ذکر خدا کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اسکا اصل
شرع سے ثابت ہے بدعت نھیں فقط-[১]

"প্রশ্ন ঃ কোন মুসিবতের সময় বোখারী শরীফের খতম করানো তিন যুগ বা কুরূনে ছালাছা থেকে প্রমাণিত কি-না? এবং এটা বিদআত কি-না?

[১] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ১৬৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তর ঃ কুরূনে ছালাছা বা তিন যুগে বোখারী শরীফ সংকলিত ছিল না। কিন্তু এটার খতম জায়েয, যেহেতু জিকরে খাইর বা উত্তম জিকিরের পর দোয়া কবুল হয়। এটা বেদআত নয় বরং এর উৎস শরীয়তের আলোকে প্রমাণিত।"

সুন্নী আকীদা

কুরূনে ছালাছা বা তিন যুগে বোখারী শরীফের অস্তিত্ব না থাকলেও জিকরে খাইর হিসাবে বোখারী শরীফের খতম পড়ানো যে ভাবে জায়েয ও বৈধ ঠিক সেভাবে তিন যুগে না থাকলেও প্রচলিত মীলাদ-কেয়াম জিকরে খাইর বা উত্তম জিকির হিসাবে জায়েয ও বৈধ। বোখারী শরীফ হচ্ছে প্রিয় নবীর বাণী-সংকলন আর মীলাদ শরীফ হচ্ছে স্বয়ং প্রিয় নবীরই জিকির। তা হলে প্রিয় নবীর বাণী, হাদীস শরীফ তেলাওয়াত খতম পড়ানো গাঙ্গুহী সাহেবের দৃষ্টিতে বিদআত নয় বরং জায়েয। আর স্বয়ং প্রিয় নবীরই আলোচনা (জিকির) মীলাদ শরীফ পড়াকে তিনি কিভাবে বিদআত, হারাম ফতোয়া দিলেন? আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে বোখারী শরীফ পড়ানো যেভাবে জায়েয মীলাদুন্নবীর আয়োজনও সেভাবে জায়েয ও উত্তম।[১]

দেওবন্দী ওহাবী আকীদা

যে সমস্ত মীলাদ ও ওরশে শুধু মাত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, সেখানেও যাওয়া না-জায়েয!

سوال: جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جائے اور
تقسیم شیرنی ہو شریک ہونا جائز ہے یا نھیں؟
جواب: کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نھیں اور ایسا
عرس اور مولود درست نھیں ہے-[২]

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ফতোয়ায়ে রজভীয়া ইত্যাদি।
[২] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ১৩৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"প্রশ্ন: যে ওরশে শুধু মাত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় এবং শিরনী বিতরণ করা হয় (ঐ ওরশে) শরীক হওয়া বা যোগদান করা জায়েয আছে কি-না?

উত্তর: কোন ওরশ ও মীলাদ শরীফে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নেই। এ ধরনের কোন ওরশ এবং মীলাদ বৈধই নয়।"

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে মীলাদ ও ওরশ সম্পূর্ণ জায়েয ও বৈধ হিসাবে এগুলোতে যোগদান করাও সওয়াবজনক ও জায়েয। এগুলোকে মনগড়া অবৈধ ফতোয়া দেওয়া নি:সন্দেহে গোমরাহী। মীলাদের বৈধতার উপর পূর্বে আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র ওরশ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। আউলিয়ায়ে কেরামের ওরশ ইসলামী শরীয়তের আলোকে সম্পূর্ণ জায়েয ও সওয়াবের কাজও বটে। কেননা, ওরশে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত, নাতে রাসূল, আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করা হয়। প্রশ্নকারী গাঙ্গুহী সাহেবকে যে ওরশে শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত ও শিরনী বা তাবাররুক বিতরণ করা হয় সেই ওরশ জায়েয আছে কি-না প্রশ্ন করা হয়েছে, অথচ কুরআন তেলাওয়াত সহ তিনি ওরশকে না-জায়েয ফতোয়া দিয়ে দিলেন! কুরআন তেলাওয়াতও কি না-জায়েয? ফতোয়ায়ে রশীদিয়ায় অনেক জায়গায় ওরশ-মীলাদকে না-জায়েয ফতোয়া দেওয়ার পিছনে তিনি একটি যুক্তি পেশ করেছেন, আর তা হচ্ছে- নির্দিষ্ট তারিখেই মীলাদ, ওরশ করা বিদআত হারাম ইত্যাদি। এখন তাকে যদি জিজ্ঞাস করা হয়, গাঙ্গুহী সাহেবের বিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে হয়েছিল কি-না? যদি জবাব আসে হাঁ, নির্দিষ্ট তারিখেই গাঙ্গুহী সাহেবের বিয়ে হয়েছিল, তা হলে তো তার বিয়েও বিদআত, হারাম ও না-জায়েয পন্থায় হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তার সন্তান-সন্ততির জন্ম বৈধ কি-না প্রশ্ন করা হলে কি উত্তর আসবে? সুতরাং নির্দিষ্ট তারিখে মীলাদ, ওরশ ইত্যাদি করা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই নিরাপদ। কারণ, ওরশ শব্দটিও হাদীস শরীফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- একজন নেককার বান্দা যখন ইন্তেকালের পর মুনকার-নকীরের সওয়ালের জওয়াব দিতে পারবেন, তখন তাকে বলা হবে نم كنومة العروس الذى لا يوقظه الا أحب أهله اليه অর্থাৎ এখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে তুমি নব-দম্পতির ন্যায় এমন ভাবে ঘুমাতে থাক, যে ঘুম থেকে ঘনিষ্ট প্রিয় জন ছাড়া অন্য কেহ তোমাকে জাগাবে না।[১]

বর্ণিত হাদীসে عروس 'আরূস' শব্দটি থেকে ওরশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, নেককার বান্দাগণের এন্তেকাল মহান আল্লাহ্‌র সাথে পরম সান্নিধ্যের অন্যতম সোপান। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের এন্তেকাল দিবসকে يوم العرس বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ দিনে আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা, তেলাওয়াতে কুরআন, মীলাদ-কেয়াম, জিকির-আজকার, মুনাজাত, জেয়ারতকারীদের মাঝে তাবাররুক বিতরণ সহ ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। এখানে শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যক্রমের স্থান নেই। কিন্তু কেহ যদি ওরশের নামে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ আরম্ভ করে তাকে অবশ্যই বাধা দিতে হবে, প্রশাসনিক ভাবেও হস্তক্ষেপ করে এ ধরনের ওরশের নামে ভণ্ডামীকে চির তরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। মূল ওরশ বৈধ। এটাকে অপ্রাসঙ্গিক কারণে না-জায়েয প্রমাণ করা যাবে না। অতএব, ওরশ ও মীলাদকে যথাযথ নিয়মে পালন করা নিঃসন্দেহে জায়েয ও আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের স্মৃতিচারণ করার মাধ্যমে তাঁদের পবিত্র জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার অন্যতম মাধ্যম।[২]

বিশেষ উল্লেখ্য, ওরশের বৈধতার উপর দলীলভিত্তিক লিখিত অধ্যক্ষ আল্লামা এম. এ. জলীল রাহ. এর 'আহকামুল মাযার' গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন।

১ মেশকাত শরীফ।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ফতোয়ায়ে রজভীয়া, এরশাদাতে আলা হযরত, ওরশ কি শরয়ী হাইছিয়ত, আহকামুল মাযার ইত্যাদি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওহাবী দেওবন্দী আকীদা

ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর নামে ফাতেহাকৃত বস্তু খাওয়া হারাম, মূর্তিদের সামনে দেওয়া খানা খাওয়া হালাল!

محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیح ہو یا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور حرام ہیں۔[1]

"মুহাররম মাসে ইমাম হোসাইন 'আলাইহিস্ সালামের আলোচনা, সেটা যদি সহীহ রেওয়ায়ত দ্বারা ও হয়ে থাকে, (মুহররম উপলক্ষে) সাবীল লাগানো বা পচারীদের জন্য পানির ব্যবস্থা ও শরবতের চাঁদা দেওয়া অথবা দুধ পান করানো এসব নাজায়েয ও হারাম।"

سوال: ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاذ یا حکیم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری ثا اور کچھ یا کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں ان چیزوں کو لینا اور کھانا استاذ و حکیم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟

جواب: درست ہیں۔[2]

"প্রশ্ন : হিন্দুদের তৈরী পুড়ি বা তাদের পূজায় আয়োজিত খাবার, পুড়ি, খিচুড়ি যদি কোন মুসলমান ওস্তাদ বা হাকিম বা চাকরের নিকট তোহফা হিসাবে প্রেরণ করে সেগুলো খাওয়া ওস্তাদ, হাকিম ও মুসলমান চাকরের জন্য জায়েয হবে কি?

উত্তর : জায়েয হবে।" বা হিন্দুদের পূজাকৃত বস্তু খাওয়া বৈধ।

[1] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ১৩৯। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। সাঈদ কমিটি, আদব মঞ্জিল, করাচি।

[2] ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা : ৫৭৫। রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। সাঈদ কমিটি, আদব মঞ্জিল, করাচি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে নবী-অলী তথা সালেহীন আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আলোচনা করা ইবাদত ও গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা। যেমন হাদীসে পাকে রয়েছে,

ذكر الأنبياء من العبادة و ذكر الصالحين كفارة-[1]

"নবীদের আলোচনা ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত এবং সালেহীন তথা নেক বান্দাদের আলোচনা গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।"

সুতরাং মুহাররম মাসে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর শাহাদাতের বর্ণনা সহীহ্ রেওয়ায়তের দ্বারা জায়েয ও উত্তম। বরং খোদার রহমত পাওয়ার এবং ঈমানী চেতনা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। মুহাররম মাসে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর নামে ফাতেহাকৃত শরবত, দুধপান করা, তাতে চাঁদা দেওয়া ইত্যাদি জায়েয ও মুস্তাহাব।

এ ব্যাপারে ফতোয়ায়ে আজিজীয়ায় আল্লামা আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি বলেন,

طعامیکہ ثواب آں نیاز حضرت امامین نمائندہ بر آں قل و فاتحہ و درود خواندن متبرک میشود و خوردن بسیار خوب است۔[2]

"যে খাবার ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় এবং একে উপলক্ষ করে চার কুল, সূরা আল-ফাতিহা ও দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, এটা বরকত হাসিলের একটি মধ্যেম। এগুলো খাওয়া কল্যাণকর।"

উল্লিখিত কিতাবের অন্য পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ আছে,

اگر مالیدہ و شیر برائے فاتحہ بقصد بزرگے ایصال ثواب بروح ایشاں پختہ بخورند جائز است، مضائقہ نیست۔[3]

[1] জিকরে জমীল, পৃষ্ঠা : ৩৩।

[2] ফতোয়ায়ে আযীযিয়া, পৃষ্ঠা : ৭৫। আত্‌ইয়াবুল বয়ান, পৃষ্ঠা : ২৫।

[3] ফতোয়ায়ে আযীযিয়া, পৃষ্ঠা : ৪১। আত্‌ইয়াবুল বয়ান, পৃষ্ঠা : ২৫৮।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"যদি দুধ মিশ্রিত কোন বস্তু কোন বুযুর্গের ফাতেহার জন্য ঈসালে সওয়াবের নিয়তে রান্না করে অপরকে খাওয়ানো হয়, তবে তা খাওয়া বৈধ। কোন অসুবিধা নেই।"

সুতরাং প্রমাণিত হলো ইমামে আলী মকাম হযরত হোছাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুর হৃদয়-বিদারক শাহাদাতের বর্ণনা, ফাতেহা-খানি তথা ফাতেহাকৃত শরবত, দুধ, পান করা করানো ইত্যাদি শরীয়ত সমর্থিত বৈধ আমল ও উম্মতের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

পক্ষান্তরে হিন্দুদের পূজাকৃত মূর্তির সামনে দেওয়া খাবার মুসলমানদের জন্য খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়েয।[১]

মন্তব্য : ওহাবীদের ইমাম রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নিকট সহীহ্ রেওয়ায়ত দ্বারা ইমাম হোসাইনের আলোচনা অবৈধ ও ইমামের নামে ফতেহাকৃত শরবত, দুধ ইত্যাদি পান করা হারাম অথচ হিন্দুদের মূর্তির সামনে দেওয়া খানা খাওয়া জায়েয, হালাল। ছিঃ ছিঃ!

দেওবন্দী ওহাবীদের খাঁটি অনুসারী হাটহাজারী বড় মাদ্‌রাসাপন্থি ওহাবীদের জঘণ্য আকীদা!

کذب کا امکان خدا کے واسطے تم مان لو قادر مطلق ہے وہ ہر چیز پر تم

جان لو

عرس کرنا انبیاء و اولیاء کے واسطے ہے یہ بدعت چھوڑ دو بالکل خدا

کے واسطے

در حقیقت بھات پوجا فاتحہ گر نام ہے یہ بدعت کچھ نہیں

ہے گمراہوں کا کام ہے[২]۔

---

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৭৩। হাদীস শরীফ।

[২] রিসালায়ে হাতিফ, পৃষ্ঠা : ১১। কারী রশীদ আহমদ। হাটহাজারী মাদ্রাসা। ইসলামিয়া প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন, এ কথা তোমরা মেনে নাও, কেননা তিনি কাদের মুতলাক বা সব কিছুর উপর স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, এটা তোমরা জেনে নাও। আম্বিয়া ও আউলিয়াদের ওরশ করা,বেদআত, এটা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা ছেড়ে দাও। খাদ্য সামগ্রী সামনে রেখে ফাতেহা পাঠ প্রকৃতপক্ষে ভাত পূজা ও পথভ্রষ্টদের কাজ।"

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের আলোকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পুতঃপবিত্র। মিথ্যা যেহেতু একটি দোষ তাই মিথ্যা থেকে শুরু করে যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ থেকে তিনি অবশ্যই পুতঃপবিত্র। সব ক্ষমতার উৎস হওয়ার পরও আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন না। কারণ এটা তাঁর জন্য শান উপযোগী নয় বা তাঁর শানের খেলাফ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, তাঁর চাইতে কে অধিক সত্যবাদী। যেমন-

وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا ـ[১]

"এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?"

অতএব আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন বলে ধারণা করা স্পষ্ট গোমরাহী ও ইসলাম বিরোধী আকীদা। ফতোয়ায়ে রশীদিয়ায়ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী মিথ্যা বলা আল্লার কুদরতের অধীন বা তিনি মিথ্যা বলতে পারেন বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় দেওবন্দী আকীদার অসংখ্য খারেজী ওহাবী কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেওবন্দী ওহাবী আকীদা প্রচার করে আজ অনেক নবীপ্রেমিক সুন্নী ভাইদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে। তাই তাদের থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান করছি। ওহাবীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের খতিয়ান অনেক দীর্ঘ। এখানে সামান্য কয়েকটি

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১২২।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রধান প্রধান ভ্রান্ত মতবাদ উপস্থাপন করেছি। বিস্তারিত জানার জন্য এ গ্রন্থে উপস্থাপিত ওহাবী মতবাদের বিরুদ্ধে লিখিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করা জরুরি। এতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আকীদা-বিশ্বাসের উপর আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যায়ে এসে তাদের কৃতকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করছি, যাতে সত্যিকার মুসলমানেরা বুঝতে পারে এদের জঘণ্য বর্বতার মহা ইতিহাস।

ওহাবীদের নিষ্ঠুর ও নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং মক্কা-মদীনা শরীফে হামলা

১২১৭ হিজরীতে ওহাবীরা ধীরে ধীরে তুর্কি সুন্নী শাসনকে ইংরেজদের সহযোগিতায় অবসান ঘটিয়ে পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ পুরো আরবে এক মহা নির্মম হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। অনেক আওলাদে রাসূল, সুন্নী ওলামা ও জনসাধারণকে প্রকাশ্যে হত্যা, নারীদের উলঙ্গ করে কাপড় ছিনিয়ে নেয়া, সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মাজার শরীফকে নিশ্চিহ্ন করা, মায়ের কোল থেকে নিয়ে দুধের শিশুকে পর্যন্ত মায়ের সামনে হত্যা করাসহ এমন জঘণ্য বর্বর হামলা পরিচালনা করেছিল, তাদের ভয়ে অনেক আওলাদে রাসূল ও সুন্নী মুসলমানরা আরবের গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।[১] এখনও অনেকেই আরবের গভীর অরণ্যে বসবাস করে থাকে।

দুগ্ধপায়ী শিশুদের মায়ের কোল থেকে নিয়ে হত্যার দৃশ্য!

وقتلوا الكبير و الصغير والماموروالامير ... -

[১] ১. তারিখে নজদ ও হেজাজ, পৃষ্ঠাঃ ১৭১, মুফতী আবদুল কাইয়ূম কাদেরী।

২. ওহাবী মাযহাব কি হাকিকত, পৃষ্ঠা : ১৬২, আল্লামা জিয়াউল্লাহ কাদেরী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুগ্ধপায়ী শিশুদের মায়ের কোল থেকে নিয়ে নির্মম ভাবে জবেহ করে দেওয়ার দৃশ্য বয়ান করতে গিয়ে আল্লামা আহমদ ইবনে জাইনী দাহলান মক্কী রাহ. বলেন,

وَ قتلوا الْكَبِيْرَ وَ الصَّغِيْرَ و الْمَأمُوْرَ و الْأَمِيرَ لَمْ يَنْجُ الا مَنْ طَالَ عُمْرُهُ و كَانُوْا يَذْبَحُوْنَ الصَّغِيْرَ عَلٰى صَدْرِ أُمِّهِ وَ غَصَبُوا الْأَمْوَالَ وَ سَبُوا النِّسَاءَ و فَعَلُوا أَشْيَآءَ يَطُوْلُ الْكَلَامُ بِذِكْرِهَا-[১]

"তারা (ওহাবীরা) বড়-ছোট, শাসিত ও শাসক সবাইকে হত্যা করেছে। শুধু সে-ই বাঁচতে পেরেছে যার আয়ু দীর্ঘ ছিল। তারা দুগ্ধ পান রত শিশুদেরকে মায়ের কোলে জবেহ করেছে, সম্পদ লুট করেছে, নারীদেরকে বন্দী করেছে। তারা এমন এমন অপকর্ম করেছে, যেগুলোর আলোচনা করলে কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে।"

এ ছাড়াও কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ নালা-নর্দমায় নিক্ষেপ, মহিলাদের বিবস্ত্রকরণ, পবিত্র মক্কা ও মদীনায় হামলা, সাহাবায়ে কেরামের মাযার শরীফগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা, দরূদ শরীফের কিতাব দালায়িলুল খায়রাতকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ সহ অসংখ্য অপকর্ম এই ওহাবীরা করেছিল, যার ইতিহাস এখনও পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, ওহাবীদের এ মর্মান্তিক, বর্বর হত্যাকাণ্ড এবং মক্কা-মদীনা শরীফে হামলার বিবরণ সম্বলিত একটি ক্যাসেট বিবিসি থেকে সম্ভবত ১৯৫৫ ইং সনের দিকে প্রকাশ করা হয়। ক্যাসেটের নাম তাশকীলে জদীদ, উপস্থাপক রাশেদ আশরাফ আবদুল্লাহ (পাকিস্তান)। বর্তমানেও একটি ক্যাসেট চট্টগ্রাম পাঁচলাইশ ষোলশহরস্থ শ্যামলী আবাসিক এলাকার বাসিন্দা জনাব আলহাজ্ব কাজী শামসুল আলম সাহেবের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে।

ওহাবীদের এই অপকর্ম ও ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী প্রচারিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কিতাবের নামঃ

[১] আদ দুরারুস্ সানিয়া। পৃষ্ঠা : ৪৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরব বিশ্ব (মাত্র কয়েকটি) :

❖ আস্ সাওয়ায়িকুল ইলাহিয়া ফি রদ্দে আলাল ওহাবিয়া, কৃত- শেখ সোলায়মান ইবনে আবদুল ওহাব। (নজদীর আপন ভাই)।
❖ আন্ নুকূলুশ্ শরইয়্যা ফি রদ্দে আলাল ওহাবিয়্যা, কৃত- শেখ মোস্তফা ইবনে আহমদ শাত্ত্বি হাম্বলী দামেশকী।
❖ ইনতিসারুল আউলিয়ায়িল আবরার, কৃত- আল্লামা শেখ তাহের সুম্বুলী।
❖ কিতাবুল ওহাবিয়্যা, কৃত- আল্লামা আহমদ ইবনে যায়নী দাহলান মক্কী।
❖ আদ্ দুরারুস সানিয়্যা, ঐ।
❖ রিসালাতুস সুন্নিয়্যীন ফি রদ্দে আলাল মুবতায়িঈন, কৃত- শেখ মোস্তফা করীমী।
❖ আল ফজরুস সাদেক। কৃতঃ আল্লামা জমীল আফিন্দী।
❖ আত তাওয়াস্সুলু বিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কৃতঃ আল্লামা আবু হামেদ ইবনে মারযূক।
❖ সাইফুল আবরার আলাল মাস্‌লূলিল ফুজ্জার। কৃতঃ আল্লামা আবদুর রহমান সিলেটী।
❖ আওরাকুল বাগদাদিয়্যা ফিল হাওয়াদিসিন নজদিয়্যা। কৃতঃ আল্লামা সৈয়দ ইবরাহীম আর রাভী আর রিফাঈ।
❖ দালালাতুল ওহাবিয়্যীন ওয়া জিহালাতুল মুতাওয়াহ্‌হিবীন। কৃতঃ আল্লামা শেখ ঈদ ইবনুল হাজ্জ।

উপমহাদেশ (মাত্র কয়েকটি) :

❖ আহকামে ওহাবিয়্যা। কৃতঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রজা খান ফাজেলে বেরেলভী।
❖ আল কাওকাবাতুশ শিহাবিয়্যা। ঐ।
❖ হোসামুল হারামাইন। ঐ।
❖ আতয়াবুল বয়ান। কৃতঃ সদরুল আফাজিল আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী।
❖ সাইফুল জব্বার। কৃতঃ আল্লামা ফজলে রসূল বদায়ুনী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

❖ এলায়ে কালেমাতুল হক। কৃতঃ আল্লামা পীর মেহের আলী শাহ্।
❖ তারীখে নজদ ও হেজায। কৃতঃ আল্লামা আবদুল কাইয়ূম কাদেরী।
❖ ওহাবী মাযহাব কি হাকীকত। কৃতঃ আল্লামা জিয়াউল্লাহ্ কাদেরী।
❖ আল ওহাবিয়্যত। কৃতঃ ঐ।
❖ আকাইদে ওহাবিয়্যা। ঐ।
❖ ওহাবী তাওহীদ। ঐ।
❖ ওহাবী মাযহাব। ঐ।
❖ হাদিয়ুল মুদিল্লীন। কৃতঃ আল্লামা করীমুল্লাহ্।
❖ ইযালাতুশ শুকূক। কৃতঃ আল্লামা হাকীম ফখরুদ্দীন ছাহেব এলাহাবাদী।

বাংলাদেশ (মাত্র কয়েকটি):

❖ ওহাবী পরিচয়। কৃতঃ মাওলানা রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, ঢাকা।
❖ মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা। কৃতঃ অধ্যক্ষ আল্লামা আবদুল করীম সিরাজনগরী, সিলেট।
❖ বালাকোট আন্দোলনের হাকীকত। কৃতঃ অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলীল, চাঁদপুর।
❖ বাতিল কারা, তাদের পরিচয়। কৃতঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম নকশবন্দী, নোয়াখালী।
❖ ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস। কৃতঃ অধ্যক্ষ বদিউল আলম রযভী, চট্টগ্রাম।
❖ আল জওয়াবাত। কৃতঃ মোহাম্মদ আতাউর রহমান আল কাদেরী। লণ্ডন প্রবাসী।
❖ ইতিহাসের আলোকে সুন্নী জামাত ও বাতিল ফিরকা। কৃতঃ আবদুল মোস্তফা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন আল কাদেরী সুন্নী হানাফী, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় পর্ব :

মওদূদী মতবাদ বাতিল কেন?

সংক্ষিপ্ত মওদূদী পরিচিতি :

হিজরী সন ১৩২১ সালের ৩রা রজব (১৯০৩ ইং) জনাব আবুল আলা মওদূদী (পাকিস্তানের) আওরঙ্গাবাদ শহরের আইন ব্যবসায়ী জনাব আহমদ হাসান মওদূদীর গৃহে জন্মলাভ করেন। মওদূদী সাহেব নিজের ভাষায় বলেছিলেন, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে আলেম বা ইন্টারমিডিয়েট যাকে তৎকালীন মৌলভী পাশ বলা হতো। অর্থাৎ তিনি আলেম পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। স্বীয় পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে ব্যর্থ হন তিনি। তবে বাল্যকাল থেকে লেখা-লেখি ও সাহিত্য চর্চা ছিল তার অন্যতম ভাল অভ্যাস। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অভ্যাসকে সে নিজের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ও ছোটকালে লালিত বিতর্কিত ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উনিশ শ' আঠারো সালে বিজনৌর থেকে প্রকাশিত মদীনা নামক পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন লেখা-লেখি, সাংবদিকতা, আন্দোলন, সংগ্রামের পর ১৯৩২ সালে নিজের ভ্রান্ত মতবাদকে সর্বস্তরের মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তারজুমানুল কুরআন নামক নিয়মিত মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। এরপর ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরে তার এ ভ্রান্ত মতবাদকে রাষ্ট্রীয়রূপ দেওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠা হলো জামাতে ইসলাম নামক একটি ধর্মীয় সংগঠন। যে সংগঠন আজ উপমহাদেশে তার ভ্রান্ত মতবাদকে প্রচার-প্রসার করে অগণিত সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাই জনাব মওদূদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি। যাতে সরলপ্রাণ মুসলিম মিল্লাত তার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে নিজের ঈমান-আকীদা হেফাজত করতে পারেন।[১]

[১] তথ্যসূত্র : মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে সব বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতপার্থক্য রয়েছে, তা হলো কুরআন-হাদীস, প্রিয় নবী, ইসলাম, ফেরেশতা, সাহাবায়ে কেরাম, মুজতাহিদ, ইমাম মাহদী, ওলামায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে এজাম, উসূলে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, তাসাউফ, তাকলীদ, মাজহাব থেকে শুরু করে আরো অসংখ্য বিষয়ে। এখানে মাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপস্থাপন করছি।

মওদূদীর ভ্রান্ত আকীদা নবীগণ নিষ্পাপ নন!

عصمت انبیاء علیہم السلام کے لوازم ذات سے نہیں اور ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالے نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہو جانے دی ہے-[১]

"নিষ্পাপ হওয়া আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের জন্য আবশ্যকীয় নয়, এতে এমন একটি সূক্ষ্ম রহস্য বিদ্যমান আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছাপূর্বক প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন মূহুর্তে স্বীয় হেফাজত উঠিয়ে নিয়ে তাদের থেকে দু'একটি পদস্খলন-পদচ্যুতি (গুনাহ্) হতে দেন। নবী হওয়ার পূর্বে তো হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃকও একটি বিরাট গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল।"

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের আলোকে عصمت বা নিষ্পাপ হওয়া নবীদের জন্য অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ, বরং عصمت -এর ক্ষেত্রে নবীগণ ফেরেশতা থেকেও অধিক হকদার। যেমন- নিবরায কিতাবে عصمت সম্পর্কে ইমাম মাতুরিদী রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি বলেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ أَحَقُّ بِالْعِصْمَةِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ-[২]

"নবীগণ ফিরিশতাদের তুলনায় ইসমতের অধিক হকদার।"

[১] রসায়েল ও মাসায়েল, পৃষ্ঠা : ২৪, ১ম খণ্ড। তাফহীমাত, আবুল আলা মওদূদী। ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা : ৫৭, পাকিস্তান।
[২] নিবরায। পৃষ্ঠা : ২৮৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেননা, শয়তান নবীদের থেকে অনেক দূরে থাকে।

عصمت সম্পর্কে নকলী দলীল :

পবিত্র কুরআন পাকেও আল্লাহ্ পাক শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ-[১]

"হে ইবলিস! আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব নেই।"

আর শয়তানও স্বয়ং স্বীকার করেছিল,

وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ- اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ-[২]

"হে আল্লাহ্! তোমার বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত বাকী সবাইকে বিপথগামী করবো।"

উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ যে নিষ্পাপ তা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হলো। কারণ গুনাহ হয় শয়তানের وسوسه দ্বারা। আর নবী-রাসূল তথা বিশিষ্ট বান্দাগণ وسوسه থেকে পূতঃপবিত্র। মিশকাত শরীফে اَلْوَسْوَسَةُ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন শয়তান অবস্থান করে যার নাম কারীন। প্রিয় নবী বলেন, আমার কারীন মুসলমান হয়ে গেছে। মিশকাতের অপর হাদীসে মনাকেবে ওমর অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে রাস্তা দিয়ে গমন করেন তথা হতে শয়তান পালিয়ে যায়। তাহলে বুঝা গেল, যার উপর নবীর সুদৃষ্টি রয়েছে সেও শয়তান থেকে নিরাপদ থাকেন। অতএব, বর্ণিত কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত হল নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাঁদের কোন গুনাহ থাকতে পারে না।

সে জন্যই ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব মিরকাত শরহে মিশকাতে নবীগণ যে নবুয়াতের আগে ও পরে সর্বদা যাবতীয় ছোট-বড় ভুলত্রুটি গুনাহ থেকে পবিত্র-নিষ্পাপ থাকেন। তা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

---

১ সূরা আল হিজার, আয়াত : ৪১।
২ সূরা আল হিজার, আয়াত : ৪১।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْأَنْبِيَاءُ مَعْصُوْمُوْنَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَ بَعْدَهَا عَنْ كَبَائِرِ الذُّنُوْبِ وَ صَغَائِرِهَا وَ لَوْ سَهْوًا، عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ-[১]

"নবীগণ নবুয়াতের পূর্বে ও পরে কবীরা-সগীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকে নিষ্পাপ-পবিত্র এমনকি অনিচ্ছাকৃতভাবেও। এটাই মুহাক্কিক ওলামাদের নিকট হক কথা।"

কারণ নবীদের উপর থেকে যদি আল্লাহ্র হেফাযত উঠে গিয়ে عصمت নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের নির্দেশিত শরীয়তের বিধানাবলীতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। আর যৌক্তিক দিক দিয়েও যতক্ষণ নবীগণকে নিষ্পাপ (মাসূম) মেনে নেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী, সাধারণ দার্শনিক ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই ইসলাম এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ মওদূদী নবীদের থেকে হেফাযত উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁদের থেকে ভুলত্রুটি-গুনাহ সংঘটিত করার যে মারাত্মক কুফরী আকীদা প্রকাশ করেছে তা কখনও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা আল্লাহ্র শানেও চরম বিয়াদবী বৈ কিছুই নয়।

আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক মিশরীকে শাসনের উদ্দেশ্যেই শাস্তি দিয়েছিলেন। এতে ওই মিশরীর মৃত্যু ঘটে। এটা কখনও গুনাহ নয় বরং ন্যায় বিচার। অথচ মওদূদী এটিকে বড় গুনাহ বলে নবীদের শানে চরম অবমাননাকর উক্তি করলেন।[২]

মওদূদী আকীদা

এ মর্মে দোয়া করুন যে, এ বিরাট কাজ (নবুয়তী দায়িত্ব) পালন করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষত্রুটি করেছেন, তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন।[৩]

---

১ মিরকাত।
২ দলীলসমূহ : কানযুল ঈমান, নূরুল ইরফান, নিবরাস, ফিকহে আকবর, শরহে আকায়েদে নসফী, শরহে মাওয়াকিফ, মিরকাত শরহে মিশকাত।
৩ তাফহীমুল কুরআন, ১৯তম খণ্ড, আবুল আলা মওদূদী, সূরা আন্-নসর, পৃষ্ঠা : ২৮৭। অনুবাদ: আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নী আকীদা

সূরা আন-নসরের استغفار -এর মর্মার্থ হচ্ছে, আপনি তাঁর নিকট মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অথচ কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে প্রমাণিত যে, আমাদের প্রিয় নবীসহ সকল নবী-রাসূলগণ যাবতীয় ছোট-বড় গুনাহ্, ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাহলে এ আয়াতের অর্থ অবশ্যই তাবীল করতে হবে। যেমন- যুগশ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়নি, বরং উম্মতের গুনাহ মাফ চাইতে বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আল-হাবী লিল ফাতওয়া' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে আম্বাউল আম্বিয়া ফি হায়াতিল আম্বিয়া অধ্যায়ে লিখেছেন,

النظر في أعمال أمته والاستغفار لهم من السيئات-

"আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের আমলগুলো দেখতেছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র দরবারে (উম্মতের) গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।"

এটাই প্রিয় নবীর استغفار -এর প্রকৃত অর্থ। অথচ মওদূদী استغفار -এর অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রিয় নবীকে গুনাহগার বানানোর এবং নবুয়তী দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার যে মনগড়া অভিযোগ স্থির করতে চেয়েছেন, তা প্রিয় নবীর পবিত্র শানে মস্ত বড় জুলুম ও বেয়াদবীর শামিল।[1]

মওদূদী আকীদা

১. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন।

[1] দলীলসমূহ : পবিত্র কুরআন, তাফসীরে আযীযি, মাদারিজুন্নাবুয়াত, শরহে শিফা শরীফ, তাফসীরে রূহুল বয়ান, আল-আবী লিল ফতাওয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. রাসূল না অতিমানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তিনি যেমন খোদার ধন-ভাণ্ডারের মালিক নন, তেমনি খোদার অদৃশ্যের জ্ঞানেরও অধিকারী নন বলে সর্বজ্ঞ নন।

৩. তিনি পরের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন তো দূরে নিজেরও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম।

৪. তিনি কোন কিছু হালাল বা হারাম করতে পারেন না।[1]

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে অবশ্যই আমাদের প্রিয় নবী ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। পবিত্র কুরআনে اليوم أكملت لكم دينكم বলে প্রিয় নবীর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাই তিনি যদি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক না হন, তাহলে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? অতিমানব অর্থ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। সুতরাং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিমানব ছিলেন এবং মানবীয় দুর্বলতা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত, পুতঃপবিত্র ছিলেন, বিধায় আজ তাঁর প্রদর্শিত দ্বীন আমরা সঠিকভাবে পেয়েছি। তিনি খোদার ধন-ভাণ্ডারের মালিকও ছিলেন। পবিত্র হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে,

اني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض-[2]

"প্রিয় নবী স্বয়ং বলেছেন, আমাকে জমিনের খণিসমূহের চাবি দেওয়া হয়েছে বা ধন-ভাণ্ডারের মালিক বানানো হয়েছে।"

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে এ ধরনের আরও একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এছাড়াও তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا- الا من ارتضى من رسول-[3]

[1] লন্ডনের ভাষণ, পৃষ্ঠা : ৩-১৯, কৃত: আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ: আখতার ফারূক, জুলকরনাঈন প্রেস, ৩৮, বানিয়া নগর, ঢাকা।

[2] বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১০৪২।

[3] সূরা আল জিন্। আয়াত : ২৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"অদৃশ্যের জ্ঞাতা, আল্লাহ্ আপন অদৃশ্যের উপর কাউকে ক্ষমতাবান করেন না আপন মনোনীত রাসূল ব্যতীত।"

এ আয়াতে প্রিয় নবীসহ আপন রাসূলদেরকে ইলমে গায়েব দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। আর তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণদাতা হিসাবেই প্রেরিত হয়েছেন। পবিত্র কুরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে,

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ-[১]

"হে নবী! আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত (কল্যাণ) স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে সত্য ন্যায়ের আলোতে আলোকিত করে, অসভ্য জাতিকে সভ্য করে, জাহান্নামীদরেকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করে তিনি কি কল্যাণ করেন নি? জামায়াতে ইসলামীর একটি সংস্থা 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ' যদি কল্যাণ করতে পারে তাহলে প্রিয় নবীর শানে কেন এত বড় বেয়াদবী?

পরিশেষে মওদূদীর আরেকটি ভ্রান্ত আকীদা হচ্ছে প্রিয়নবী কোন কিছু হালাল কিংবা হারাম করতে পারেন না। অথচ পবিত্র কুআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল রয়েছে শরীয়তের বিধানাবলীতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং কোন কিছুকে হালাল কিংবা হারাম করার ক্ষমতাও মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীবকে দান করেছেন। যেমন-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ-[২]

"যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্র উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম মানে না ওই বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল।"

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় আল্লাহ্ পাকের পরে তাঁর প্রিয় হাবীবও কোন কিছুকে হালাল কিংবা হারাম করতে পারেন। এটাকে

---

[১] সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭।
[২] সূরা আত্ তাওবা, আয়াত : ২৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলা হয়। হাদীসে পাকে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, প্রিয় নবী অনেক কিছুকে হালাল অথবা হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন- পবিত্র মক্কা শরীফের ন্যায় মদীনা শরীফকেও প্রিয় নবী নিজে হারাম বা পবিত্র ঘোষণা করেছেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَامَ

"নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হারাম শরীফ (মদীনাকে) হারামরূপে গণ্য করেছেন।"

অন্য হাদীস শরীফে রয়েছে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ-[১]

"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত রাফে বিন খদীজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মদীনা মুনাওয়ারাকে পবিত্র হারামরূপে গণ্য করেছেন।"

অতএব প্রমাণিত হলো, কোন কিছুকে হালাল, হারাম করার ক্ষমতা প্রিয় নবীর রয়েছে। এটা তাঁর খোদাপ্রদত্ত অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২]

মওদূদী আকীদা

আজমীর শরীফে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা জেনার গুনাহের চেয়েও মারাত্মক!

جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کیلئے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے
ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل
اور زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے-[৩]

---

[১] সহীহ্ মুসলিম শরীফ ও তাহাভী শরীফ।
[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তাহাভী শরীফ।
[৩] তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দীন (ইসলামী রেনেঁসা আনোদালন), আবুল আলা মওদূদী। পৃষ্ঠা : ৭২। অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"যারা মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য আজমীর অথবা সালায়ে মসঊদের কবরে বা এই ধরনের অন্যান্য স্থানে যায়, তারা এত বড় গুনাহ্ করে যে, হত্যা ও জিনার গুনাহ্ তার তুলনায় কিছুই নয়।"

সুন্নী আকীদা

নবী-অলী তথা আল্লাহ্র নেক বান্দাদের রওযাপাকে বা মাজারে তাদেরই অসীলায় মনস্কামনা পূরণে গমন করা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত। কেননা পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে :

وَ لَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا أَنفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا–[১]

"যদি কখনও তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে হে মাহবুব আপনার দরবারে হাজির হয়। অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু পাবে।"

হযরত মরিয়ম আলাইহাস্ সালামের হুজরায় হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম আপন রবের নিকট পুত্র সন্তান লাভের আশায় এভাবে দোয়া করেছিলেন :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ–[২]

"এখানে প্রার্থনা করলেন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম আপন রবের নিকট, হে আমার রব! আমাকে তোমার নিকট থেকে প্রদান কর পবিত্র সন্তান। নিশ্চয় তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

এ ছাড়াও অন্য আয়াতে রয়েছে.

وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ–[৩]

---

[১] সূরা আন নিসা, আয়াত : ৬৪।
[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৮।
[৩] সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৩৫।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"তোমরা তাঁরই দিকে অসীলা (মাধ্যম) তালাশ করো।"

বর্ণিত আয়াতসমূহ মহান আল্লাহ্র নেক বান্দাদের নিকট মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে যাওয়া এবং তাঁদের অসীলায় প্রার্থনা কবুল হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও হাজত বা মনস্কামনা পূরণার্থে বিভিন্ন মাজারে বা আল্লাহ্র মাহবুব বান্দাদের দরবারে যাওয়ার বাস্তব প্রমাণ কিতাবে রয়েছে। যেমন- ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

اِنِّىْ لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ أَجِىْءُ اِلىٰ قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ سَئَلْتُ اللهَ تَعَالىٰ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا–[১]

"আমি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে আসি এবং বরকত হাসিল করি। আমার যখন কোন হাজত হয়, তখন ইমাম আবু হানিফার মাজারে দু' রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করি। ফলে দ্রুত আমার হাজত পূর্ণ হয়ে যায়।"

সুতরাং অসংখ্য দলীলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্র নেক বান্দাদের রওযাতে যাওয়া শুধু জায়েয নয়, বরং প্রখ্যাত ইমামদের অনুসৃত নীতিও বটে।

অতএব, আজমীর শরীফ, সালায়ে মাসঊদের দরবারে মনস্কামনা পূরণার্থে যাওয়া বৈধ এবং এটাকে মওদূদী কর্তৃক জেনা ও হত্যার গুনাহ্র চাইতে মারাত্মক গুনাহ বলা ইসলামের উপর বড় জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, রদ্দুল মুহতার, ফতোয়ায়ে আজীজিয়া, বুযুর্গ কে আকীদা।

মওদূদী আকীদা

প্রিয় নবীর সুন্নাত ফাতেহাকে পূজার সাথে তুলনা!

---

[১] রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রাহ্.।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ایک طرف مشرکانہ پوجاپاٹ کی جگہ فاتحہ، زیارت، نیاز نذر، عرس، سندل چڑھایے نشان، علم، تعزے اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی نئی شریعت تصنیف کرلی گئی-[1]

"একদিকে মুশরিকদের ন্যায় পূজা-অর্চণার পরিবর্তে ফাতেহাখানী, যেয়ারত, নজর-নিয়াজ, উরস, চাদর চড়ানো, তাজিয়া করা এবং এই ধরনের আরও অনেক ধর্মীয় কাজ সম্বলিত একটি নতুন শরীয়ত তৈরি করা হয়েছে।"

সুন্নী আকীদা

ফাতেহা যেয়ারত প্রিয় নবীরই সুন্নাত, আল্লাহ্‌র অলীদের মাজারে নজর-নিয়াজ, ওরশ, মাজারে যেয়ারতকারীদের সুবিধার্থে আলোকসজ্জা এবং অলীদের সম্মানার্থে গিলাফ বা চাদর ইত্যাদি জায়েয ও সওয়াবের কাজ। এগুলোকে মুশরেকানা বলা কুফরী ও নবী-অলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার নামান্তর।

ফাতেহা ও যেয়ারত প্রিয় নবীরই সুন্নাত হওয়ার কারণে এটাকে মুশরেকানা বলে মওদূদী কুফরী করেছেন। কেননা ফতোয়া হচ্ছে اهانة السنة كفر প্রিয় নবীর সুন্নাতকে ইহানত করা কুফরী। ফাতেহা সম্পর্কে সংক্ষেপ দলীল হচ্ছে, মিশকাত শরীফের المعجزات অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে বর্ণিত আছে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বর্ণনা করেন, আমি কিছু খোরমা খেজুর প্রিয় নবীর সামনে পেশ করলাম এবং এর বরকতের জন্য দোয়া করতে আরজ করলাম।

فضمهن ثم دعا لى فيهن بالبركة-[2]

"তখন তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোকে একত্রিত করলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন অর্থাৎ ফাতেহা দিলেন।"

---

[1] তাজদীদ ও ইহইয়ায়ে দ্বীন (ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন), আবুল আলা মওদূদী, পৃষ্ঠা : ৬, অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

[2] মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫৪২।

যেয়ারত সম্পর্কে হাদীস হচ্ছে :

عَنْ بريدة رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا-[1]

"হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করছেন, তোমাদেরকে (প্রথমে) কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম (এখন থেকে আর বাধা নেই) যেয়ারত করো। কেননা এটা আখেরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।"

আর অলীদের মাজারে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই গিলাফ চড়ানো হয় এবং যেয়ারতকারীদের সুবিধার্থে বাতি জ্বালানো হয় এটা না-জায়েয নয়, বরং পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কারণ আল্লাহ্‌র অলীগণ তাঁদের মাজারসমূহ আল্লাহ্‌র নিশান বা নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। তাই তাঁর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ এভাবে কুরআনে পাকে এসেছে:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ-[2]

"আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে, হৃদয়ের তাকওয়া অর্জিত হয়।"

এ সম্মানের বেলায় কোন শর্তারোপ করা হয়নি। এক এক দেশে এক এক ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। তাই যে দেশে যে রীতির প্রচলন আছে, সেই মতে সম্মান প্রদর্শন করা জায়েয। অলীগণের মাজারে ফুল অর্পন, চাদর চড়ানো, বাতি জ্বালানো ইত্যাদির উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলোর বৈধতার উপর ফতোয়ায়ে শামী, আলমগীরী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবসমূহে বিস্তারিত

---

[1] মুসলিম শরীফ।

[2] সূরা আল হজ্জ, আয়াত : ৩২।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দলীলাদি পেশ করা হয়েছে। অতএব, এগুলোর প্রতি কটাক্ষ করার কোন যৌক্তিকতা নেই।[১]

মওদূদী আকীদা

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন!

معیار حق تو صرف اللہ کا کلام اور اسکے رسول کی سنت ہے، صحابہ معیار حق نہیں۔

"সত্যের মানদণ্ড শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কালাম এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম সত্যের মানদণ্ড নন।"[২]

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সাহাবায়ে কেরাম معیار حق বা সত্যের মানদণ্ড। কেননা তাঁদের মাধ্যমেই আমরা নিখুতভাবে মহান আল্লাহ্‌র একমাত্র দ্বীন ইসলাম পেয়ে ধন্য হয়েছি। পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ-[৩]

"আল্লাহ্ তাঁদের (সাহাবাদের) উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরা তাঁর (আল্লাহ্‌র) উপর সন্তুষ্ট।"

আরো অসংখ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-[৪]

"জনসাধারণের কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসাবেই তোমাদের আত্মপ্রকাশ। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে।"

---

১ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ, ফতোয়ায়ে শামী, আলমগীরি।
২ তরজুমানুল কুরআন, আগস্ট সংখ্যা, ১৯৭৬।
৩ সূরা আল বাইয়্যিনাত, আয়াত : ৮।
৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২০।

www.AmarIslam.com

এ আয়াতে أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বলে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণকে واجب এবং তাঁদের পরিচালিত পথকে মানুষের জন্য দলীল হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাদীসে পাকেও এরশাদ হয়েছে :

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ-[১]

"আমার সাহাবীগণ তারকারাজির ন্যায়। তোমরা যে কারো অনুসরণ করো না কেন সঠিক পথের দিশা পাবে।"

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ-[২]

"তোমরা আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধর।"

অন্য হাদীসে مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ বলে প্রিয় নবী বলেন, যারা আমি ও আমার সাহাবাদের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রয়েছে, তাঁরাই জান্নাতী বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। মিরকাত শরহে মিশকাতে আল্লামা মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

فَلَا شَكَّ وَ لَا رَيْبَ أَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ-

"নিঃসন্দেহে উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত মুক্তিপ্রাপ্ত বেহেশতী দলই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।"

বর্ণিত কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম معيار حق বা সত্যের মানদণ্ড। তাঁদের ব্যাপারে যে কোন প্রকার সমালোচনা, মানহানিমূলক মন্তব্য ও দোষ বর্ণনা করা প্রিয় নবীর হাদীস মোতাবেক নিষিদ্ধ। যেমন হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِيْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ-[১]

---

১ মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫৫৪।
২ আবু দাঊদ, কিতাবুস সুন্নাহ্। পৃষ্ঠা : ৬৩০।

www.AmarIslam.com

"হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন প্রিয় নবী এরশাদ করেছেন, তোমরা যদি দেখ যে, কেউ আমার সাহাবীকে গালি দিচ্ছে বা মন্দ বলছে, তখন তোমরা বলো তোমাদের অন্যায়ের উপর আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত।"[১]

এ ছাড়াও অসংখ্য দলীলের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরেমের শানে বেয়াদবী, সমালোচনা ও মানহানি নিষিদ্ধ।[২]

মওদূদী আকীদা

আলেমদের জন্য তকলীদ নাজায়েয!

میرے نزدیک صاحب علم آدمی کیلیے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ
اس سے بھی شدید تر چیز ہے-[৩]

"আমার মতে দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ (মাজহাব অনুসরণ) না জায়েয এবং গুনাহ্। বরঞ্চ তার চাইতেও সাংঘাতিক।"

সুন্নী আকীদা

চার মাজহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ওয়াজিব। এটা ইজমায়ে ওলামা দ্বারা সর্ব সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালের কোন ব্যক্তির মনগড়া-বানোয়াট ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত সমস্ত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, ওলামা, পীর মাশায়েখ, অলীয়ে কামেলীন, বুযুর্গানে দ্বীনও মাজহাবের অনুসরণ করেছেন। যেমন- গাউসে পাক

---

১ তিরমিযী। মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ৫৫৪।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, শরহুল আকাঈদ, কানযুল ঈমান, রূহুল ইরফান।

৩ রাসায়েল ও মাসায়েল। আবুল আলা মওদূদী। পৃষ্ঠা : ১৪৮। অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসীম। শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ, মুজাদ্দেদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম থেকে শুরু করে ইমাম, দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবীদগণও মাজহাবের অনুসরণ করেছেন। মওদূদী নিজকে উপরোল্লিখিত মহাজ্ঞানীদের চাইতেও বড় জ্ঞানী মনে করে তাদেরকে পাপী হিসাবে চিহ্নিত করতে অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য দলীলের মাধ্যমে تقليد তথা মাজহাব মেনে চলা আবশ্যক। যেমন :

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ-[১]

"আর তারই পথে চলো যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে।"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত ব্যক্তিবর্গের তাকলীদ বা অনুসরণ করাকে আবশ্যক করা হয়েছে।

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ-[২]

"আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানকারী রয়েছে তাদেরও।"

এ আয়াতে أولى الأمر বলতে মুহাক্কিকদের মতে ফিকাহ্‌বিদ, মুজতাহিদ ও আলেমগণ। যেহেতু তাঁরাই তো ইসলামী শাসনকর্তাদের প্রধান Adviser হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করে থাকেন। অতএব, أولى الأمر বলতে ইসলামী শাসক ও মুজতাহিদ আলিমগণকেই বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআন দ্বারা তাদের তাকলীদ প্রমাণিত হলো।

পবিত্র হাদীস শরীফেও তাকলীদ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে :

---

১ সূরা লোকমান। আয়াত : ১৫।

২ সূরা : আন নিসা। আয়াত : ৫৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِى رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ-[১]

"হযরত তামীমদারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ধর্ম হলো কল্যাণ কামনা। আমরা (উপস্থিত সাহাবীগণ) আরজ করলাম, কার কল্যাণ কামনা? তিনি ফরমালেন, আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলমানদের, মুজতাহিদ ইমামগণের এবং সাধারণ মুসলমানদের।"

উল্লিখিত হাদীসে মুজতাহিদ ইমামগণের কল্যাণ কামনা মানে তাদের তাকলীদ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নববীতেও বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীন কেরাম মুফাসসিরীনে ইজাম তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে তাকলীদ বা মাজহাব মানা যে ওয়াজিব তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং নিজেরা ও বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের অনুসরণ করে উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষা দিয়েছেন।[২]

মওদূদী আকীদা

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-র সংস্কার কার্যে ত্রুটি ছিল!

[১] মুসলিম শরীফ। জাআল হক, পৃষ্ঠা : ৩৫।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, রুহুল বয়অন, খাযিন, দররে মানসূর, মিশকাত, রাবী, ফতহুল কদীর, জাআল হক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম গাজ্জালীর সংস্কার কার্যে দুর্বলতা ছিল

امام غزالی رح کے تجدیدی علمی و فکری حیثیت سے ند نقائش تھے اور وہ تین عنوانات پر تقسیم کئے جا سکتے هیں- ایک قسم نقائص کی جو حدیث کی علم مین کمزور هونے کی وجه سے ان کے کام میں پیدا هوئی- دوسری قسم ان نقائص کی جو اسکی ذهن پر عقلیات کی غلبه کی وجه سے تھے- اور تیسری قسم ان نقائص کی جو تصرف کی طرف سے ضرورت سے زیاده مائل هونے کی وجه سے تھے- ان کمزوریون سے بچ کر امام موصوف کے اصل کام یعنی اسلام کی ذهنی و اخلاقی روح کو زنده کرنے اور بدعت و ضلالت کی آلائش کو نظام فکر و نظام تمدن سے چھانٹ چھانٹ کر نکالنے کے کام کو جس شخص نے آگے بڑھا وه ابن تیمیه تھا-[১]

"ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ)-র সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে কতিপয় তত্ত্ব ও চিন্তাগত ত্রুটিও ছিল। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল হবার কারণে তাঁর কার্যাবলীতে এক ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি তার বুদ্ধি বৃত্তির উপর যুক্তিবাদিতা ও ন্যায় শাস্ত্রের কর্তৃত্বের কারণে সৃষ্টি হয়। তৃতীয় ধরনের ত্রুটির উৎপত্তি হয় তাসাউফের দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ার কারণে। এ দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠে ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ)-র আসল কাজ অর্থাৎ ইসলামের চিন্তাগত ও নৈতিক প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত করার এবং বেদআত ও গোমরাহীর নিদর্শন সমূহ ছাটাই করার কাজকে যিনি অগ্রসর করেন, তিনি হচ্ছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া।

সুন্নী আকীদা

ইমাম গাজ্জালী রাহ. একাধারে বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, গবেষক, ইসলামী স্কলার, কুরআন-সুন্নাহ্‌র গভীর জ্ঞানের অধিকারী, তরীকত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে সর্বজন সমাদৃত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

[১] তাজীদ ও ইয়াহইয়ায়ে দ্বীন, পৃষ্ঠা : ৭৩।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গোটা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এমনকি সাধারণ মানুষের নিকটও তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ও তাঁর গ্রন্থাবলী বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত, প্রচারিত ও পাঠক সমাদৃত এ ধরনের একজন সর্বজন সমালোচনামুক্ত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে হাদীস শাস্ত্র, গবেষণা, তাসাউফ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে দূর্বলতার অভিযোগ ও সংস্কার কার্যে অপূর্ণতার ভিত্তিহীন ও মনগড়া যে অভিযোগ মওদূদী সাহেব করেছেন তা একেবারে হাস্যকর। কারণ ইমাম গাজ্জালী রাহ্.-র ত্রুটি-বিচ্যুতি অপূর্ণতার অভিযোগ করতে হলে দ্বিতীয় আরেক গাজ্জালীর প্রয়োজন হবে। অথচ ইমাম গাজ্জালীর মত দার্শনিকের ভুলত্রুটি প্রমাণ করার মত যোগ্যতা কি মওদূদীর আছে?

কিসের ভিত্তিতে এখানে মওদূদী সাহেব ইবনে তাইমিয়ার মত একজন ভ্রান্ত মতবাদী বাতিল ও বিতর্কিত মানুষকে ইমাম গাজ্জালীর উপর প্রাধান্য দিলেন? বিশ্বের সমস্ত আহলে হক ইমাম গাজ্জালীর প্রশংসা ও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা নিয়ে গর্ব করেন। আর মওদূদীর নিকট ইমাম গাজ্জালীর চাইতেও অধিক বরণীয় ইবনে তাইমিয়া, যার সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত আহলে হক ওলামায়ে কেরাম বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

যেমন- সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরেণ্য মুহাদ্দিসকুল শিরমণি আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রাহ্. বলেন,

ابن تيميه عَبْدٌ خذله الله وَ أضله وَ أعماه و أضمه وَ أذله وَ بذلك صَرَّحَ الأئمة الدين-[১]

“ইবনে তাইমিয়া এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা‘আলা অপমানিত করেছেন, পথ-ভ্রষ্ট করেছেন, অন্ধ করেছেন, বধির ও লাঞ্ছিত করেছেন, দ্বীনের ইমামগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।”

আল্লামা যুরকানী রাহ্. বলেন,

هذا الرجل ابتدع له مذهبا و هو عدم تعظيم القبور-[২]

[১] ফতোয়ায়ে হাদী সিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৯৯, মিশরে মুদ্রিত।

[২] তারিখুত তাকলীদ, পৃষ্ঠা : ১০।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

“ইবনে তাইমিয়া নামের লোকটি নিজেই ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জেয়ারত স্বেচ্ছায় করা উচিত নয়।”

মহান আল্লাহ্র আকার বা শরীর বিশিষ্ট হওয়া, আরশের উপর বসে থাকা, কুরআনকে ধ্বংসশীল বস্তু সাব্যস্ত করা, প্রিয় নবীর রওযা পাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়াও তার অসংখ্য কুফরী ও ভ্রান্ত মতবাদের করণে বিশ্বের নেককার ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে আল্লামা ইবনে হাজর হাইতামী, আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী, আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌কালানী, আল্লামা তকিউদ্দীন সুবকী, আল্লামা জুরকানী, আল্লামা জালালউদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, আবু হামেদ ইবনে মারযূক, আল্লামা জিয়াউল্লাহ্ কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও ঐতিহাসিক ইবনে বতূতা সহ অগণিত ইসলামী পণ্ডিতগণ ইবনে তাইমিয়াকে পথভ্রষ্ট, বাতিল হিসাবে আখ্যায়িত করে মুসলিম মিল্লাতকে তার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে দূরে থাকার আহ্বান করেছেন। সেই ইবনে তাইমিয়াকে মওদূদী কর্তৃক মুজাদ্দিদ উপাধি প্রদান ও ইমাম গাজ্জালী রা.-র উপর প্রাধান্য দেওয়া সুস্পষ্ট আর এক গোমরাহীর পরিচয়।[১]

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মওদূদীর স্বপ্ন, কেন পূর্ণতা পেল না?

মওদূদীর রচনাবলী অধ্যয়ন করলে যে কোন মুসলমানের হৃদয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা সৃষ্টি হয়। মওদূদীও আজীবন যে স্বপ্ন দেখে এসেছিল তা কেউ অস্বীকার করবে না। মওদূদী একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে হুকুমতে এলাহিয়ার যে ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছিল তা কেন পূর্ণতা পেল না তা একেবারে সূর্যের চাইতেও স্পষ্ট। কারণ, হুকুমতে এলাহিয়ার মূল মডেল হচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা‘আলা আলাইহিম আজমাঈন। অথচ মওদূদী সেই প্রিয় নবীর পবিত্র মর্যাদা Position কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও সাহাবায়ে

[১] দলীলসমূহ : ফতোয়ায়ে হাদীছিয়া, গাইছুল গামাম, আত তাওয়াস্‌সুল বিন্নবী, শাওয়াহিদুল হক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেরামের সমালোচনাকে বৈধ মনে করে প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। যার ফরে মুসলিম মিল্লাত তাকে গোমরাহ্ ও তার দলকে গোমরাহ্ দল হিসাবে আখ্যায়িত করে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে। সে যদি রসূলপ্রেমকে ধারণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের মডেলকে সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হত, তাহলে বিশ্বের অনেক দেশে আজ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত। বর্তমানেও যারা এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত তাদেরকেও কথাটি চিন্তা করে বিশুদ্ধ আকীদা ধারণ করে সামনে অগ্রসর হতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা, প্রিয় নবীর দ্বীনকে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে প্রিয় নবীর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাবোধ ও শানে রেসালতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকা আবশ্যক।

আবুল আলা মওদূদীর অন্যতম শিষ্য গোলাম আযম, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও মাও. আবদুর রাহীমের ভ্রান্ত আকীদা :

প্রিয় নবীর পবিত্র শানে গোলাম আযমের ধৃষ্টতা!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী নয়। তিনি একজন আমাদের মতই সাধারণ মানুষ। তিনি অতিমানব ছিলেন না। মীলাদের মধ্যে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকটে মনে করে দাঁড়িয়ে সম্মান করা শিরক। তাঁকে ইয়া নবী, ইয়া রাসূল বলে সম্বোধন করা শিরিক। তিনি আমাদের ডাক শুনতে পান বলে বিশ্বাস করা শিরিক। সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অন্যান্য অলী-আল্লাহ্গণের মাজারে যাওয়া এবং তাঁদের কাছে দোয়া করা শিরক।[১]

---

[১] সীরতুন্নবী সংকলন, অধ্যাপক গোলাম আযম। পৃষ্ঠা : ৯, ১১, ২০, ২৩, ২৪ ও ২৫। বই কিতাব প্রকাশনী, ৮২, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ধৃষ্টতা!

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বীর্যের সৃষ্টি – নাঊযু বিল্লাহ্।
২. মীলাদ পড়া বিদয়াত।
৩. নামাযের নিয়ত পড়া বিদয়াত।
৪. মা-বাবা, শাশুড়-শাশুড়ী ও পীরকে কদমবুচি করার কোন যুক্তি নেই।[১]

মাও. আবদুর রাহীমের ধৃষ্টতা!

নবী-অলীর অসীলা মানা, পীর-মুরিদী, মীলাদ, কদমবুচি ইত্যাদি সব বিদআত।[২]

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে গোলাম আযম, সাঈদী ও আবদুর রাহীমের উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী কিছু অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে পূর্ববর্ণিত ওহাবী দেওবন্দী ও মওদূদী আকীদারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যার জবাব কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে পূর্বের আলোচনাসমূহে অনেক বার দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

বিশ্বব্যাপী মওদূদীর বিরুদ্ধে লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মাত্র কয়েকটির নাম প্রদত্ত হল :

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত (মাত্র কয়েকটি) :

○ প্রকৃত ইসলাম রদ্দে মওদূদী – মুফতী আল্লামা ইদ্রিস রযভী

---

[১] দেশ-বিদেশের মহিলা সামবেশের প্রশ্নোত্তর। ২য় খণ্ড, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী। পৃষ্ঠা : ৪০, ৮০, ৩১ ও ৮৪। জনতা পাবলিকেশন্স, ৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

[২] সুন্নাত ও বিদআত, মাও. আবদুর রহীম, পৃষ্ঠা : ১২২ ও ২৬০। খায়রুন প্রকাশিত, ১৩, খায়রুন প্রকাশনী, বাড্ডা লেন, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

- এক নজরে মওদূদী-জামাত-শিবিরের ভ্রান্ত মতবাদ – মাওলানা জাকির হোছাইন
- জামাতে ইসলামী - নামধারী মওদূদী জামাতের স্বরূপ – মওলানা আজিজুর রহমান (শর্শিনা)
- সতর্ক বাণী – মও. মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর
- জেহাদের আহ্বান ও মওদূদী মতবাদের বাস্তব চিত্র – চরমোনাইর পীর
- মি: মওদূদীর নতুন ইসলাম – মুফ. মও. মনসুরুল হক
- মওদূদীর কলমে নবী-রাসূলগণের অবমাননা – মও. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
- সংশোধন – মও. শামসুল হক ফরিদপুরী
- জামাতে ইসলামী কোন্ পথে – মুফ. মুফাজ্জল আলী

ভারত থেকে প্রকাশিত (মাত্র কয়েকটি) :

- ইসলাম কি চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহী – হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী রহ.
- জামাত ইসলামী কা শীষ মহল – মাওলানা মোস্তাক আহমদ নিজামী
- ইসলামী ইউনিফরম – মও. হোছাইন আহমদ মদনী
- জামাতে ইসলামী সে মুখালিফত কিউঁ – মও. হাবীবুর রহমান
- আয়েনায়ে তাহরীকে মওদূদিয়ত – মও. মুফতী মাহদী হাসান
- দারুল উলুম কা এক ফতোয়ায়ে হাকীকত – মও. কারী তৈয়ব
- তাহরীকে জামাতে ইসলামী – মও. দাউদ রায়
- মওদূদী কা উল্টা মাযহাব – মুফতী মাহবুব আলী খান
- দেওবন্দ কা এক না দান দোস্ত – মও. নাজমুদ্দীন
- নয়া মাযহাব – মও. দাউদ রায়
- ফেতনায়ে মওদূদী – মও. জাকারিয়া
- তফসীর বির রায় কা শরয়ী হুকুম – মুফতী সৈয়দ আবদুর রহীম
- তদবীর কা দোসরা রুখ – মও. আবদুল কুদ্দুস

মওদূদীর দেশ পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত (মাত্র কয়েকটি) :

- মোকালামায়ে কাজেমী ও মওদূদী – গাজ্জালীয়ে জামান আহমদ সাঈদ কাজেমী
- হযরত মুআবিয়া আওর তারীখি হাকায়িক – তকী ওসমানী
- মওদূদী জামাত পর তনকীদি নজর – মও. মাজহার হোসাইন
- সেরাতে মুস্তাকীম – মও. আবদুস সালাম
- মওদূদী কি তাহরীকে ইসলামী – প্রফেসর মোহাম্মদ সরওয়ার
- জামাতে ইসলামী কা রুখে কির্দার – চৌধুরী হাবীব আহমদ
- রদ্দে মওদূদীয়ত – মও. আবদুর রশীদ ইরাকী
- এক্স-রে রিপোর্ট – মুফতী আবদুল কুদ্দুস রূমী
- আ লাইসা মিনকুম – বজলুর রশীদ
- মওদূদীয়ত কা পোস্ট মর্টেম – মও. খলীলুর রহমান পানিপথী
- হাকায়িকে মওদূদীয়ত – মও. ছানাউল্লাহ (অমৃতস্বরী)
- তাকীদুল মাসাইল – হাফেজ মোহাম্মদ গন্দুলভী
- মওদূদী সাহেব আকাবেরে উম্মত কে নজর মেঁ – হাকীম মও. আখ্তার (খলীফায়ে থানভী)
- ফেতনোঁ কি রুখে তাম – হাফেজ মোহাম্মদ ছায়েদ
- মওদূদী আওর এক হাজার ওলামায়ে উম্মত – মও. মনজুর আহমদ
- মওদূদী হাকায়িক – মাওলানা আবু দাউদ মোহাম্মদ সাদিক রজভী।

তৃতীয় পর্ব :

তাবলীগী মতবাদ বাতিল কেন?

সংক্ষিপ্ত তাবলীগ জামায়াত পরিচিতি ও তাদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ :

প্রচলিত ছয় উসূলী 'তাবলীগ জামায়াত' ইসলামের মূলধারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থি একটি ভ্রান্ত দলের নাম। ভারতের নয়া দিল্লীর মাও. ইলয়াস মেওয়াতী এ তাবলীগের প্রবর্তক। সে এ তাবলীগ স্বপ্নে পেয়ে ইসলামের পঞ্চ উসূলকে পরিহার করে নিজ থেকে রোজা, হজ ও যাকাতকে বাদ দিয়ে আরো চারটি সংযোজন করে ছয় উসূলের একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী ওহাবী

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মতবাদের প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের দেশের অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান তাদের আলখেল্লা দেখে মনে করে থাকেন, এরা তো ভাল কাজ করে, অথচ সুন্নীরা এদের বিরোধিতা করে কেন? সম্মানিত মুসলিম ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, আমরা তাদের নামাজ রোজা, অযু, গোসল ইত্যাদি শিক্ষাদানের বিরোধিতা করি না। বরং তাদের নামায, রোজা, অযু ইত্যাদির অন্তরালে ঈমান বিধ্বংসী যে মতবাদ রয়েছে তার বিরোধিতা করে থাকি। কেননা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এগুলো হলো আমল। কেউ যদি এগুলো সহীহ্ ভাবে আদায় না করে থাকে, তাহলে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা রয়েছে। কিন্তু যাদের আকীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত হবে তাদের ঈমান চলে যাবে আর তাদের জন্য জাহান্নাম চিরস্থায়ী হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তাই সুন্নী ওলামায়ে কেরাম তাদের ভ্রান্ত আকীদার ব্যাপারে সর্বস্তরের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়ে থাকেন মাত্র। এটা ঈমানী দায়িত্বও বটে। প্রথমে আপনারা এ গ্রন্থে ওহাবী আকীদার সংক্ষিপ্ত নমুনা পাঠ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ তাবলীগরা সেই ওহাবী আকীদারই একটি প্রচারক দল। নিম্নে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ তাদেরই লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে পেশ করছি। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন আর ঈমান-আকীদা রক্ষা করার চেষ্টা করুন।

তাবলীগ জামায়াতের আকীদা

স্বপ্নে প্রাপ্ত তাবলীগ :

آجکل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، اسلیے کوشش کروں مجھے نیند زیادہ آئے- خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی، تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہوگئ- آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا- اللہ تعالے کا ارشاد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله کی تفسیر خواب میں القاء ہوئ کہ تم یعنی (امت مسلمہ) مثل انبیاء علیہم السلام کے لوگوں کیلیے ظاہر کیے گیے ہو-

"আজকাল স্বপ্নের মধ্যে আমার অন্তরে সহীহ্ ইলম ঢেলে দেওয়া হয়। কাজেই আমার যেন ঘুম বেশি হয় সে জন্য তোমরা চেষ্টা কর। খুশকির দরুণ আমি অনিদ্রায় ভুগতে ছিলাম। হাকিম ও ডাক্তারের পরার্শে মাথায় তেল ব্যাবাহর করাতে এখন কিছুটা নিদ্রা হচ্ছে। এই তাবলীগের তরীকা স্বপ্নের মাধ্যমে খোলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ-[১]

এ আয়াতের তাফসীর স্বপ্নের মাধ্যমে আমার অন্তরে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ (এ আয়াতের তাফসীর হলো) হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমাদেরকে নবীদের মতই মানুষের উপকারের জন্য বের করা হয়েছে।"

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তে স্বপ্নে প্রাপ্ত কোন বিধানের গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ নবীগণ ছাড়া অন্যান্যদের মিথ্যা স্বপ্ন শরীয়তের দলীল হতে পারে না। কেননা অন্যান্যদের স্বপ্নে শয়তানের কুমন্ত্রণা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এখানে ইলিয়াসের দাবি অনুযায়ী প্রমাণিত হয়েছে তার স্বপ্নটি ছিল শয়তানেরই প্ররোচণা মাত্র। সে নিজে দাবি করেছে, তার মাথায় খুশ্কি আর অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডাক্তার থেকে তেল নিয়ে মালিশ করার পর সে এ স্বপ্ন দেখেছিল। এ স্বপ্নের আরেকটি মারাত্মক দিক হচ্ছে, বর্ণিত আয়াতের মনগড়া তাফসীর করতে গিয়ে সে দাবি করল আল্লাহ্ নাকি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমাদেরকে নবীগণের মতই মানুষের উপকারের জন্য বের

---

[১] মালফূজাতে ইলিয়াস, পৃষ্ঠা নং : ৫০, সাউদিয়া কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা হয়েছে (নাউযু বিল্লাহ্)। প্রকৃত পক্ষে এ দাবি দ্বারা নবীগণের শানে বেয়াদবী ও কুফরী করা হয়েছে। কেননা পবিত্র হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে। প্রিয় নবী বলেছেন,

أَيُّكُمْ مِثْلِيْ؟ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ-[১]

“তোমাদের মধ্যে কে আছো আমার মত? অর্থাৎ কেউ নেই। আমি তোমাদের কারো মত নই।”

এছাড়াও অসংখ্য কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রিয় নবীর সাথে তুলনা করা হারাম, জঘণ্য অপরাধ। অতএব, মাও. ইলিয়াসের প্রবর্তিত তাবলীগ ইসলামী তাবলীগ নয়, বরং ইসলামী নীতিমালা বিরোধী স্বপ্নে প্রাপ্ত স্বঘোষিত তাবলীগ।[২]

তাবলীগী আকীদা

নবীগণের পবিত্র শানে চরম আপত্তি!

انبیاء علیہم السلام باوجودیکہ معصوم اور محفوظ ہیں اور علوم وہدایت براہ راست اللہ تعالے حاصل کرتے ہیں لیکن جب ان تعلیمات وتبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو انکے مبارک اور منور قلوب پر بھی ان عوام الناس کی کدورتوں کا اثر پڑھتا ہے، پھر تنہائی کے ذکر وعبادت کے ذریعے اس گرد وغبار کو دھوتے ہیں-

“নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম যদিও মাসূম-নিষ্পাপ ও মাহফুজ-সংরক্ষিত এবং জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা (হেদায়াত) সরাসরি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্জন করেছেন, তথাপিও যখন তাঁরা সেই তা‘লীম ও হেদায়তের লক্ষ্যে সর্বসাধারণ লোকদের সাথে মেলামেশা করেন, তখন

---

[১] মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁদের বরকতময় ও নূরানী অন্তরসমূহে সেই সাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা আবর্জনা প্রতিফলিত হত। অতঃপর নির্জনে (নবীগণ) ইবাদত-বন্দেগী-যিকির ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ সমস্ত ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করতেন।”[১]

সুন্নী আকীদা

মহান আল্লাহ্ নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন সাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা দূর করে তাদের অন্তরকে পবিত্র করে ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ-[২]

“অবশ্য আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। তারা তো ইতোপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।”

এখানে وَ يُزَكِّيْهِمْ বলে প্রিয়নবীকে সর্বসাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা দূর করে পবিত্রতাকারী হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। অথচ তাবলীগীরা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতকে সম্পূর্ণ বয়কট করে নবীদের পবিত্র শানে চরম অবমাননা করল। বরং উল্টো সাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা আবর্জনা দ্বারা নবীগণ আক্রান্ত হোন বলে গোমরাহী আকীদা প্রকাশ করল। সুতরাং মুমিন মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে, নবীগণ অন্যের আন্তরের ময়লা দূর করে থাকেন। ইবাদত, রিয়াযত ও যিকির ইত্যাদি তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে করেন। নিজেদের অন্তরের ময়লা দূর করার জন্য নয়। কেননা নবীগণের অন্তরসমূহ খোদায়ী নূরের বিকাশস্থল। তাবলীগীরা নবীগণের

---

[১] মালফূজাত, ইলিয়াস, পৃষ্ঠা নং : ১১১।

[২] সূরা আলে ইমরান। আয়াত : ১৬৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"মিয়া জহিরুল হাসান, আমার উদ্দেশ্য কেউ বুঝে না। মানুষ মনে করে যে, এটা (তাবলীগী জামায়াত) নামাজের আন্দোলন। আমি শপথ করে বলছি যে, এটা নামাজের আন্দোলন নয়। এক বড় দুঃখ করে তিনি বললেন, আমাকে একটি নতুন দল সৃষ্টি করতে হবে।"

তাবলীগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাও. ইলিয়াসের মুখ দিয়ে আসল উদ্দেশ্যই বের হয়ে গেল। অতএব, তাদের প্রণীত নামাজ ভাঙ্গার নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী ও ইসলামী শরীয়তে অগ্রাহ্য।[১]

তাবলীগী আকীদা

থানভীর শিক্ষা মেওয়াতীর দীক্ষা তাবলীগী তরীকা

حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے
بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کا ہو اور طریقۂ تبلیغ
میرا ہو کہ اس طرح انکی تعلیم عام ہو جائیگی۔[২]

"হযরত থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় কাজ করে গেছেন। আমার অন্তর চায়, তা'লীম শিক্ষা হবে তার আর তাবলীগের তরীকা হবে আমার। এভাবে তার তা'লীম যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।"

সুন্নী আকীদা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত প্রিয় নবী কর্তৃক প্রদর্শিত তা'লীম অনুযায়ী ইসলামের সুমহান আদর্শকে সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেওয়া মুমিন মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। যেমন পবিত্র কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ–[১]

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, তাবলীগ দর্পন।
[২] মালফুজাতে ইলিয়াছ। নং : ৫৬।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হে হাবীব! (আপনি) আপন রবের পথে আহ্বান করুন, পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সুন্দর সুন্দর উপদেশ দ্বারা।"

হাদীসে পাকেও রয়েছে,

بلغوا عنى و لو آية–

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও।"

সুতরাং আশরাফ আলী থানভীর মনগড়া তা'লীম ও মাও. ইলিয়াসের স্বঘোষিত তরীকা অনুযায়ী ইসলামের প্রচার-প্রসার করা যাবে না। প্রিয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এখানে লক্ষ্য করুন। আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে আমাদের কথা ছিল তাবলীগ জামায়াত হল ওহাবী মতবাদ প্রচারকারী একটি দল এবং এটা মাও. ইলিয়াসের বানানো মনগড়া তাবলীগ; ইসলামের মূল তাবলীগ নয়। এ কথা স্বয়ং মাও. ইলিয়াস ৫৬ নং বাণীতে স্বীকার করে নিয়েছেন।

تعلیم تو انکا ہو اور طریقۂ تبلیغ میرا ہو–[২]

"তা'লীম হবে আশরাফ আলী থানভীর, আর তাবলীগের তরীকা হবে আমার।"

আর এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, আশরাফ আলী থানভী উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের সব চাইতে বড় ইমাম হিসাবে প্রসিদ্ধ। এমনকি আশরাফ আলী থানভী সাহেব স্বয়ং কানপুর জামেউল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা করার সময় কিছু মহিলা ফাতেহার জন্য মিষ্টিদ্রব্য নিয়ে আগমন করলে সে নিজেকে ওহাবী বলে মহিলাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর ওই মাদরাসার ছাত্ররা ফাতেহার জন্য নিয়ে আসা মিষ্টিদ্রব্য ফাতেহা ছাড়া খেয়ে ফেলেছিল।[৩]

অতএব বুঝা গেল ইলিয়াসী তাবলীগ মূলত ইসলামের তাবলীগ নয়, বরং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের প্রচারকৃত ভ্রান্ত ওহাবী মতবাদ প্রচারের এক গোপন মিশন। এখন থানভীর শিক্ষার এক

[১] সূরা আন্-নাহল। আয়াত : ১২৫।
[২] মালফুজাত। নং : ৫৬।
[৩] আশরাফুস সাওয়ানেহ, তাবলীগী জামায়াত; পৃষ্ঠা: ৮৫। আশরাফ আলী থানভীর কুফরী আকীদা এ গ্রন্থের দেওবন্দী আকীদায় পড়ুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নমুনা দেখুন। একদা আশরাফ আলী থানভীর এক মুরীদ মাওলানার কাছে লিখলেন আমি রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখি যে, আমি শুদ্ধভাবে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই এভাবে উচ্চারিত হয় :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ أَشْرَفْ عَلِىْ رَسُوْلُ اللهِ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসূলুল্লাহ'। (নাঊযু বিল্লাহ্)

মাও. আশরাফ আলী থানভী মুরীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে, আমার প্রতি তোমার মুহাব্বত খুব বেশি, এ সব তারই ফল।[১]

এ ছাড়া জাগ্রত অবস্থায়ও ওই মুরীদ প্রিয় নবীর উপর দরূদ পড়তে গিয়ে বলেন :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا أَشْرَفْ عَلِى

'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়িদিনা আশরাফ আলী' পড়তে ছিলেন বলে জানালে থানভী সাহেব বললেন এ ঘটনায় এক প্রকার শান্তনা নিহিত যে, তুমি যার প্রতি মনোযোগী (থানভী) তিনি আল্লাহ্র সাহায্যক্রমে সুন্নাতের অনুসারী।[২]

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন। এখানে আশরাফ আলী থানভী সাহেবের উচিত ছিল, মুরীদকে তাওবা করতে বলা এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু তিনি তা না করে উল্টো মুরীদকে কুফরির প্রতি উৎসাহিত করলেন। এটা তার পরোক্ষ নবুয়ত দাবি নয় কি? সুতরাং এ সমস্ত কুফরী তালীম সম্বলিত তাবলীগ জামায়াতের কার্যক্রম রাষ্ট্রীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে বন্ধ করা উচিত নয় কি?[৩]

তাবলীগী আকীদা

---

[১] মাসিক বুরহান, ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, রেসালায়ে আল-ইমদাদ।

[২] রেসালায়ে আল-ইমদাদ। পৃষ্ঠা : ৩৫।

[৩] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ। হাদীস শরীফ। রেসালায়ে আল-ইমদাদ। মাসিক বুরহান, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। তাবলীগ দর্পন। তাবলীগ জামায়াত কা ফরীব।

তাবলীগী আকীদা

ہماری یہ تحریک دشمن نواز دوست کش ہے آجائے
جس کا جی چاہے۔[১]

"আমাদের এই তাবলীগী আন্দোলন দুশমনকে সন্তুষ্ট করে, দোস্তকে না খোশ করে। যার মন চায় আসতে পারে।"

সুন্নী আকীদা

প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের সব কাজ হতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবকে খুশী করার জন্য। অথচ তাবলীগের আসল উদ্দেশ্য ইলিয়াসের মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল। প্রচলিত এই তাবলীগ আসলে মহান আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য নয়, বরং ইসলামের দুশমন ইহুদী-খ্রিস্টানদের খুশি করার জন্য। তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাদেরই বড় শুভাকাঙ্ক্ষী জমিয়তে ওলামায়ে দেওবন্দের মহাসচিব মাও. হিফজুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে শুনুন,

الیاس صاحب کی تبلیغی حرکت کو ابتداء حکومت انگریزی
کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد کچھ روپیہ ملتا تھا۔[২]

"ইলিয়াস সাহেবের তাবলীগী আন্দোলন প্রথম দিকে হুকুমতের (বৃটিশ সরকারের) পক্ষ থেকে হাজী রশিদ আহমদের মাধ্যমে কিছু টাকা পেত।"

তা হলে বুঝা গেল, এই তাবলীগের সাহায্যকারী হচ্ছে তৎকালীন (বৃটিশ) সরকার। আর এদের গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, অর্থ সাহায্য দিয়ে এই তাবলীগের মাধ্যমে মুসলমানদের ইসলামী রাজনীতি–অর্থনীতি থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার অপর নাম ইসলামকে শুধুমাত্র মসজিদে বন্দি করে সমগ্র পৃথিবীতে ইহুদী-খ্রিস্টানরা নেতৃত্ব দেবে আর মুসলমানরা তাদের গোলামে পরিণত হবে। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাবলীগীরা বিশ্ব ইজতিমায় ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কোন কথা বলেন না। শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নামাজ-

---

[১] মালফুজাত। নং : ১৪৯।

[২] মুকালামাতুস সাদরাইন। পৃষ্ঠা : ৮। তাবলীগী জামায়াত কা ফরীব। পৃষ্ঠা : ১৮।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রোজার ওয়াজ করে তিন দিন পর্যন্ত টঙ্গীতে সময় ব্যয় করেন। বিশ্ব ইজতেমায় শুধুমাত্র মাটির নীচের ও আকাশের উপরের কথা ছাড়া অন্য কোন ন্যায়ের পক্ষে বা অন্যায়ের বিপক্ষে আলোচনা নেই, যার কারণে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সহ বিদেশী খ্রিষ্টান-ইহুদী রাষ্ট্রদূতরা ইজতেমার প্রশংসা করতে দেখা যায়। অতএব প্রমাণিত হলো এই প্রচলিত তাবলীগী জামায়াত প্রিয় নবীর প্রদর্শিত তাবলীগ নয়, বরং ইহুদী-খ্রিস্টানদের অর্থায়নে প্রবর্তিত একটি নতুন বিদয়াতি দল। এ তাবলীগ থেকে সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।[১]

তাবলীগী আকীদা

<u>মুসলমান দু' প্রকার</u> :

مسلمان دو طرح کے ہو سکتے ہیں- تیسری کوئی قسم نہیں یا اللہ کے راستے میں خود نکلنے والا ہو یا نکلنے والوں کو مدد کرنے والے ہوں-[২]

"মুসলমান দুই প্রকার, তৃতীয় কোন প্রকার নেই। প্রথমত: যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (তাবলীগে) বের হয়, দ্বিতীয়ত: যারা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে।"

সুন্নী আকীদা

ঈমানের সপ্ত বিষয়ে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী সকলেই নিঃসন্দেহে মুমিন-মুসলমান। তাবলীগ জামায়াতের এ বিভক্তিকরণ অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ্ ও মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র। কারণ তাদের ভ্রান্ত আকীদার কারণে খাঁটি ঈমানদার মুসলমানরা তাবলীগকে সমর্থন দিতে পারেন না। অথচ তাদের দাবি হলো যারা তাবলীগে যোগদান করবেন এবং যারা তাদের সাহায্য করবেন তারাই একমাত্র মুসলমান। অন্যরা মুসলমান নয়। কেননা

---

১ দলীলসমূহ : তাবলীগী জামাত কা ফরীব। তাবলীগ দর্পন। মুকালামাতুস সাদরাইন।

২ মালফূজাত। নং : ৪২।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুসলমানদের তৃতীয় কোন প্রকার নেই। তাই হয়ত তারা পৃথিবীর সকল মুসলমানকে বিধর্মী মনে করে তাবলীগের দাওয়াত দিতে থাকেন। কেননা তাবলীগ করা হয় বিধর্মীদের নিকট। সুতরাং নিজেরা ব্যতীত অন্যদের মুসলমান মনে না করা, খারেজী ওহাবীদের অন্যমত ভ্রান্ত বিশ্বাস। এটা অত্যন্ত জঘণ্য ও বাতিল মতবাদ![১]

তাবলীগী আকীদা

<u>ফরজের চাইতেও মুস্তাহাবের গুরুত্ব বেশি!</u>

ایک بار فرمایا..... زکوۃ کا درجہ ہدیہ سے کمتر ہے وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر صدقہ حرام تھا- ہدیہ حرام نہ تھا- اور اگرچہ زکوۃ فرض ہے ہدیہ مستحب ہے- مگر بعض دفعہ مستحب کا اجر فرض سے بڑھ جاتا ہے- جیسے ابتداء سلام کرنا سنت ہے- اور جواب دنا فرض ہے- مگر اجتداء سلام جواب سے بہتر ہے-[২]

"যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সদ্কা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না। যদিও এ যাকাত ফরজ। হাদিয়া মুস্তাহাব। কিন্তু কোন সময়ে মুস্তাহাবের সওয়াব ফরজ হতেও বেড়ে যায়। যেমন– প্রথমে সালাম করা সুন্নাত, আর জওয়াব দেওয়া ফরজ। তথাপিও সালাম করা জওয়াব দেওয়া হতে উত্তম।"

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের আলোকে কোন মুস্তাহাব ফরজের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, সমকক্ষও হতে পারে না। অথচ মেওয়াতী

---

১ দলীলসমূহ : আলফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়া, আস সিহাবুস সাকিব, ওহাবী মাজহাব কী হাকীকত, তারীখে নজদ ও হেজাজ।

২ মালফূজাতে ইলিয়াস, পৃষ্ঠা : ৪৭।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহেব বললেন, যাকাতের দরজা (মর্যাদা) হাদিয়ার নিম্নে। যাকাত হলো অকাট্য ফরজ; আর হাদিয়া হল মুস্তাহাব। এটাকে সালামের পদ্ধতির উপর ধারণা করে এ ধরনের মন্তব্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ ত'আলা এরশাদ করেছেন :

وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِى بِشَئٍ أَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ-[১]

"আমার বান্দার জন্য আমার নৈকট্য অর্জন করা সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ইহাই যা আমি তার উপর ফরজ করে দিয়েছি।"

বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাস্তুল্লানী রাহ. বলেন :

اِنَّ النَّافِلَةَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ-[২]

"নিশ্চয় নফল কখনো ফরজের উপর অগ্রগণ্য হতে পারে না।"

অতএব, যাকাতের মত একটি ফরজ আমলকে হাদিয়ার (সদ্কা) মত একটি মুস্তাহাবের (নফল) চাইতে নিম্নে মনে করাটা চরম গোমরাহী।[৩]

বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, তাবলীগ জামাতের বর্ণিত ভ্রান্ত মতবাদগুলো ছাড়াও আরও অনেক গোমরাহী আকীদা-বিশ্বাস তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিস্তারিত জানতে হলে ঢাকা রিদ্বওয়ানিয়া লাইব্রেরী হতে প্রকাশিত 'সুন্নী পরিচয় ও তাবলীগ পরিচয়' নামক গ্রন্থটি পড়ার অনুরোধ রইল।

তাবলীগী আকীদা

তাবলীগীদের আসল উদ্দেশ্য :

পাক-ভারত উপমহাদেশের কতিপয় মুসলিম সারা বৎসর বিশেষ করে রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে ঘরে ঘরে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অফিস-আদালতে এবং মসজিদ-মহল্লায় তথা সর্বত্র মীলাদ

---

১ বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৩৬।
২ ফতহুল বারী, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩।
৩ দলীলসমূহ : বোখারী শরীফ, ফতহুল বারী, মিরকাত শরহে মিশকাত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাহফিল আয়োজন করে থাকে। এই রুসূম ও রেওয়াজের বৈধতা কুরআন ও হাদীসের কোথাও পাওয়া দুষ্কর।[১]

সুন্নী আকীদা

প্রিয় নবীর শুভাগমনে ১২ রাবিউল আওয়াল সর্বত্র মীলাদ মাহফিল আয়োজনের বৈধতা ইসলামী শরীয়তে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তারপরও নবী-বিদ্বেষের কারণে তাবলীগীরা মীলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করে থাকে। মসজিদে মসজিদে চিল্লা করার নেপথ্যে সরলপ্রাণ মুমিন-মুসলমানদেরকে বিদয়াতের বুলি দিয়ে প্রিয় নবীর মীলাদের সওয়াব থেকে বিরত রেখে তাদেরকে ওহাবী আকীদায় দীক্ষিত করাই তাবলীগের মূল মকসূদ। তাদের নিকট একটি প্রশ্ন প্রিয় নবীর মীলাদ শরীফের রেওয়াজ যদি অনেক পরে হওয়ার কারণে বিদয়াত হয় তাহলে তাদের এই নব আবিষ্কৃত মনগড়া তাবলীগ বিদয়াত নয় কি? তাবলীগের নামে মসজিদে গিয়ে ঘুমানো 'গল্প-গুজব' করা তাদের দৃষ্টিতে বিদয়াত নয়, প্রিয় নবীর মীলাদ শরীফ পাঠ করা বিদয়াত। এ কেমন জঘণ্য মতবাদ। সুতরাং তাদের এই ভ্রান্ত আকীদা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। তাই তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা ও তাদেরকে প্রতিরোধ করা মুমিনদের ঈমানী দায়িত্ব।[২]

তাবলীগ জামাত যদি হকপন্থী হত, তাহলে তাদের উপর কেন এই গযব?

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, ২০০১ ও ২০০৪ সালে তাবলীগ জামাতের জোট মুরব্বীদের বিশেষ সমাবেশে বয়ানের সময় প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়। গত দুই বছর পূর্বেও টঙ্গীতে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে অতি দ্রুত বিশ্ব ইজতেমা শেষ করতে হয়। এই ভাবে বিশ্ব ইজতেমা প্রায় সময় খোদায়ী

---

১ তাবলীগীদের ঈমান হেফাজতের আসল কিতাব রাহবর, পৃষ্ঠা : ২৫।
২ দলীলসমূহ : তাবলীগ জামায়াত বা ফারিব। প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের স্বরূপ উন্মেচন। ইলিয়াসী ধর্ম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গযবের সম্মুখীন হতে দেখা যায়। তা হলে প্রশ্ন জাগে এরা যদি প্রকৃত পক্ষে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, কেন তাদের উপর এই গযব?[১]

বিশ্বব্যাপী তাবলীগ জামাতের মুখোশ উন্মোচনে লিখিত কয়েকটি কিতাবের নাম :

- সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত– আল-কওলুল বালীগ ফিত্ তাহ্যীরি মিন জামায়াতিত্ তাবলীগ। কৃত : মুফতী হামূদ বিন আবদুল্লাহ্।
- তাবলীগ জামায়াত কা ফরীব। কৃত : সৈয়দ তোরাবুল হক কাদেরী, পাকিস্তান।
- তাবলীগী জামাত সৌদী মুফতী কি নজর মেঁ। কৃত: মুফতী আবদুস সাত্তার রযভী, ভারত।
- উছূল দাওয়াত ও তাবলীগ। কৃত: মাওলানা এহতেশামুল হাসান, ভারত।
- তাবলীগী জামায়াত। কৃত: আল্লামা আরশাদুল কাদেরী। ভারত।
- ইলিয়াসী জামায়াত। কৃত: মুফতী রেফাকাত হোসাইন।
- তাবলীগ দর্পণ। কৃত: হাফেজ মওলানা মঈনুল ইসলাম। সাবেক উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।
- সুন্নী পরিচয় ও তাবলীগ পরিচয়। কৃত: মওলানা রিদ্বওয়ানুল হক ইসলামাবাদী।
- তাবলীগে রাসূল বনাম তাবলীগে ইলিয়াসী। কৃত: অধ্যক্ষ আল্লামা আবদুল করিম সিরাজনগরী।
- প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উন্মোচন। কৃত: মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর।
- ছয় উছূলী তাবলীগের স্বরূপ। কৃত: মওলানা শহীদুল ইসলাম।
- তাবলীগ সমাচার। কৃত: মওলানা হারিছুর রহমান আনোয়ারী।
- তাবলীগ জামাতের আসল পরিচয়। কৃত: মওলানা ইকবাল হোসাইন আল কাদেরী।
- তাবলীগ জামাতের অন্তরালে। কৃত: আল -মেহদী।

---

[১] তথ্যসূত্র : বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও তাবলীগ জামাতের অন্তরালে, পৃষ্ঠা : ৬৩, কৃত : আল-মেহদী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চতুর্থ পর্ব :

শিয়া মতবাদ বাতিল কেন?

সংক্ষিপ্ত শিয়া পরিচিতি ও তাদের কয়েকটি ভ্রান্ত মতবাদ :

শিয়া الشيعة শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুসারী দল, সমর্থক, সাহায্যকারী ইত্যাদি। পরিভাষায় যারা আহলে বায়তে রাসূল ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর প্রতি অতিভক্তি দেখিয়ে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান জিন নূরাঈন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমকে গালমন্দ করে থাকে তাদেরকে শিয়া বলা হয়।

ইসলামী জগতের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান যিন নূরাঈন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু খিলাফতকালীন রাজনৈতিক গোলযোগের সময় ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আসা কৃত্রিম ভাবে ইসলাম গ্রহণকারী কুখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা শিয়া ফিরকার মূল প্রবক্তা। সে আহ্লে বায়তে রাসূলের প্রতি অতি ভালবাসা প্রদর্শনপূর্বক ইসলামবিরোধী কিছু আকীদা-বিশ্বাস প্রচার-প্রসার করে মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত দলের জন্ম দেয়। শিয়াদের মধ্যে অনেক দল-উপদল রয়েছে। নিম্নে তাদের কিছু ভ্রান্ত মতবাদ ও পাশাপাশি ইসলামী সুন্নী আকীদা পেশ করা হলো। যাতে সরলপ্রাণ মুসলিম ভাইরা তাদের সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত হয়ে স্বীয় ঈমান-আকীদা রক্ষা করতে পারেন।

শিয়া আকীদা

আল্লাহ্ তা'আলাকে দেহ বিশিষ্ট মনে করা।

باری تعالی جسم والا ہے۔[১]

"বারী তা'আলা বা আল্লাহ্ তা'আলা দেহ বিশিষ্ট।"

---

[১] তোহ্ফায়ে ইছনা 'আশারিয়া। কৃত: শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। পৃষ্ঠা: ২৬৯।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুন্নী আকীদা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিরাকার। আল্লাহ্‌কে শরীরবিশিষ্ট বা সাকার ধারণা করা সুস্পষ্ট কুফরী। কেননা, পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাছের আলোকে তিনি আকারহীন। আল্লাহ্‌কে দেহবিশিষ্ট মনে করা একটি ভ্রান্ত দলেরই মতবাদ। অতএব, শিয়া সম্প্রদায় মহান আল্লাহ্‌কে সাকার ধারণা করে ভ্রান্ত দলেরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।[১]

শিয়া আকীদা

শিয়াদের কালেমা :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَعَلِيٌّ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহি ওয়া আলীউন খলিফাতুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আলী আল্লাহ্‌র খলীফা।[২]

সুন্নী আকীদা

ঈমানের মূল মন্ত্র হচ্ছে কালেমায়ে তাইয়্যিবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্"। এ কালেমা শরীফে কোন সংযোজন ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই। এই কালেমা শরীফে ব্যাপকতা, পবিত্রতা, মহানতা রয়েছে। এখানে কোন কিছু সংযোজন করার অবকাশ নেই। যেমন পবিত্র কুরআন পাকে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন এ কালেমার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ-[৩]

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ফিক্‌হের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।
[২] মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৩২, শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা : ১৬।
[৩] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ২৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আপনি কি লক্ষ্য করেন নি? আল্লাহ্ তা'আলা কালেমায়ে তাইয়্যিবাকে কিসের সাথে উপমা দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আসমানে বিস্তৃত।"

অতএব কালেমার মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর নামকে অতিরিক্ত করা শিয়াদের মারাত্মক ভ্রান্ত মতবাদ। ইসলামের মূল কালেমা শরীফের উপর বাড়াবাড়ি বৈ আর কিছু নয়।[১]

শিয়া আকীদা

শিয়াদের ইমামের মর্যাদা নবীগণ ও ফেরেশতা থেকেও উত্তম!

وَاِنَّ مِنْ ضُرُوْرِيَاتِ مَذْهَبِنَا اَنَّ لِاَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ-[২]

"আমাদের (শিয়া) ধর্মে বুনিয়াদী আকীদা সমূহের মধ্য হতে এটাও একটা আকীদা যে, আমাদের নিষ্পাপ ইমামদের মকাম ও মর্যাদা এত উর্ধ্বে যা কোন নিকটতম ফেরেশতা ও প্রেরিত নবীদেরও নেই।"

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়তের আলোকে নবী-রাসূলগণই নিষ্পাপ ও সর্বোচ্চ সম্মান, মকাম ও মর্যাদার অধিকারী। সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কাউকে নবী-রাসূলগণের সাথে তুলনা করা বা প্রাধান্য দেওয়া সুস্পষ্ট গোমরাহী। কেননা, নবী-রাসূলগণের মহান মর্যাদা ও মকাম পবিত্র আল কুরআনের আলোকে প্রমাণিত ও চূড়ান্ত। সুতরাং শিয়া কর্তৃক স্বীয় ইমামদেরকে নিষ্পাপ নবীদের চাইতেও মর্যাদাবান বলে মন্তব্য করা, আকীদা-বিশ্বাস রাখা চরম সীমালঙ্ঘন বৈ আর কিছুই নয়।[৩]

শিয়া আকীদা

[১] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ২৪, নূরুল ইরফান, আকাঈদের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।
[২] আল-হুকুমাতুল এলাহিয়া। পৃষ্ঠা : ৬২। তেহরান থেকে প্রকাশিত।
[৩] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, শিফা শরীফ, মাদারিজুন্নাবুয়াত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিয়াদের একটি বড় জামায়াত বিশেষ করে ইসমাইলিয়ারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমাম ইসমাইল আখেরী নবী – নাউযু বিল্লাহ্।[১]

সুন্নী আকীদা

পবিত্র কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ আখেরী নবী ও রাসূল। তাঁর পর কোন নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না। কেউ নবুয়াতের দাবী করলে বা তাকে কেউ নবী হিসাবে মেনে নিলে সে নিশ্চিত কাফির।[২]

শিয়া আকীদা

প্রিয় নবীর ওফাতের পর সকল সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ ইমাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর হাতে বায়াত না করার কারণে কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেছেন।[৩]

সুন্নী আকীদা

প্রিয় নবী ইহজগৎ থেকে পর্দা করার পর সকল সাহাবায়ে কেরাম ঈমান-ইসলামের উপর অটল-অবিচল ছিলেন। জিন্দা নবীর দ্বীন রক্ষায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছেন। বিন্দুমাত্র হেদায়েত থেকে বিচ্যুত হন নি। ইসলাম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা তাঁদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা সম্পূর্ণ কুফরী।[৪]

---

১ মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ২৩৩।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৪০, সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৩, সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৮৯, হাদীস শরীফ, মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, হুসামুল হারামাইন।

৩ শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা : ১২।

৪ দলীলসমূহ : শরহে আকায়েদে নাসাফী, জামেউল ফাওয়ায়েদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৯১, শরহে মাওয়াকিফ, ইরফানে শরীয়ত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিয়া আকীদা

খোলাফায়ে রাশেদীনের শানে চরম বেয়াদবী!

(۱) رسول خدا نے ابو بکر کو بھی امور دین کا والی نہیں کہا-

(۲) عمر جاہل تھے-بعض مسائل شرعیہ نہ جانتے تھے-

(۳) عثمان سے سب صحابہ بیزار تھے-اور انکے قتل پر راضی تھے-

(۴) حضرت عائشہ نے رسول خدا کی مخالفت کی-

অর্থাৎ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে কখনো দ্বীনি কার্যক্রমের অভিভাবক নিযুক্ত করেন নি। ওমর অজ্ঞ ছিলেন, কতিপয় শরীয়তের মাস্আলা জানতেন না। ওসমানের উপর সকল সাহাবা অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার কতলের উপর সবাই রাজি ছিলেন। হযরত আয়েশা রাসূলে খোদার বিরুধিতা করেছেন।[১]

সুন্নী আকীদা

খোলাফায়ে রাশেদীন ও মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমের ব্যাপারে অশালীন কথা-বার্তা বাজে মন্তব্য প্রিয় নবীর নূরী অন্তরে মারাত্মক কষ্টের কারণ। কেননা, সিদ্দীকে আকবর, ফারূকে আযম, ওসমান যুন্নুরাইন ও মওলা আলী শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমকে খেলাফতের মসনদে ধারাবহিক ভাবে বসানো হয়েছে প্রিয় নবীরই ইশারায়। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মওলা আলী শেরে খোদাকে মানতে গিয়ে অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ, কটুক্তি ও মন্দ মন্তব্য ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ রূপে হারাম। আর মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা কখনো প্রিয় নবীর বিরোধিতা করেন নি। বরং প্রিয় নবীর খেদমতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে অধিক ভালবাসতেন ও গুরুত্ব দিতেন।[২]

---

১ তোহ্ফায়ে ইছনা 'আশারিয়া। পৃষ্ঠা : ২৬৯, ৫৬৩, ৬০৯, ৬৭৬, ৬৮৬।

২ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, তারীখের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

শিয়া আকীদা

শিয়াদের মতে পবিত্র কুরআনে সূরাতুল বেলায়াত নামে একটি সূরা রয়েছে। এটাকে কুরআন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিয়াদের ইমাম নূরী তাবরুসী ফসলুল খেতাব নামক গ্রন্থে ওই সূরা এভাবে উল্লেখ করেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِالنَّبِيِّ وَ بِالْوَلِيِّ بعثناهما يَهْدِيٰنِكُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ-[১]

সুন্নী আকীদা

সুন্নী মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে পবিত্র কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল সেভাবেই অবিকৃত, সংকলিত ও সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত অবধি থাকবে। বিন্দু পরিমাণ কুরআনের একটি যের-যবর পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না। কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে, সেভাবে অবিকৃত ও সংরক্ষিত থাকার গ্যারান্টি স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ-[২]

"নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই কুরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটার সংরক্ষণকারী।"

অতএব শিয়াদের দাবী মিথ্যা। সূরা বেলায়েত নামে কুরআনে কোন সূরা নেই। এটা তাদের বানানো ও মনগড়া বিশ্বাস। আর কুরআন বিকৃতকারী নিঃসন্দেহে জাহান্নামী।[৩]

শিয়া আকীদা

শিয়াদের বিশ্বাস হচ্ছে যিনি ইমাম তিনি আল্লাহ্র প্রতিচ্ছবি।[৪]

সুন্নী আকীদা

[১] ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা : ২৭৮, শিয়া-সুন্নী ইখতিলাফ, পৃষ্ঠা : ২৬।
[২] সূরা আল-হিজাব, আয়াত : ৯।
[৩] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, তাফসীরের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।
[৪] মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ২৩৩।

সুন্নীরা ইমামকে আল্লাহ্র বান্দা বলে বিশ্বাস করেন।[১]

শিয়া আকীদা

শিয়াদের মতে নেকাহে মুতা বা সাময়িক বিয়ে জায়েয এমনকি সওযাবের কাজ। অর্থাৎ একজন মুসলমান পুরুষ আরেক মুসলিম নারীকে অর্থের বিনিময়ে কিছুক্ষণ যৌনসঙ্গম বা দৈহিক মিলন করতে পারবেন।[২]

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়াতের আলোকে নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিয়ে সম্পূর্ণভাবে হারাম। কারণ এ ধরনের বিয়ে আর যিনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নিকাহে মুতা হারাম হওয়ার উপর ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন পবিত্র হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ عَنْ لُحُوْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ[৩]

"নিশ্চয়ই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকাহে মুতা অস্থায়ী বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন, এবং খায়বারের দিন গৃহপালিত ঘোড়ার গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।"

অতএব সর্বসম্মতিক্রমে নিকাহে মুতা হারাম।[৪]

শিয়া আকীদা

শিয়াদের দৃষ্টিতে তাকীয়া ও কিতমান জায়েয। তাকীয়া মানে আসল উদ্দেশ্য গোপন করে মুখে ভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করা বা কথায় ও কাজে অমিল সৃষ্টি করা। কিতমান মানে আসল মাযহাব ও আকীদা অন্তরে পোষণ করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা মোটামোটি

[১] কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা, পৃষ্ঠা : ৯২।
[২] ইসলাম আওর খোমেনী মাযহাব, পৃষ্ঠা : ৪৩৮, ইরানী ইনকিলাব, পৃষ্ঠা : ৮৯।
[৩] বোখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৭৬।
[৪] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপরকে ধোঁকা ও প্রতারণায় ফেলার নামই কিতমান। তাকীয়া ও কিতমান শিয়াদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও তাদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ।[১]

সুন্নী আকীদা

তাকীয়া ও কিতমান ইসলামী শরীয়তের আলোকে চরম মুনাফিকী ও গোমরাহী। কেননা মুসলমানদের ভালবাসা-শত্রুতা হতে হবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে-মিল্লাত, মাযহাব-দ্বীনের স্বার্থে এ দল মুসলমানদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানী সৃষ্টি করে ইসলামী ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। তাই তাদের এই মুনাফিকী অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তারা তো ইমাম আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে ভালবেসে মুহাররম মাসে তাযিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে হায় হোসাইন, হায় হোসাইন! বলে মাতম করে। অথচ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু যেদিন কারবালার ময়দানে চরম বিপদের মূহুর্তে চাইলে তাকীয়া করতে পারতেন এবং স্বীয় প্রাণ বাঁচাতেও পারতেন। কিন্তু তিনি তাকীয়া না করে ইসলামের জন্য শাহাদাত বরণ করেছিলেন। শিয়ারা সে আদর্শকে বাদ দিয়ে ইমাম হোসাইনের প্রতি অতিভক্তি দেখিয়ে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী বানানোর অপকৌশলে লিপ্ত।[২]

শিয়া আকীদা

শিয়াদের দৃষ্টিতে শরাব হালাল ও পবিত্র। মজী, অদী বা শারীরিক উত্তেজনায় পুরুষের পাতলা বীর্য ও ঘোলা প্রশ্রাব বের হলে অযু নষ্ট হয় না। নফল নামাজ ও তেলাওয়াতে সিজদায় কিবলামুখী হওয়া জরুরী নয়। নাপাক জায়গায় নামাজ জায়েজ। অন্যপথে যৌনক্রিয়া

[১] শিয়া আন্দোলনের সম্মিলিত ইশতেহার ২৫ সেপ্টেম্বর, ইসলাম ও খোমেনী মযহাব, পৃষ্ঠা : ৪৩৭ ও ৪৩৮।

[২] দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আ-নিসা, আয়াত : ১০৫, আবু দাউদ।

জায়েজ। আশুরার রোজা ভোর হতে আসর পর্যন্ত মুস্তাহাব। ব্যবসায়ীদের জন্য কসরের নামাজ নেই - ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদ।[১]

সুন্নী আকীদা

ইসলামী শরীয়াতে শরাব হারাম ও অপবিত্র। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হয়েছে,

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-[২]

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা, লটারী এ সবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। যাতে করে তোমরা সফলকাম হও।"

হাদীস শরীফেও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হতে বর্ণিত আছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْئٌ-[৩]

"ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, শরাব এমন সময় হারাম হয়েছে যখন মদীনায় একটু মদও ছিল না।"

মজী ও অদী নির্গত হলে অযু ভঙ্গ হওয়া, সকল প্রকার নামাজ কেবলামুখী হয়ে পড়া, তেলাওয়াতে সেজদা কেবলামুখী হয়ে আদায় করা, নামাজের জন্য জায়গা পাক হওয়া - এগুলো শীয়তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর ব্যতিক্রম ফতোয়া দেওয়া। গোমরাহী।[৪]

নির্ধারিত গুপ্তস্থান ব্যতীত অন্য পথে যৌনক্রিয়া পবিত্র কুরআনের আলোকে সম্পূর্ণ হারাম। রোজার বিধান হচ্ছে সুবহে সাদিক

[১] শিয়া পরিচিতি, পৃষ্ঠা : ৪০ ও ৪৫, লেখক : অধ্যক্ষ হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল জলীল (এম.এম.বিসিএস), এইচ কে প্রিপ্রিন্টার্স, ১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফরিদপুর।

[২] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৯০।

[৩] আদাবুল মুফরাদ।

[৪] কুদূরী, কিতাবুত তাহারাত। পৃষ্ঠা : ৩১, ফিকহের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর শরীয়তের আলোকে ব্যবসায়ীসহ সকল মুসাফিরের জন্য কসর নামাজের বিধান রয়েছে। অতএব শিয়াদের মনগড়া মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

শিয়াদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাপী বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম প্রদত্ত হল :

- ফতোয়ায়ে শামী। ইবনে আবেদীন শামী। তৃতীয় খণ্ড।
- ফতোয়ায়ে আলমগীরী। ২য় খণ্ড।
- ফতহুল কদীর। কৃত : ইমাম ইবনে হুমাম।
- ফতোয়ায়ে বায্যাযিয়া। ১ম খণ্ড।
- তাফসীরে রূহুল মা'আনী। কৃত : ইমাম আলূসী। ৮ম খণ্ড।
- বাহ্‌রুর রায়িক। কৃত : ইমাম ইবনে নুজাইম। ৫ম খণ্ড।
- ফতোয়ায়ে রযভীয়া। কৃত : ইমাম আ'লা হযরত। ৬ষ্ঠ খণ্ড।
- তোহ্‌ফায়ে ইছনা আশারিয়া। কৃত: হযরত আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী রাহ.।
- তালিফাতে রশীদিয়া। কৃত : মও. রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গূহী।
- এমদাদুল ফতাওয়া। কৃত : মও. আশরফ আলী থানভী।
- শিয়া পরিচিতি। কৃত : অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলীল।
- কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামের মূল ধারা ও বাতিল ফিরকা। কৃত : শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী।
- কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে শিয়া সম্প্রদায়। কৃত : মুফতী মোহাম্মদ আবদুর রহীম।

---

১ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ৯০, আদাবুল মুফরাদ, কুদূরী।
বি. দ্রষ্টব্য : শিয়া সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ আবদুল জলীল কর্তৃক লিখিত শিয়া পরিচিতি গ্রন্থটি পাঠ করুন।

পঞ্চম পর্ব :

কাদিয়ানী মতবাদ বাতিল কেন?

সংক্ষিপ্ত কাদিয়ানী পরিচিতি ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদ :

মির্যা গোলাম কাদিয়ানী ১৮৬৫ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে মির্যা সাহেব ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত নামক ইসলামে নতুন এক ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম দেন। তার অনুসারীদের সংক্ষেপে কাদিয়ানী বলা হয়। মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাজেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খতমে নবুয়ত সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ লিখে কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। নিম্নে কাদিয়ানী ভ্রান্ত মতবাদ ও ইসলামের সঠিক আকীদা উপস্থাপন করা হলো।

কাদিয়ানী ভ্রান্ত মতবাদ

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি স্বয়ং খোদা, আমি বিশ্বাস করে ফেলি যে, আমি তাই– নাঊযু বিল্লাহ্।[১]
আমার প্রভু আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন।[২]
তুমি আমার কাছে আমার (খোদার) সন্তানতুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ বলে সম্বোধন করেছেন।[৩]

আমি এক শরীয়তধারী নবী। আমার শরীয়তে আদেশও রয়েছে, নিষেধও রয়েছে।[৪]
সর্ব শ্রেষ্ঠ নবীর প্রকাশের মাধ্যমে আমিই সেই প্রতিশ্রুত জ্যোতি।[৫]

---

১ আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম। পৃষ্ঠা : ৫৬৪। কিতাবুল বারীয়া, পৃষ্ঠা : ৭৮।
২ আল বুকারা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০।
৩ হাকীকতুল ওয়াহী, পৃষ্ঠা : ৩৯১।
৪ আরবাঈন, পৃষ্ঠা : ৭।
৫ খোতবায়ে ইলহামিয়া, পৃষ্ঠা : ১৭৭ ও ১৭৮।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র নবীর তিন হাজার মুজিযা ছিল। অথচ আমার মুজিযা দশ লক্ষ।[১]

মির্যা সাহেবের জঘণ্য কর্ম : গোসল ফরজ হওয়া সত্ত্বেও সে গোসল না করে ইমামতি করতে আসত।[২]

এ ছাড়াও সে নিজেকে প্রথমে মুলহাম মিনাল্লাহ, মুজাদ্দিদ, মাসীহে মাওউদ, পরে ইমাম মাহদী এবং স্বতন্ত্র নবী, বুরুযী নবী, খোদার পিতা এমনকি শ্রী কৃষ্ণ পর্যন্ত দাবী করেছিল।[৩]

সুন্নী আকীদা

কুরআন-সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই একমাত্র সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আখেরী নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরিত হবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের সুমহান আদর্শ সর্বত্র প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করে যাবেন প্রিয় নবীর যোগ্য প্রতিনিধি বিশেষ করে সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ওলামায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে ইজাম। অথচ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী থেকে শুরু করে নবী পর্যন্ত দাবী করে ইসলামী ইতিহাসে কালো অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তার দাবীকৃত উক্তিগুলোই তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দিয়েছে। তার এ ভ্রান্ত মতবাদগুলো M. T. A. চ্যানেলের মাধ্যমে আজ বিশ্বব্যাপী প্রচার করে সরলপ্রাণ মুমিন-মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার অপচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। তাই সরলপ্রাণ মুসলিম মিল্লাতকে তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা কুফরি আকীদার কারণে যেমনিভাবে মির্জা সাহেব স্বয়ং কাফির হয়ে গেছেন, তাকে অনুসরণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[৪]

---

১ বারাহীনে আহমদী। পৃষ্ঠা : ৩৬।
২ ফযায়েলে আহমদী, পৃষ্ঠা : ৯৮।
৩ ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া উর্দু, সৈয়দ কাসিম মাহমুদ, পৃষ্ঠা : ১১২৫।
৪ দলীলসমূহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, দলায়েলুন নবুয়াত, হুসামুল হারামাঈন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশেষ উল্লেখ্য, এ উপমহাদেশে ১৩২৪ হিজরীতে হারামাঈন শরীফাঈনের প্রখ্যাত ইমামদের অভিমত সম্বলিত গ্রন্থ 'হুসামুল হারামাঈন' লিখে সর্ব প্রথম কাদিয়ানীদের কুফরী মতবাদ ও ভণ্ড নবীর সুযোগ সৃষ্ঠিকারী কাসেম নানুতুবী ও তার অনুসৃত মতাদর্শের সমর্থক ওলামা কর্তৃক মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় নবীর শানে ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তির বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধ চালিয়ে সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি মির্জা গোলা কাদিয়ানী ও খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের খণ্ডন ও বাতুলতা প্রমাণে অসংখ্য ফতোয়া ছাড়াও স্বতন্ত্র তথ্য নির্ভর গ্রন্থাবলী রচনা করেন। নিম্নে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হলো –

১. জাযাউল্লাহি আদুয়াহ বিআবাইহি খাতমিন নবুয়াহ, প্রকাশকাল : ১৩১৭ হিজরী।
২. আস্-সূউল ইক্বাব, আলাল মসীহিল কাজ্জাব, প্রকাশকাল : ১৩২০ হিজরী।
৩. কাহরুদ্দাইয়ান আলাল মুরতাদি বি কাদিয়ান, প্রকাশকাল : ১৩২৩ হিজরী।
৪. আল মুবীন খতমুল নবীয়্যিন, প্রকাশকাল : ১৩২৬ হিজরী।
৫. আল-জারাদুদ দায়ানী আলাল মুরতাদিল কাদিয়ানী, প্রকাশকাল : ১৩৪০ হিজরী।

কাদিয়নী মতবাদ প্রতিরোধে আ'লা হযরতের অবদান ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। যুগে যুগে কাদিয়নীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন সুন্নী ওলামায়ে কেরাম। যেমন– ১৯৭৪ ইংরেজী ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে সুন্নী ওলামাগণ যখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছিলেন, তখন মির্জা নাছের নিজেকে ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে মুসলমান দাবী করে কাসেম নানুতুবীর লিখিত তাহজীরুন্নাস কিতাবের উদ্ধৃতি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছিলেন। যেটার উত্তর দেওয়া সংসদে উপস্থিত থাকা মুফতি মাহমুদসহ দেওবন্দী আলেমদের পক্ষ থেকে সম্ভব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়নি। সে দিন আহলে সুন্নাত মতাদর্শী জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের সাংসদ যথাক্রমে আল্লামা শাহ্ আহমদ নূরানী ও আল্লামা আবদুল মোস্ত ফা আল আজহারী উভয়ে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, আমরা উক্ত উদ্ধৃতির লেখক, সমর্থক উভয় শ্রেণীকে এভাবে কাফের মনে করে থাকি, যেভাবে কাদিয়ানীদের মনে করি। শাহ আহমদ নূরানী ও আবদুল মোস্তফা আল আজহারীর জোরালো বক্তব্য ও নেতৃত্বে পাকিস্তান জাতীয় সংসদে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।[১]

এ ছাড়াও আল্লামা মেহের আলী শাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লাম হামদ রযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা ফজলে রসূল বদায়ুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা আরশাদুল কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা ডক্টর তাহেরুল কাদেরীসহ অসংখ্য সুন্নী ওলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী ফেতনার মূলোৎপাটনে গ্রন্থাবলী লিখে এখনো পর্যন্ত কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। সুন্নী ইমামদের এ অবদানকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

বিশ্বব্যাপী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মাত্র কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হলঃ

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সব চাইতে বেশি গ্রন্থ লিখেছেন ইমাম আহমদ রজা খান ফাজেলে বেরেলভী রহ.।

- জাযাউল্লাহি আদুয়াহ বিআবাইহি খাতমিন নবুয়াহ, প্রকাশকাল : ১৩১৭ হিজরী।
- আস্-সূউল ইক্বাব, আলাল মসীহিল কাজ্জাব, প্রকাশকাল : ১৩২০ হিজরী।
- কাহরুদ্দাইয়ান আলা মুরতাদি বিকাদিয়ান।
- আল মুবীন খাতমুন্নাবিয়্যীন।
- আল জারাদুদ্দায়ানী আলাল মুরতাদিল কাদিয়ানী।

[১] তথ্য সূত্র : খতমে নবুয়াত, কানযুল ঈমান ও ইমাম আহমদ রেজা, পৃষ্ঠা : ১০ ও ১১, মূল : আল্লামা সৈয়দ ওয়াজহাত রসূল কাদেরী, অনুবাদ : অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা বদিউল আলম রেজভী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

- আল মু'তাকাদুল মুনতাকাদ।
- ফতোয়ায়ে রজভীয়া। ৬ষ্ঠ খণ্ড।
- আহ্কামে শরীয়ত।
- আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ। কৃতঃ হযরত শাহ ফজলে রসূল বদায়ুনী।
- আস সারেমুর রব্বানী আলা ইসরাফিল কাদিয়ানী। কৃতঃ শাহজাদায়ে আলা হযরত মুফতী হামেদ রজা খান বেরেলভী।
- তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়ত আওর ইমাম আহমদ রজা। কৃতঃ ছাহেবজাদা সৈয়দ ওয়াজহাত রসূল কাদেরী, পাকিস্তান।
- সর্বশেষ নবী। কৃতঃ ইমামে কাবা শায়খ মোহাম্মদ বিন সুবাইল।
- ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া উর্দু, পাকিস্তান।
- খতমে নবুয়ত। কৃতঃ মাওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ ইউসুফ জীলানী (সুন্নী হানাফী, বাংলাদেশ)

সকর্তবাণী

এ পর্যন্ত ইসলামের নামে যত ভ্রান্ত দল মুসলিম সমাজে সৃষ্টি হয়েছে, সব ইহুদী ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ। যেমন বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি গোপন পরিকল্পনার নথি সাম্প্রতিক ফাঁস হয়ে যায়। এ গোপন রিপোর্টে চার নাম্বার পরিকল্পনায় 'ঈমান-হরণ' নামক একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'পৃথিবীর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন নেতাদের হাতে আত্মসমর্পন করে মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনুগত্য সহকারে জীবন যাপন করতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমাদের জন্য তাই মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলা অত্যন্ত জরুরী। গইম[১] জনগণের অন্তর থেকে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাসও আধ্যাত্মিকতার ধারণা মুছে ফেলতে হবে বরং সে স্থলে শুধু গণিতের হিসাবপত্র ও বস্তুতান্ত্রিক চাহিদার অনুভূতি প্রবল করে তুলতে হবে'। তথ্য সূত্র ইহুদী চক্রান্ত, আবদুল খালেক, পৃষ্ঠা : ৮৮।

উল্লেখিত ইহুদী ষড়যন্ত্রের দলীলেও প্রমাণ করে মহান আল্লাহ্ ও আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাসের উপর মুসলমানদের ঈমানী শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। অথচ বাতিল মতবাদীদের আকীদা ও বিশ্বাসে সেই মহান আল্লাহ্ ও আধ্যাত্মিকতা

[১] যারা ইহুদী নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বা প্রিয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র শানে চরম কটুক্তি ও অবমাননাকর মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে।

অতএব, বুঝা গেল, যত বাতিল দল সৃষ্টি হচ্ছে সব ইহুদীরই চক্রান্তের ফসল। সমস্ত সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সকল বাতিল মতবাদ থেকে স্বীয় ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট

আ'লা হযরতের প্রতি দেওবন্দী ওহাবীদের মিথ্যা অপবাদ!

তখন থেকে এখন পর্যন্ত দেওবন্দী ওহাবীরা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিরুদ্ধে বানোয়াট উদ্দেশ্যমূলক ও জঘণ্য মিথ্যা অপবাদ অব্যাহত রেখেছেন। আ'লা হযরত নাকি ব্রিটিশের অনুগত ছিলেন। অথচ আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ সুন্নী ওলামায়ে কেরাম ব্রিটিশদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যেমন– আ'লা হযরত ব্রিটিশদের মনে করতেন অবৈধ দখলদার।

তিনি জনসাধরণকে ব্রিটিশ আদালতে বিচার প্রার্থী হতে নিষেধ করতেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ কোর্টের জারীকৃত সমনকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ডাক টিকেটে ব্রিটিশ রাণীর ছবি উল্টো দিকে লাগাতেন। অর্থাৎ রাণী এলিযাবেথের মাথা নিচের দিকে থাকত। আর ব্রিটিশের বিরোধিতা তিনি না করে কে করবেন? কারণ তাঁর দাদা আল্লামা রযা আলী খান ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী যোদ্ধা। ১৮৩৪ সালে আ'লা হযরতের দাদা আল্লামা রযা আলী খানের মস্তক (মাথা) ছিন্ন করতে ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র জেনারেল হার্ডসন তৎকালীন পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।[১]

আর ব্রিটিশদের টাকা খেয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে দেওবন্দী আলেমগণ যখন প্রিয় নবীর পবিত্র শানে চরম বেয়াদবী ও জঘণ্য ভ্রান্ত মতবাদ সম্বলিত বই পুস্তক প্রকাশ করেন, তখন আ'লা হযরত নবী প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে হারামাঈন শরীফাইনের সম্মানিত মুফতি সাহেবানদের অভিমত ও স্বাক্ষর গ্রহণ করত: 'হুসামুল হারামাঈন' নামক গ্রন্থ লিখে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন। উপমহাদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদাকে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করলেন। তখন থেকেই দেওবন্দীরা কোন প্রমাণ ছাড়াই আ'লা হযরতকে ব্রিটিশের অনুগত ছিলেন বলে মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছেন। অথচ ইতিহাস ও দেওবন্দী আলেমদের জীবনী গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায়, (তাদের ভাষায়) সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, ইসমাইল দেহলভী, আশরাফ আলী থানভী, তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস মিয়তী সহ আরো অনেকেই নিয়মিত ব্রিটিশ

[১] তথ্য সূত্র : Neglected genious of the east. By: Dr. Masood Ahmed. Pakistan. আ'লা হযরতের প্রতি মিথ্যা অপবাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব, অনুবাদ: সাইফুদ্দীন আহমদ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সরকারের পক্ষ থেকে ভাতা গ্রহণ করতেন, এমনকি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তার যোদ্ধাদের জন্য ইংরেজ সরকার উন্নতমানের খাবার তৈরী করে পাঠাতেন।[১]

অথচ বাহ্যিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে এখনো পর্যন্ত প্রচার করা হচ্ছে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলন ছিল ইরেজদের বিরুদ্ধে। প্রকৃত ইতিহাস হচ্ছে পাঞ্জাব রাজ্য দখন নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে শিখদের শত্রুতা ছিল আর ঐ শত্রুদের মোকাবেলা করার এবং শিখদের রাজ্য দখল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে ইংরেজ সরকার সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভীকে মাঠে নামিয়েছিল। দেওবন্দীরা হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণা করে মুসলমানদেরকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐ সময় অনেক মুসলমান জায়গা-জমি সস্তা দামে বিক্রি করে আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। আর আ'লা হযরতের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখুন, তিনি ভাবলেন ভারত মুসলমানদের রাষ্ট্র, হাজার হাজার বৎসর মুসলমানরা এ ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। ভারতকে দারুল হারব ঘোষণা করলে মুসলমানদের হিজরত করা ফরয হয়ে যাবে। মুসলমানরা চলে গেলে এ দেশ স্থায়ীভাবে ব্রিটিশ অথবা হিন্দুদের হয়ে যাবে। মুসলমানরা যাযাবর হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। তাই তিনি ইমামে আযম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ শীর্ষ স্থানীয় ইমামদের অভিমত সম্বলিত একটি কিতাব 'ইলামুল ইলাম বি আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম' কিতাব লিখে হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম ঘোষণা করে মুসলমানদের চেতনা সৃষ্টি করেন। মজার বিষয় হচ্ছে দেওবন্দী আলেমরা দারুল হারব ঘোষণা করে নিজেরা হিজরাত না করে সুদকে হালাল করে নিয়েছিলেন।

অথচ হিজরতকারী মুসলমানরা কত কষ্টে কালাতিপাত করেছিলেন তার একটু খবরও তারা নিলেন না। কারণ আফগানিস্তানের সরকারের সাথে কোন প্রকার চুক্তি না করে মুসলমানদেরকে আফগানিস্তানে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছিলেন দেওবন্দী ওলামারা। যেটাকে মাওলানা মওদূদী সাহেবও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এটাকে দেওবন্দী আলেমদের অদূরদর্শিতা বলে মন্তব্য করে হাজার হাজার মুসলমানকে হিজরত করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।[২]

এ দেওবন্দী মৌলভীরা ভারতের গান্ধী সাহেবের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে গরু জবাইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফতোয়া দিয়েছিল। গান্ধি সাহেবকে মসজিদের মিম্বরে আসন দিয়ে বন্দে মাতরম জিন্দাবাদ দিয়েছিল। আর আ'লা হযরত বলেছিলেন, ব্রিটিশ কিংবা হিন্দুদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করে স্বতন্ত্রভাবে মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়া উচিৎ। পরবর্তীতে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়েছে। আ'লা হযরতের এ চিন্তা-চেতনাকে দেওবন্দীরা ব্রিটিশের পক্ষে বলে

[১] সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জীবনী গ্রন্থ, তাওয়ারীখে আজীবা, কৃত জাফর থানেশ্বরী, পৃষ্ঠা : ১৮।

[২] তথ্য সূত্র : মাওলানা মওদূদী একটি জীন একটি ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৪৪।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

এখনও মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেওবন্দীরা আরেকটি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকেন, যেমন সেটা হচ্ছে ১৮৯৩ সালে নদওয়াতে একটি কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে আ'লা হযরতও উপস্থিত ছিলেন। ঐ কনফারেন্সে 'নদওয়াতুল ওলামা' নামক একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির গঠনতন্ত্র যখন পাঠ করা হয়, সেখানে ইংরেজদের প্রতি সমর্থন ও প্রশংসা পাওয়া গেলে সাথে সাথে আ'লা হযরত বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তাদের এ ধরনের ব্রিটিশ তোষণের প্রতিবাদ জানিয়ে কনফারেন্স থেকে বের হয়ে যান। অথচ এ দেশের দেওবন্দী ওহাবীরা বাংলা ভাষায় কিছু পুস্তক লিখে ঐ ঘটনাকে বিকৃত করে আ'লা হযরতের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আ'লা হযরত ছিলেন সব সময় মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে ও ঈমান-আকীদা হেফাযতের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে। তাঁর বিরুদ্ধে দেওবন্দী ওহাবীদের উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ঐক্যের আহ্বান

সম্মানিত সরল প্রাণ মুসলমান ভাইরা, আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল মতবাদীদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত হয়েছেন। তাদের সাথে এ সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বা সুন্নী মুসলমানদের সাথে তাদের সাথে কোন প্রকার ঐক্য হতে পারে না। কেননা ইসলামী শরীয়তে বাতিল মতবাদীদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। তবে ঐক্যের জন্য প্রয়োজন আকীদা বিশুদ্ধ করণ। তাই তাদেরকে বলব আজ বিশ্ব পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। মুসলমান ও ইসলামের উপর চলছে নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যাযজ্ঞসহ মুসলিম নিধনের এক মহা ষড়যন্ত্র। এ মূহুর্তে নিজের মুরুব্বীদের বাতিল মতবাদকে পরিহার করে আসুন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হই। এটাই আজ সময়ের দাবী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আমার নিকট সংরক্ষিত বাতিল মতবাদীদের লিখিত কিতাবের পৃষ্ঠা নং ও হুবহু এবারত এখানে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি পৃষ্ঠা নং ব্যতিক্রম পান তাহলে বুঝতে হবে ঐ কিতাবটি নতুন সংস্করণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের উপর প্রামাণ্য আলোচনা সম্বলিত 'বাতিলের স্বরূপ উদ্ঘাটন' ভিসিডিতে ঐ কিতাবগুলোর প্রদর্শনী তো থাকছেই।

বাতিলের স্বরূপ উদ্ঘাটন ভিসিডিটি সংগ্রহ করে দেখুন, ঈমান আকীদা মজবুত করুন।

স মা প্ত

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com